NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

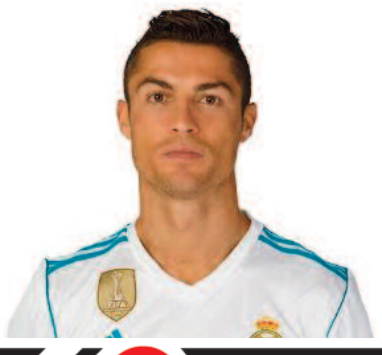

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ মেসিকে চাপে রেখে কেরিয়ারের ৮৫০ গোলের মাইলফলক ছুঁলেন রোনাল্ডো

এবার ভারত-নেপাল ম্যাচেও থাকছে বৃষ্টির চোখরাঙানি ৮

কলকাতা ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১৭ ভাদ্র ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ৮৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 4.9.2023, Vol.17, Issue No.85, 8 Pages, Price 3.00

আচার্য-উপাচার্য বিতর্ক উঠল চরমে, বিজ্ঞপ্তির ব্যাখ্যা দিলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজভবনের নয়া নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে ফের চরমে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপালের দপ্তর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদ্দেশে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। তাতে বলা হয়, আচার্যের পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সার্বভৌম অধিকর্তা হলেন উপাচার্য। তাঁর অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা তাঁরই নির্দেশ মেনে কাজ করবেন। পাশাপাশি স্পষ্ট করে দেন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আচার্যের পর সার্বভৌম অধিকর্তা উপাচার্য, সরকারি নির্দেশ মানতে তাঁরা বাধ্য নন। এরপরই শুরু হয় বিতর্ক। রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরমে উঠলে আসরে নামেন রাজ্যপাল।

রবিবার এ প্রসঙ্গে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, 'নির্দেশিকা বিভ্রান্তি দূর করার জন্য। এতে স্পষ্ট করা আছে যে, সরকারের উচিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করা। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের জারি করা নির্দেশিকা নয়। বরং সংবিধান, ইউজিসি আইন এবং সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের ভিত্তিতে তৈরি। প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন অত্যন্ত পবিত্র বিষয় এবং সকলকেই তার সম্মানরক্ষার্থে এগিয়ে আসতে হবে।'

রাজ্যজোড়া বিতর্কের প্রেক্ষিতে তাঁর সংযোজন, 'আচার্য উপাচার্যের ভূমিকা পালন করছে না, করতে পারে না, করা উচিত নয়। পড়ুয়াদের শংসাপত্র পেতে যাতে অসুবিধা না হয়, এই বিশেষ ক্ষেত্রেই পড়ুয়াদের বিশেষ দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে।' তাঁর কথায়, এটা আচার্যের জারি করা নির্দেশিকা নয়, বরং সংবিধান, ইউজিসি আইন এবং সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের ভিত্তিতে তৈরি।

এদিকে রাজভবনের এই নির্দেশিকা নিয়ে বাংলার রাজনৈতিক মহলেও চলছে জোর চাপনউতোর। যদিও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, 'রাজ্যপাল আইন মেনেই করেছেন। আইনে হয়তো সেই ক্ষমতা আচার্যকে দেওয়া আছে।' একই সুর শোনা গেছে বিজেপির অপর এক সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের গলাতেও। তিনিও এই প্রসঙ্গে জানান, 'রাজ্যপাল ঠিক করেছেন।' তবে উল্টো সুর বাম নেতাদের গলায়। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তোপ দেগে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার বারোটা বেজে গিয়েছে। উপাচার্য কে হবেন? রাজ্যপাল হবে। তার মানে, রাজ্যপাল উপাচার্য হিসাবে শুধু তাঁর কথাই শুনবেন। আর কারও কথা শোনা যাবে না। একদম তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্টাইলে রাজ্যপাল চলছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আমি সব, রাজ্যপাল বলছেন আমি সব। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আমি আচার্য হব। রাজ্যপাল বলছেন আমি আচার্য হিসাবে রাজ্যপাল উপাচার্য হব।'

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কটাক্ষের সুরে জানান, 'উনি আচার্য, উনিই উপাচার্য। উনি কী করবেন করবেন না তা জানি না। পারলে এবার রেজিস্ট্রারও হয়ে যান। দরকারে ছাত্রের সিটেও বসে পড়বেন। অসুবিধা কী আছে। আচার্যই উপাচার্য এটা তো কোনওদিন শুনিনি। এখন শুনছি।'

শেষ ৩০ মিনিট ১০ জনে খেলেও ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডার্বিতে মধুর প্রতিশোধের জন্য ডুরান্ড ফাইনালকে তুলে রেখেছিলেন মোহনবাগান প্লেয়ার থেকে সমর্থকেরা। আর বাস্তবে হলও তাই। এমন এক হাই ভোল্টেজ ম্যাচে শেষ ৩০ মিনিট ১০ জনে খেলেও ১-০ গোলে ম্যাচ জিতল মোহনবাগান।

এদিন ডুরান্ড কাপ ফাইনালের বল গড়ানোর পর থেকে প্রথম ৪৫ মিনিটে দেখা গিয়েছে কাঁটায়-কাঁটায় টক্কর মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দু-দলের মধ্যেই। সঙ্গে যোগ হয়েছিল হাই ভোল্টেজ ম্যাচের চাপ না রাখতে পারার সমস্যাও। ফলে বারবার হলুদ কার্ড বার করতে হয়েছে রেফারি রাহুল গুপ্তাকে। ৬০ মিনিটের মাথায় সিভেরিয়োকে বাজে ফাউল করে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন অনিরুদ্ধ থাপা। তখনও খেলার বাকি ৩০ মিনিট। মোহনবাগান ১০ জন হয়ে যেতেই মোহনবাগানের ওপর চাপ বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল।১০ জন হয়ে যেতেই কিছুটা হলেও বেসামাল লাগতে থাকে মোহনবাগানকে। সেই সুযোগে বক্সের বাইরে বল পান ক্লেইটন সিলভার। ডান পায়ে শট নিলেও তা ঝাঁপিয়ে বাঁচালেন বাগান গোলরক্ষক বিশাল কাইথ। এরপর ৭১ মিনিটে খেলার রং একেবারেই বদলে যায়। প্রতি-আক্রমণ থেকে বল ধরে অনেকটা দৌড়ে বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের শটে দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে গোল করেন দিমিত্রি পেত্রাতোস।এরপর সমতা ফেরানোর সহজ সুযোগ পেয়েছিলেন নন্দকুমার। মহেশের ক্রসে বক্সের ভিতরে ফাঁকা জায়গা থেকে হেড দেওয়ার সুযোগ পেলেও সরাসরি বিশালের হাতে মেরে হেলায় হারান সে সুযোগ।তখনই যেন আঁচ করা যাচ্ছিল ইস্টবেঙ্গলের ওপর বিমুখ ফুটবলদেবী।

এদিনের প্রথমার্ধের খেলায় তবে দুটো দলই যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেছে, তা নিয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। মোহনবাগানের তুলনায় ইস্টবেঙ্গল অনেক বেশি গোলের সুযোগ তৈরি করলেও কাজের কাজ কিছুই করতে পারেনি। তবে প্রথমার্ধে রেগুলেশন টাইমের শেষে আরও ৪ মিনিট যে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছিল তারপ্রথম মিনিটে লাল-হলুদ ফুটবলার সাউল ক্রেসপো এমন একটি কাণ্ড করে বসেন যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে কলকাতার ফুটবল মহলে। সাদিকুর সঙ্গে তখন বল দখলের লড়াই চলছিল ক্রেসপোর। শেষপর্যন্ত ক্রেসপো আর না পেরে সাদিকুর পা পিছন দিক থেকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেন। তাঁকে কার্যত ইচ্ছাকৃতভাবে টেনে নিচের দিকে নামিয়ে দেন।সঙ্গে সঙ্গে দুই দলের ফুটবলাররা দৌড়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে ঝামেলা সবেমাত্র শুরু হচ্ছিল। অবশেষে হস্তক্ষেপ করেন ম্যাচ রেফারি। ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলার ক্রেসপো আর বোরহাকে হলুদ কার্ড দেখানো হয়। অন্যদিকে হলুদ কার্ড দেখেন মোহনবাগানের হুগো বুমোসও। প্রথম ৪৫ মিনিট ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণ সংখ্যা বেশি থাকলেও ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণের পথে যায় মোহনবাগান।মন্দারকে পরাস্ত করে পেত্রাতোস ডানদিক থেকে উঠলেন এবং সাদিকুর দিকে বিপদজনক ক্রস বাড়ালেন। কিন্তু, নুঙ্গা বলটা বিপদমুক্ত করলেন। ৬ মিনিটের মাথায় প্রথম কর্নার অর্জন করে মোহনবাগান। কর্নার কিক থেকে গোল করার চেষ্টা করলেও পেত্রাতোস অনেকটাই দূরে ছিলেন। ৩৭ মিনিটে মোহনবাগানের সামনে গোল করার একটা সুবর্ণ সুযোগ আসে।অনিরুদ্ধ থাপা দুর্দান্ত একটা ক্রস বাড়ান আশিস রাইকে। আশিস সেখান থেকে মাইনাস করেন সাহালকে। এই ক্রস থেকে গোল হতেই পারত। কিন্তু গোলপোস্টের অনেকটা দুরেই শট মারেন সাহাল। তবে এই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠ দুর্দান্ত সামলাচ্ছেন সাউল ক্রেসপো এবং বোরহা। সেকারণে লেফট উইংয়ে মন্দার স্বাধীনভাবে খেলতে পেরেছে। ৪৩ মিনিটে গোল করার সুযোগ এসেছিল ইস্টবেঙ্গলের কাছে। নন্দকুমার দুর্দান্ত একটা হেড দিয়েছিলেন। কিন্তু বাগান ফুটবলারের গায়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে।

শনিতে ছিলেন তৃণমূলে, রবিতে বিজেপি দল বদল প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মিতালির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ধূপগুড়ি: শনিবার হাতে ছিল তৃণমূলের পতাকা। ২৪ ঘণ্টা পর রবিবারই তিনি হাত ধরলেন বিজেপির। ধূপগুড়িতে ৫ সেপ্টেম্বর উপনির্বাচন। তার ঠিক দু'দিন আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন ওই বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক মিতালি রায়। রবিবার সকালে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। যদিও শনিবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারমঞ্চে তাঁকে দেখা গিয়েছিল।

২০১৬ সালে বিধানসভা ভোটে ধূপগুড়ি কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী মিতালি। ২০২১ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বিধায়ক। গত বিধানসভা ভোটেও তাঁকেই টিকিট দেয় তৃণমূল। কিন্তু বিজেপির বিষ্ণুপদ রায়ের কাছে হেরে যান তিনি। সেই বিষ্ণুপদের মৃত্যুতে ধূপগুড়িতে উপনির্বাচন হচ্ছে। কিন্তু এ বার মিতালিকে আর টিকিট দেয়নি তৃণমূল। তাঁর বদলে এ বার তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন নির্মলচন্দ্র রায়। এরপরই দল বদল। মিতালির অভিযোগ, ২০২১ সালে হারের পর থেকেই তাঁকে দল একপ্রকার ব্রাত্য করে রেখেছিল। মিতালির ক্ষোভের আঁচ পেয়েছিল তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বও। সে জন্যই রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূলের অন্যতম নেতা অরূপ বিশ্বাস ধূপগুড়িতে প্রচারে গিয়ে আলাদা করে মিতালির ক্ষোভ নিরসনের চেষ্টাও করেছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এ বার টিকিট না পাওয়ায় দলের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন মিতালি। যদিও তারপরেও, শনিবার ফণীর মাঠে অভিষেকের প্রচারের মঞ্চে হাজির ছিলেন মিতালি। তার পরেই রবিবার সকালে দলবদল করলেন তিনি। মিতালির হাতে পদ্মপতাকা তুলে দিয়ে সুকান্ত বলেন, 'মিতালি জলপাইগুড়ি জেলার অন্যতম পরিচিত পরিবারের সদস্য। তিনি তৃণমূলে থাকতে পারছিলেন না। মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে তিনি তাই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন। তাঁকে স্বাগত জানাই। আগামিদিনে মিতালিদির পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকলেই বিজেপিতে আসবেন।' যদিও বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূলের সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'মিতালির দলত্যাগে তৃণমূলের কিছু যাবে আসবে না। রাজ্য রাজনীতিতেও কিছু বদল হবে না।' তাঁর কটাক্ষ, 'বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি ব্লকে ব্লকে যোগদান মেলা আয়োজন করেছিল। তার কী ফল হয়েছে তা রাজ্যবাসী জানেন।'

অভিষেকের বিরুদ্ধে কমিশনে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: উপনির্বাচনের প্রচারে ধূপগুড়ি গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার বলেছিলেন আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ধূপগুড়ি মহকুমা হবে। এই ঘোষণা নিয়েই আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনে নালিশ ঠুকল বিজেপি। এই ঘটনায় অভিষেকের বিরুদ্ধে দ্রুত কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে বলে দাবি জানিয়েছে তারা।

ধূপগুড়িতে উপনির্বাচন রয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর। শনিবার সেখানে তৃণমূলের হয়ে সভা করেন অভিষেক। প্রচারমঞ্চে দাঁড়িয়েই ধূপগুড়িকে এ বছরের মধ্যে মহকুমা করার ঘোষণা করেন তিনি। অভিষেক বলেন, 'আমি বলছি হবে, করে দেখাব, প্রতিশ্রুতি কাঁধে তুলে নিয়ে যাচ্ছি।' অভিষেকের এই মন্তব্যেই আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে বলে দাবি বিজেপি-র। সেই মর্মে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে তারা। বিজেপি-র প্রশ্ন, নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে এমন প্রতিশ্রুতি কী করে দিলেন অভিষেক?

'এক দেশ, এক ভোট' নিয়ে সরব রাহুল গান্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'এক দেশ, এক ভোট' নিয়ে দেশজোড়া বিতর্কের মধ্যেই সরব হল কংগ্রেস। রবিবার রাহুল গান্ধী বলেন, 'এক দেশ, এক ভোট'-এর ধারণাকে দেশের 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর আঘাত'। রবিবার দুপুরে নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে রাহুল সংবিধানের লাইন উদ্ধৃত করে লেখেন, 'ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারত হচ্ছে রাজ্যগুলির সমষ্টি।' তার পরই 'এক দেশ, এক ভোট'-এর ধারণাকে আক্রমণ করে রাহুল লেখেন, 'এই ধারণা ভারতের যুক্তরাষ্ট্র এবং রাজ্যগুলির উপরে আঘাত।'

'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত সমস্ত দিক পর্যালোচনা করার জন্য প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার রাতে এই কমিটির সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী। রবিবার সুর চড়ালেন রাহুলও। ফলে এটা স্পষ্ট, ভবিষ্যতে কঠোরভাবে এই নীতির বিরোধিতা করবে কংগ্রেস।

প্রসঙ্গত সাত জন সদস্যকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে প্রথমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, লোকসভার নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী ছাড়াও ছিলেন গুলাম নবি আজাদ, এনকে সিংহ, সুভাষ সি কাশ্যপ, হরিশ সালবে এবং সঞ্জয় কোঠারী। অর্থাৎ, কোবিন্দকে নিয়ে মোট আট জন সদস্য থাকার কথা ছিল 'এক দেশ এক ভোট' রূপায়ণ কমিটিতে। অধীর চৌধুরী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

সল্টলেক সিটি সেন্টারের নীচে রক্তাক্ত দেহ, মৃত্যু নিয়ে রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্যস্ত সময়ে হঠাৎ আওয়াজ। হইচই। শোরগোল। সিটি সেন্টার ওয়ানের নীচে পড়ে রক্তাক্ত এক যুবক। পুলিশ রক্তাক্ত ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসাপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে জানান চিকিৎসকরা।

এই মৃত্যু নিয়েই তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান সিটি সেন্টারের রয়্যাল বিল্ডিংয়ের চার তলা থেকে নীচে পড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির নাম চন্দন মণ্ডল। তবে তিনি পড়ে গিয়েছেন না আত্মহত্যা করেছেন তা নিয়েই ধোঁয়াশা। যদিও পরিবারের দাবি, ওই ব্যক্তি কোনওভাবেই নিজে থেকে ঝাঁপ দিতে পারেন না। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন মৃতের স্ত্রী, মা ও অন্যান্য আত্মীয়রা। স্ত্রীর দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক চাপে ছিলেন চন্দন। মূলত কর্মক্ষেত্রে তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মানসিক চাপ দিচ্ছিল বলেই দাবি করেন স্ত্রী। চন্দনের স্ত্রীর বক্তব্য, সল্টলেক সিটি সেন্টারে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজে গিয়েছিলেন চন্দন মণ্ডল। রবিবার সকালে তাঁকে একটি মেসেজ করে স্বামী লিখেছিলেন, 'আর চাপ সহ্য করতে পারছি না।' তারপরেই ওই ঘটনা।

সিটি সেন্টারের এই অংশ থেকেই উদ্ধার হয় দেহ। *ছবি: অদিতি সাহা*

বিশেষত ওই ম্যানেজমেন্ট সংস্থার অন্যতম কর্তা বিষ্ণু মুচ্ছলের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা। এর পাশাপাশি চন্দনের স্ত্রী এও জানিয়েছেন, অন্য সংস্থা থেকে এসে নতুন এই সংস্থায় যোগ দিলেও তাঁর স্বামীকে নিয়মিত কাজ দেওয়া হচ্ছিল না। তাই নিয়ে নাকি স্ত্রীর কাছে হতাশার কথা আগেই জানিয়েছিলেন চন্দন। তবে স্ত্রী তাঁকে অভয় দিয়ে জানিয়েছিলেন, অহেতুক চিন্তা না করতে।

তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

সফল ভাবে কক্ষপথ বদল সৌরযান আদিত্য এল ১-এর

শ্রীহরিকোটা, ৩ সেপ্টেম্বর: শনিবার সফল উৎক্ষেপণের পর রবিবার সফলভাবে কক্ষপথ বদল করল সৌরযান আদিত্য-এল ১। জানিয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো।

চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্যের পর সকলের নজর সৌরযানের দিকে। শনিবার সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে সূর্য পথে পাড়ি দেয় আদিত্য এল-১। ইসোরর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সূর্য ও পৃথিবীর ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট-১-এ স্থাপন করা হবে এই মহাকাশযানকে। সেখান থেকেই সৌর ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করবে এই মহাকাশযান।

পাশাপাশি ইসরোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ঠিক চন্দ্রযানের মতো মহাকাশযান আদিত্য এল-১ কেও এক একটি কক্ষপথ উত্থাপন কৌশলের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে পাঠানো হবে। যার প্রথম কাজটি সম্পাদন হয়েছে রবিবারেই। ইসরোর তরফে টুইটে এও জানানো হয়েছে, স্যাটেলাইটের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক রয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক কাজ করছে। বেঙ্গালুরুর ইসট্র্যাক থেকে প্রথম আর্থ-বাউন্ড কৌশলটি সফল ভাবে সম্পাদিত হয়েছে। পরবর্তী কৌশলটি ৫ সেপ্টেম্বর ভাররতীয় সময় রাত ৩টের সময় হবে।

এখন এই সূর্য মিশন কেন তা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। এই প্রসঙ্গে ইসরোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, সূর্য কী ভাবে মহাকাশে রিয়েল টাইমে আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে, সৌরজগতে তার কী প্রভাব পড়ে তা এই মিশনের সাহায্যে জানতে পারবে ইসরো। আদিত্য-এল১ মিশনের উদ্দেশ্য হল করোনাল হিটিং, সৌরবায়ু ত্বরণ, করোনাল মাস ইজেকশন বা সিএমই, সৌর বায়ুমণ্ডলের

গতিবিদ্যা ও তাপমাত্রা অ্যানিসোট্রপি অধ্যয়ন করা। আদিত্য-এল১-এ থাকা পেলোডগুলি এই সব তথ্য অন্বেষণের কাজ করবে। পেলোডগুলির সাহায্য নিয়ে গবেষণার কাজ প্রসারিত হবে। পেলোডগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাঠাবে ইসরোর গবেষণা কেন্দ্রে। আর তার জন্য আদিত্য-এল১-কে স্থাপন করা হবে সূর্য ও পৃথিবীর সিস্টেমের ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট ১ বা এল১-এর চারপাশে হ্যালো কক্ষপথে। যে জায়গায় এই মহকাশযান থাকবে সেখান থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১৫ লক্ষ কিলোমিটার। ওই অবস্থানে কোনও বাধা ছাড়াই সূর্যের উপর নজর রাখতে পারবে আদিত্য।

আদিত্য-এল১-এ রয়েছে মোট সাতটি পেলোড। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পার্টিকেল, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিটেক্টর ব্যবহার করে ক্রোমোস্ফিয়ার, ফটোস্ফিয়ার ও করোনা বা সূর্যের বাইরের স্তর পর্যবেক্ষণ করবে। সাতটি পেলোডের মধ্যে চারটি রিমোট সেন্সিং পেলোড। তিনটি ইন-সিটু পেলোড। চারটি রিমোট সেন্সিং পেলোডের কাজ সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করা, তথ্য সরবরাহ করা। এর মধ্যে একটি পেলোড রয়েছে যার নাম ভিসিবল এমিসন লাইন করোনাগ্রাফ। এই পেলোডটি প্রতিদিন সূর্যের ১ হাজার ৪৪০টি করে ছবি পাঠাবে। সোলার আল্ট্রাভায়োলেট ইমেজিং টেলিস্কোর নামে অন্য পেলোডটি চিত্রিত করবে সৌর ডিস্ক।

তৃতীয় পেলোডটি সোলার লো এনার্জি এক্স-রে স্পেকট্রোমিটারের সাহায্যে অধ্যয়ন করবে সৌরশিখা। চতুর্থ পেলোডটি হাই এনার্জি অরবিটিং এক্স-রে স্পেকট্রোমিটার। সূর্যের উচ্চশক্তির এক্স-রেগুলিতে সৌরশিখা অধ্যয়ন করবে। আর তিনটি ইন-সিটু পেলোডের কাজ ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট এল১-এ কণা ও ক্ষেত্রগুলির ইন-সিটু তথ্য অন্বেষণ করা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

4-7-23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমি Samdaia Chowdhury ও Samdaia Choudhury ও Sampa Chowdhury সকলে একই ব্যক্তি হলাম। আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম সম্পা চৌধুরী আছে।

নাম-পদবী

আমি Kamarunnechha Gayen W/o Sirajul Haque Gayen গ্রাম ও পোষ্ট চারাতলা পি.এস. চাপড়া, জেলা-নদীয়া পিন-৭৪১১২৩ আমার আধার কার্ডে নাম Kamrunnechha Gaine ও S.B.I. ব্যাঙ্কে পাশ বুকে Kamarunnesh আছে। ১৪-৮-২৩ তারিখে কৃষ্ণ নগর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে (প্রথম শ্রেণী) এফিডেভিট বলে Kamarunnechha Gayen ও Kamarun Nesh ও Gyne Kamarunnechha উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম পরিবর্তন

গত 24/08/23 নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 2792 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Mizad (old name) S/o. Niyamat Ali residing at Champahati, Simlagarh, Pandua, Hooghly- 712135, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mejet Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk Mizad ও Mejet Ali S/o. Niyamat Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Sagar.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি,

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ ঠা সেপ্টেম্বর, ১৭ই ভাদ্র। সোম বার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে মেষরাশি। অষ্টত্তরী শুক্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ শুভ যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত। কর্মের আবেদন যারা করেছেন, তাদের নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। যারা যন্ত্রাংশের ব্যবসা করেন, তাদের সফলতার ইঙ্গিত। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যারা তাদেরও নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল জলভ্রমন বাদ দিয়ে ছোট ভ্রমণে যান। শান্তি বজায় থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে শ্রী শ্রী মহাদেবের ধ্যান করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : অতীব শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজকের গ্রহ অবস্থান বলছে নতুন কোন পদক্ষেপ নিতে। পরিবারের সদস্যরা আপনাকে সম্মান প্রদান করবে। গৃহ সংসারের সম্মান বজায় থাকবে। দাম্পত্য সুখ শুভ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর আসতে পারে। অল্প পরিচিত কোনো বন্ধু দ্বারা শুভ বৃদ্ধি। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় যারা কাজ করেন, তাদেরও শুভ সৌভাগ্য যোগ বর্ধিত হবে। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের কথা শুনে চললে শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে নিজের নাম গোত্র বলুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজকের দিনটি খুব শান্তিপূর্ণ নয়। ব্যবসায়িক কথা গোপন কথা প্রকাশ্য আসার কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারের অশান্তির কালো মেঘ থাকবে, যার কাজটি করে দেওয়ার ছিল তিনি কাজটি করে না করে দেওয়ার জন্য সম্মানহানি যোগ। বিশেষত আজকের দিন যানবাহন বিষয়ে অশুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালান হরহর মহাদেব বলুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে বন্ধু আপনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে আবার নিজের প্রয়োজনেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। গৃহবধূদের জন্য শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যা যোগে যারা বিদ্যা চর্চা করেন তাদের জন্য শুভ। শিক্ষক অধ্যাপকদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : অতীব শুভ দিন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার দিন। আজ আপনি জয়ের হাসি হাসতে পারবেন। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত আজ বিফলে যাবে। একজন প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। এনজিওতে যারা কাজ করেন, তাদের জন্য শুভ। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গনেশে র ১০৮ দুর্বার মালা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা ব্যবসায়ের নতুন সুযোগ বৃদ্ধি র পথ দেখা যাবে। যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের জন্য নতুন কোন সুযোগ আসছে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য শুভ বিবাহের বিষয়ে যে কথাটা আটকে ছিল আজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কাল প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধিমত চলুন শুভ হবে। বাস্তু জমি বাড়ির যারা ব্যবসা করেন তাদের শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে, মহাকালীর ধ্যানে বসুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ গ্রহ যোগ অতীব শুভ। পরিবারের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাড়ির কনিষ্ঠ সদস্য নিয়ে যে বিভ্রাট ছিল, সমস্যা ছিল তা আজ মিটে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন তাদের জন্য শুভ। শিল্পী কলাকৌশলী বিশেষত ক্যামেরাম্যান যারা তাদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শান্তিপূর্ণ পরিবেশে, মাথা ঠান্ডা রেখে, প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধি নিলে আজ আপনার জয় হবেই। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে কোন নতুন দায়িত্ব দিতে পারে। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদেরও শুভ দিন। বাস্তু ফ্ল্যাট জমি বিষয়ে যে উৎকণ্ঠা ছিল তা মিটে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ওম নমো শিবায় বলুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ শুভ দিন। পিতৃমাতৃ আশীর্বাদ নিয়ে নতুন কোন কাজ শুরু করার দিন। সেবামূলক কর্মে যারা আছেন, এনজিও তে যারা কাজ করেন, তাদের জন্য শুভ সৌভাগ্য প্রদান হবে। প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন, তাদের শুভ। বেসরকারি বেতন ভোগী কর্মচারীদের জন্য শুভ। সৌভাগ্য যোগ। যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের জন্য শুভ সৌভাগ্য। বিদ্যার্থী দের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বেলে, ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ জ্ঞান বর্ধক দিন। নতুন করে কিছু জানার দিন। পুরাতন বান্ধব পুরাতন কোন সম্পর্ক আজ দীনতার সাথে নতুন করে সঙ্গী হবে। যারা কেমিক্যাল এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, তাদের জন্য শুভ। শিল্পী কলাকৌশলী যারা তাদের জন্য শুভ দিন। তবে সতর্ক থাকতে হবে, কোন ছলনাময়ী নারীর কারণে পরিবারে বাদ বিতান্ডার সৃষ্টি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ওম নমঃ শিবায় বলুন ভালো হবে।

কুম্ভ রাশি : অতীব সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাতে হবে। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থাকবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আজকে আপনাকে কোন ভুল হওয়ার জন্য ডেকে পাঠাতে পারে। পরিবারে বিতর্ক দানা বাঁধবে। অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। ধৈর্য ধরতে হবে অন্যের কথা বেশি শুনলে আজ শুভ আজ নারিকেল সহ ভগবান গনেশের উদ্দেশ্যে দুর্বা প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন শুভ যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা যারা ইনস্টিটিউট বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কাজ করেন তাদের জন্য শুভ সৌভাগ্য যোগ। যারা পরামর্শদাতা তাদের জন্য শুভ আর্থিক দিন। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। হর হর মহাদেব বলে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় হলুদ রঙের তিলক কপালে দিন শুভ হবে।

(প্রচলিত শ্রী শ্রী মনসাদেবীর অষ্টনাগ পুজো)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জীবন-জীবিকার স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সবুজ বাজি তৈরির আবেদন সমাজের বিশিষ্টদের

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ কেন মানছে না প্রশাসন? প্রশ্ন প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার মানস ভট্টাচার্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মহেশতলা: মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ডার্বিতে রং সবুজ-মেরুন ও লাল-হলুদ মশাল জ্বলবে। তাই রাজ্য সরকার ও রাজ্য প্রশাসন আইন মেনে সবুজ বাজির তৈরির অনুমতি দেওয়ার ব্যবস্থা করুক। রবিবার প্রদেশ আতসবাজি ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই আবেদন জানালেন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য। বাজি ব্যবসায়ী ও এলাকার জীবন-জীবিকার স্বার্থে সরকার ও প্রশাসনের কাছে একই আবেদন সমাজের বিশিষ্টরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা-বজবজ প্রদেশ আতসবাজি ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট চিকিৎসক নিতাই চক্রবর্তী, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিবেশ ও আবহবিদ ডঃ সুজীব কর-সহ স্থানীয় বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষজন। সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় পরিবেশবিধি মেনে ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং রির্সাচ ইন্সটিটিউট সংক্ষেপে 'নেরি'র উদ্যোগে সবুজ বাজির তৈরির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১৭৫ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীকে এই শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে।

এগরা-মহেশতলা-বজবজ-বারাসত সহ বেশ কয়েক জায়গায় পরপর বাজি বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের। বেআইনি বাজি নিয়ে প্রশাসন ও সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছে বিরোধীরা। এই আবহে বাজি তৈরি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সামনে উৎসবের মরশুম। আর এই সময়ে বাজি তৈরি বন্ধ হওয়ায় সারা পশ্চিমবঙ্গে দেড় লক্ষ পরিবারের জীবন-জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ প্রদেশ আতসবাজি ব্যবসায়ী সমিতির। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর কাজকর্ম ও অসতর্কতার কারণেই বাজি ব্যবসা সম্পূর্ণ বন্ধ বলে অভিযোগ ব্যবসায়ী সমিতির। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, শব্দ নয়, সবুজ বাজি তৈরিতে বাধা নেই। কিন্তু যাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়ে সবুজ বাজি তৈরি করতে চায় প্রশাসন তাতে বাধা দিচ্ছে কেন প্রশ্ন ব্যবসায়ীদের। রবিবার মহেশতলায় সমাজের বিশিষ্ট মানুষদের উপস্থিতিতে সরকারের কাছে সবুজ বাজি তৈরির আবেদন জানালেন ব্যবসায়ীরা। ভারতের প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য মহেশতলার বাসিন্দা। তিনি

বাজি ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, সামনে পুজোর মরশুম। এই অবস্থায় যাঁরা আইন মেনে বাজি তৈরি করতে চায় সরকার ও প্রশাসন তাদের সাহায্য করুক। না হলে এই এলাকার বহু মানুষ অনাহারে থাকতে হবে। যদি কেউ আইন না মানে প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক। অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে সাজা দিক। কিন্তু এলাকার মানুষের বিকল্প কোনও জীবিকা নেই, তাই সবুজ বাজির তৈরির অনুমতি দিক প্রশাসন। সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন এলাকার নামী চিকিৎসক ডাঃ নিতাই চক্রবর্তী। তিনিও সরকারের কাছে একই আবেদন জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত পরিবেশ ও আবহাওয়াবিদ ডঃ সুজীব কর, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাংবিদক বৈঠকে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বাজি পরিবেশের যথেষ্ট ক্ষতি করে। তবুও মানুষের জীবন-জীবিকার স্বার্থে পরিবেশ বিধি মেনে সবুজ বাজি তৈরি হোক।

সাংবাদিক বৈঠকে প্রদেশ আতসবাজি সমিতির সম্পাদক সুখদেব নস্কর বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের মান্যতা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২৫০ জন সবুজ বাজি তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এই সমস্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অবিলম্বে লাইসেন্স দিয়ে বাজি তৈরির অনুমতি দিক রাজ্য প্রশাসন। যারা আইন মানবে না তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক। কিন্তু সাধু ও অসাধু ব্যবসায়ীদের এক করলে চলবে না। সামনেই উৎসবের মরশুম। এই অবস্থায় বাজি তৈরি ও বিক্রি সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। এইভাবে চলতে থাকলে বজবজ-মহেশতলা সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অংশের মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হবে।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকের পর রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাজি কারিগরদের হাতে নেরির শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। প্রায় ২৫০ জনকে এই শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন দেখার সরকার কবে সবুজ বাজি তৈরির অনুমতি দেয়, সেদিকেই তাকিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগররা। 'নেরি'র প্রক্ষিক্ষণপ্রাপ্ত সবুজ বাজি ব্যবসায়ীদের শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য।

হাওড়াতে দুর্গাপুজোর ফোরাম গঠনে উদ্যোগী মন্ত্রী অরূপ রায়, আলাদা ফোরাম গঠন নিয়ে শুরু বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার হাওড়ার শরৎ সদনে আয়োজিত হল হাওড়ার দুর্গাপুজো ফোরামের প্রথম সভা। হাওড়া শহরের ১৩৩২ টি প্রশাসন স্বীকৃত দুর্গাপুজো কমিটির মধ্যে ৯০০ কমিটি রবিবারের সভাতে উপস্থিত ছিল। সভার সূচনাতে উপস্থিত থেকে রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, 'এই ফোরাম আগামীদিনে হাওড়ার দুর্গাপুজোর ঐতিহ্যকে আরো বিস্তারিত করতে সহায়ক হবে। এখানে রাজনীতির কোনো স্থান নেই। সব দুর্গাপুজো কমিটিকেই আজকের সভাতে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। কলকাতার দুর্গাপুজোকে যেমন ইউনেস্কো স্বীকৃতি দিয়েছে, ঠিক একইভাবে আমরাও সেই লক্ষ্যেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাব।' এছাড়াও মন্ত্রী জানান, দুর্গোৎসবের সময়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ যেতে যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে আরো মসৃণ হয় সেই বিষয়ে তিনি পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে পথ নির্দেশিকা তৈরিতে অবশ্যই সাহায্য করবেন।

পাশাপাশি কলকাতাতে প্রতিষ্ঠিত 'ফোরাম ফর দুর্গাপুজো'- র একটি শাখা হাওড়া। এরপরেও হাওড়ার জন্য যদি বিশেষ কোনো ফোরাম তৈরি করার উদ্যোগ নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হবে বলেই ধারণা 'ফোরাম ফর দুর্গাপূজা' কমিটির সংগঠকদের।

রবিবারের এই সভাতে উপস্থিত 'ফোরাম ফর দুর্গাপূজা'-র এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্য সায়ান্তন চক্রবর্তী বলেন, আমরা কোনো বিভাজন চান না, মা সকলের জন্য এক। কলকাতার মতোই পুজো পাগলেরই হাওড়াতেও পুজো করেন। যদিও রাজ্য জুড়ে যেভাবে একটি সংগঠনের মাধ্যমে দুর্গাপুজোর সামগ্রিক একটা চিত্র উঠে আসছে, সেখানে আলাদা করে বিভাজন হলে সেটা সাংগঠনিক দিক থেকে অসুবিধার। একটা প্লাটফর্ম হলে সাধারণ মানুষ থেকে প্রশাসনের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে সুবিধা হয়। এই প্লাটফর্মের উদ্যোগেই গত বছরে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একসঙ্গে একইদিনে তিনহাজার মানুষ রক্তদান করেছিলেন। নিজেদের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে সেটা আলোচনা করে মিটিয়ে নেওয়া সম্ভব।'

পূর্ব রেলে টিকিটের দামে পরিবর্তন ও ছাড় সংক্রান্ত মিথ্যা নির্দেশিকা নিয়ে সতর্ক করল রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলে টিকিটের মূল্য ও প্রদত্ত ছাড় সংক্রান্ত পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি, এছাড়া এই সংক্রান্ত যে নির্দেশিকা বিভিন্ন সোশ্যাল মাধ্যমে ঘুরে বেরাচ্ছে তা পুরোটাই ভুয়ো বলেই জানাল পূর্ব রেলের মুখ্য সংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র।

এই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে তিনি বলেন, 'এই সংক্রান্ত বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। সোশ্যাল মিডিয়া সহ একাধিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত এই ভুয়ো নির্দেশিকা নিয়ে সাধারণ মানুষ আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন।

প্রবীণ নাগরিক, কিষাণ, যুবক, শিল্পী ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, চিকিৎসা পেশাজীবী ইত্যাদি সহ বিভিন্ন শ্রেণির লোকেদের জন্য রেল যাত্রার ভাড়া ছাড়ের সম্প্রসারণ সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়া সহ বিভিন্ন মিডিয়ার এই খবর সম্পূর্ণ ভুয়ো। এখনো পর্যন্ত পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে এরকম কোনও সার্কুলার জারি করা হয়নি। এছাড়াও যাত্রা ভাড়া ছাড়ের বর্তমান নীতিতে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।'

পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, ' সমস্ত শ্রেণির যাত্রীদের জন্য কোনো ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়নি। শুধুমাত্র ছাত্র, বিশেষভাবে সক্ষম ও ক্যানসার রোগীদের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা ইউটিএস এবং পিআরএস টিকিটের যে নির্দিষ্ট বিভাগ রয়েছে তা ছাড়া আর নতুন করে কিছু জারি করা হয়নি।'

মুম্বইয়ে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট মিডিয়া সেশনে স্পেশ্যালিটি রেস্তোঁরা লিমিটেডের চেয়ারম্যান অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, এপিজে সুরেন্দ্র পার্ক হোটেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিজয় দেওয়ান, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা ডঃ অমিত মিত্র, সিআইআই ন্যাশানাল কমিটি অন এক্সিম এবং কো-চেয়ার এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড লজিস্টিক সেক্টরাল কমিটি, বিজিবিএস অ্যান্ড প্যাটন গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় বুধিয়া, এবং আইটিসি লিমিটেডের একজিকিউটিভ ডিরেক্টর বি সুমন্ত।

জেলা স্তরের বাছাই কমিটি পুনর্গঠন, বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের প্রায় সাড়ে সাত হাজার শূন্য পদে নিয়োগের তোড়জোড় শুরু করেছে। সেই সূত্রে জেলা স্তরের বাছাই কমিটি বা 'ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সিলেকশন কমিটি' পুনর্গঠনের বিষয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এখন থেকে এই কমিটিতে আর কোনও জনপ্রতিনিধি বা তাঁদের মনোনীত সদস্য থাকবেন না বলে বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়েছে। জেলাশাসকদের প্রধান করে শুধুমাত্র আধিকারিকদের নিয়েই প্রতি জেলায় আট সদস্য বিশিষ্ট সিলেকশন কমিটি তৈরি করা হবে। জেলার ডিপিআরডিও হবেন সদস্য সচিব। প্রযুক্তি নির্ভর পদে নিয়োগের বিষয়টি দেখভালের জন্য জেলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কমিটিতে থাকবেন। একই সঙ্গে কমিটিতে বাধ্যতামূলকভাবে একজন করে তপসিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির আধিকারিককে রাখতে বলা হয়েছে। জেলাশাসক বা মেম্বার সেক্রেটারির অনুপস্থিতিতে কোনও বৈঠক বৈধ বলে গণ্য হবে না বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, মুখ্যমন্ত্রী পঞ্চায়েতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা আনতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশকে সামনে রেখেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

মধ্যমগ্রাম হিন্দু মিলন মন্দিরে প্রতিনিধি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ অনুমোদিত উত্তর ২৪ পরগনা জেলা হিন্দু-মিলন মন্দির কমিটির উদ্যগে মধ্যমগ্রাম হিন্দু মিলন মন্দিরে অনুষ্ঠিত হল প্রতিনিধি সম্মেলন। রবিবার সারাদিন ব্যাপী এই সম্মেলনে তিনশোর বেশি প্রতিনিধি অংশ নেন। সম্মেলনের সূচনা করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সহ সভাপতি পুজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বপ্রেমানন্দজি মহারাজ। গৈরিক পতাকা উত্তোলন করেন অখিল ভারত হিন্দুমিলন মন্দিরের মুখ্য সংগঠক তথা সহ কার্যাধক্ষ্য শ্রীমৎ স্বামী গুরুপদানন্দজি মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সংগঠক স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দজি মহারাজ ও স্বামী অরিন্দমানন্দজি মহারাজ।

সন্ন্যাসী ও মহারাজদের পুষ্প মাল্য দিয়ে বরণ করেন মধ্যমগ্রাম হিন্দু মিলন মন্দিরের সম্পাদক সি চৈতন্য বিকাশ পাল, স্বাগত ভাষণ দেন জেলা কমিটির সভাপতি ননীগোপাল দত্ত। জেলার কার্যবিবরণী পাঠ করেন জেলা কমিটির সম্পাদক শুভঙ্কর দুবে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুভাষ দে ও শত্রুঘ্ন সরদার।

জাতীয় ফুটবলে বাংলার ক্যাপ্টেন হয়ে পঞ্জাবে আরামবাগের মেয়ে

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

হুগলি জেলা তথা আরামবাগের মুখ উজ্জ্বল করার পর বাংলাকে গৌরবান্বিত করতে পঞ্জাবে পাড়ি দিল আরামবাগের মেয়ে। আসলে আরামবাগের মেয়ে রাজ্যের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন হয়ে পাড়ি দিল ভিন্ন রাজ্যে। বাংলার হয়ে রাজত্ব করতে গেল পঞ্জাব। অনুর্ধ্ব ১৪ বছর বয়সি মেয়েদের হিরো সাব-জুনিয়র ফুটবল গেম শুরু হয়েছে ১ সেপ্টেম্বর থেকে। পঞ্জাবের অমৃতসরে এই খেলায় দেশের বারোটি রাজ্যের খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেছে। সেই খেলায় আরামবাগের মেয়ে অমৃতা ঘোষ বাংলার মহিলা ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন।

অমৃতা পারুল রামকৃষ্ণ সারদা হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। তার বাড়ি মহেশপুরে। এর আগে সে স্কুলের হয়ে জেলাতে খেলেছে। তবে এবার সে রাজ্যের হয়ে নেতৃত্ব দেবে পঞ্জাবের অমৃতসরে। ৪ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুখোমুখি হবে হিমাচলপ্রদেশের টিম। অমৃতা দীর্ঘ চার বছর ধরে স্থানীয় বিশালাক্ষী মাতা মহিলা ফুটবল কোচিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। অমৃতার বাবা অসিত ঘোষ পেশায় ড্রাইভার হলেও, ছোটবেলা থেকে খেলাতে তাঁর যথেষ্ট নাম রয়েছে। আরামবাগ আদালতে একটি গাড়ি চালান তাঁর বাবা। বাইরের রাজ্যে তাঁর মেয়ের নেতৃত্বে খেলবে এই রাজ্যের ফুটবলাররা। এতে পুরো দলের সাফল্য কামনা করেছেন অমৃতার কোচিংয়ের স্যর থেকে শুরু করে মা ও বাবা।

এই বিষয়ে অমৃতার মা রুপালি ঘোষ বলেন, 'ওর বাবার ইচ্ছা ছিল মেয়ে বড় হয়ে ফুটবলার হোক। তাই ওকে খেলায় আগ্রহী করে তোলেন ওর বাবা। ভালো লাগছে মেয়ে ফুটবল খেলছে।' অপরদিকে অমৃতার কোচ অভিজিৎ দে বলেন, 'প্রথম থেকে অমৃতা পরিশ্রমী ছিল। ফুটবল অন্ত প্রাণ। মাত্র ক্লাস সেভেনের ছাত্রী আজ বাংলার ক্যাপ্টেন হয়ে পঞ্জাব গিয়েছে, এটা আমাদের কাছে গর্বের।' সবমিলিয়ে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করতে পঞ্জাবে পৌঁছে গিয়েছে বাংলার মেয়ে অমৃতা ঘোষ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৪ সেপ্টেম্বর ১৭ ভাদ্র, ১৪৩০, সোমবার

হুমকি চিঠি প্রেরককে এবার তলব করতে চলেছে কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুরে হুমকি দেওয়া যে চিঠি এসেছিল রেজিস্ট্রার এবং জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের কাছে তার প্রেরক ছিলেন রানা রায়। চিঠিতে অন্তত তাঁর পরিচয় তেমনই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় কেন সৌরভ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই প্রশ্ন তুলে হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি। যাদবপুরের রেজিস্ট্রারকে হুমকি দিয়ে কড়া ভাষায় লেখা হয়েছে, সৌরভ চৌধুরীর কোনও ক্ষতি হলে রেজিস্ট্রারের পরিণতির কথাও। সেই রানা রায়ের পরিচয় খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে এল একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এটাই প্রথম নয়, বহু মানুষকে এভাবে হুমকি চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি। তাঁর নামে অভিযোগও দায়ের হয়েছে অনেক। শুধু তাই নয়, টালা থানায় ওনার নাম প্রচুর অভিযোগ আছে। ছোট ছোট ঘটনাকে বড় করে দেখানোটাই ওঁনার কাজ। স্থানীয়দের কাছ থেকে এ খবরও মিলছে রিকশা করে এলাকা ঘুরে বেড়ান। স্বভাবে রগচটা ফলে লোকের সঙ্গে খুব ঝগড়াও করেন যখন তখন।

বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া ওই চিঠির ঠিকানা দেখে ওই ব্যক্তির খোঁজ করতে গেলে পুলিশ জানতে পারে বর্তমানে তিনি রয়েছেন ভুবনেশ্বরে। টালা থানায় তাঁর নামে ভুয়ো চিঠি দেওয়ার অভিযোগ আগেও উঠেছে। সূত্রে এ খবরও মিলছে, কোচবিহারের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক রানা রায়। তবে আপাতত বেশ কয়েক মাস হল মেডিক্যাল ছুটিতে আছেন তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর ওই ব্যক্তিকে পরে নোটিস দিয়ে ডাকা হতে পারে।

এদিকে যে ঠিকানার উল্লেখ রয়েছে তাঁর চিঠিতে তার খোঁজ খবর করার পর দেখা যায় তালা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে সেই ফ্ল্যাট। ওই আবাসনের আবাসিকরা অভিযোগ করছেন, শুধু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রারকেই নয়, আবাসনের একাধিক বাসিন্দাকেও আগে পাঠানো হয়েছে এই ধরনের চিঠি। আর তা লেখা হয় অশ্রাব্য ও অশালীন ভাষায়। প্রেরক সেই রানা রায়। টালা থানা থেকে শুরু করে লালবাজারেও ওই ব্যক্তির নামে অভিযোগ জানিয়েছেন আবাসনের বাসিন্দারা। তবে এলাকায় এই ব্যক্তি নিজেকে অধ্যাপকের পাশাপাশি প্রভাবশালী হিসেবেও পরিচয় দিতেন। যে সমস্ত চিঠি তিনি পাঠাতেন, তার সঙ্গে কখনও কখনও পাঠিয়ে দিতেন গর্ভনিরোধক জিনিসপত্রও।

এমনটাই অভিযোগ আবাসিকদের। আর যে সব চিঠি পাঠানো হয় সেখানে প্রেরকের ঠিকানাও একেক জায়গায় একেক রকম, কখনও সল্টলেক তো কখনও অরুণাচল প্রদেশ। তবে এবার এই চিঠির প্রেরককে তলব করতে চলেছে কলকাতা পুলিশ।

এবার নয়া সাজে আসছে মেট্রোর এসি রেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার নতুন সাজে আসছে কলকাতা মেট্রোর এসি রেক। যা একেবারে নতুনভাবে ডিজাইন করা। এই এসি রেকগুলি চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি হবে। বাংলার ব্রাইডাল এবং টেরাকোটা শিল্পকর্ম থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এই রেকগুলি ডিজাইন করা হচ্ছে বলেই জানা গেছে। সূত্রে এ খবরও মিলছে যে, মেট্রো পরিবেষাকে আমূল পরিবর্তন করার জন্য ইতিমধ্যেই কলকাতাকে ৬০০০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে রেল মন্ত্রক। নতুন ৮৫ টি রেক কলকাতায় আসছে। যেগুলি বর্তমান রেকের থেকে আরও অনেক বেশি আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি হবে বলে খবর। বর্তমানে তিনটি করিডর মিলিয়ে ৪৫ টি মেট্রো রেক চলে। সেটা বেড়ে ১৩১ টি রেক হতে চলেছে।

উত্তর-দক্ষিণ লাইন অর্থাৎ কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর করিডর, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো লাইন অর্থাৎ সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান মেট্রো করিডর, জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডর, কবি সুভাষ থেকে কলকাতা বিমানবন্দর করিডর, এই চারটি লাইনের মেট্রো রেককে মূলত বদল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। যাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এই রেকের প্রতিটি কোচে স্থানীয় শিল্প ও কারুশিল্প তুলে ধরা হবে। এছাড়া প্রতিটি কোচের দুই পাশে থাকবে ইউএসবি চার্জিং পোর্ট। যেহেতু কলকাতা বিমানবন্দরগামী যাত্রীদের জন্য নয়া মেট্রো পরিষেবা শুরু করা হচ্ছে, তাই এই রেকগুলিতে লাগেজ রাখার জন্য বড় বড় জায়গা রাখা হচ্ছে। বিমানবন্দরগামী যাত্রীদের কথা ভেবেই এই বিশেষ পরিকল্পনা। শুধু তাই নয়, এক একটি বগিতে যাত্রী ধারণ ক্ষমতা এবং বসার ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা হয়েছে এই রেকগুলিতে। পাশাপাশি যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ও মেট্রো যাত্রা আরও আরামদায়ক করা জন্য থাকছে বিশেষ হ্যান্ডেল, অ্যান্টি-স্কিড ফ্লোরিং এবং অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা। এছাড়া জরুরি কোনও পরিস্থিতিতে, যাত্রীরা 'টক টু ড্রাইভার ইউনিট'-এর মাধ্যমে মোটরম্যানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম হবেন। রিয়েল-টাইম ভিত্তিতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি কোচের ভিতরে কৌশলগতভাবে থাকছে সিসিটিভি ক্যামেরাও। দিনের ব্যস্ত সময়ে প্রচণ্ড ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, যাত্রীদের ভেস্টিবুলে দাঁড়াতে না দেওয়ার জন্য কোচে থাকবে উন্নতমানের 'রুফ গ্র্যাব হ্যান্ডেল'। তথ্যপ্রযুক্তি সামগ্রী প্রদর্শনের জন্য রেকের ভিতরে বিশেষ ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডও স্থাপন করা হবে। কোচের ভিতরে উষ্ণ পরিবেশ তৈরি করার জন্য, বিশেষ কোভ আলোর ব্যবস্থা থাকবে। এরই পাশাপাশি দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হওয়ায় নিরাপত্তা এবং আধুনিকতায় জোর দেওয়া হয়েছে। রেকের বগিগুলি অনেক বেশি অত্যাধুনিক এবং মজবুত। পাশাপাশি বগিগুলির ফ্লোর করা হচ্ছে অ্যান্টি স্কিড প্রযুক্তির। প্ল্যাটফর্ম থেকে যদি রেকের সামনে কেউ ঝাঁপ দেন, আত্মহত্যার জন্য তাহলে যাতে দ্রুত সংশ্লিষ্ট মেট্রো চালক নিজের গাড়িটি থামাতে পারেন তার জন্য থাকছে অটোমেটিক ব্রেক প্রযুক্তি। যাত্রীদের সুবিধার জন্য কোচের প্রবেশপথে এবং রেকের ভিতরে বসার বেঞ্চের উপরে মজবুত গার্ড রেল এবং গ্র্যাব পোল দেওয়া হবে। নতুন ধরণের এই রেকগুলি ২০২৬ সাল নাগাদ চালু করা যাবে বলে আশা করছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। পর্যায়ক্রমে ৮৫টি নতুন রেক অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। নতুন এই রেকের জন্য ব্যয় হবে ৬ হাজার কোটি টাকা, যা রেলমন্ত্রক ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করেছে বলে জানা যাচ্ছে। নতুন এই রেক চালু হলে মেট্রো যাত্রা আরও নিরাপদ ও আরও আরামদায়ক হয়ে উঠবে বলেই মনে করছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

নারায়ণপুরে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নারায়ণপুর: গলার নলি কেটে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার ২ অভিযুক্ত। বাগুইআটি এলাকা থেকে এই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে নারায়ণপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন মহম্মদ মিরাজ ও আলি হোসেন। পাশাপাশি খোঁজ মিলেছে ঘটনার দিন ব্যবহৃত স্কুটির। সেটিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে নারায়ণপুর থানার তরফ থেকে। তবে এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সন্ধেয় নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় শিখেরবাগান এলাকায় বাইকে করে এসে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র দিয়ে হারু নাল রশিদ নামে এক ব্যক্তির গলার নলি কেটে চম্পট দেয়। তড়িঘড়ি এলাকার বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই উত্তেজিত জনতা পথে নেমে দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তোলেন স্থানীয়রা। এই ঘটনায় তদন্তে নেমে নারায়ণপুর শিখে রবাগান এলাকার বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। সেখান থেকেই খোঁজ মেলে অভিযুক্তদের। এই ফুটেজের ভিত্তিতেই পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে এও জানা গেছে, ধৃত মহম্মদ মিরাজ স্কুটি চালিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এদিকে আলি হোসেন কোনও রাস্তা দিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে হবে, সেই নির্দেশ দিয়েছিল। ধৃতদের জেরা করে মূল অভিযুক্তের খোঁজ পাওয়া যাবে বলেই আশা পুলিশের।

বেকার দূরীকরণে দ্বিতীয় বর্ষ কর্ম মেলা ব্যারাকপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষে গত বছর কর্মমেলার সূচনা করেছিলেন ব্যারাকপুর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জয়দীপ দাস। গত বছর মেলার সাফল্য আসতেই এবছরও ব্যারাকপুর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি ও স্থানীয় কাউন্সিলর জয়দীপ দাসের উদ্যোগে কর্মমেলা আয়োজিত হল স্কাউট গ্রুপের মাঠে। রবিবার দ্বিতীয় বর্ষ কর্মমেলায় হাজির ছিলেন নৈহাটির বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, ব্যারাকপুর ও কামারহাটি পুরপ্রধান যথাক্রমে উত্তম দাস, গোপাল সাহা প্রমুখ। উক্ত মেলায়

১৪ টি বহুজাতিক সংস্থা অংশ নিয়েছিল। সরাসরি ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বেকার যুবক-যুবতীরা চাকরি পাবেন। রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, এটা একটা ব্যতিক্রমী প্রয়াস। আশা করছি, কর্মমেলার মূল উদ্যোক্তা জয়দীপ দাসকে দেখে অন্যরা এই ধরনের কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত হোক।

দুই বন্ধুর বচসা থামাতে গিয়ে মৃত্যু মায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মহেশতলা: মোবাইল ফোন চুরি করা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে বচসা। এরপর তা গড়ায় হাতাহাতি এবং রক্তারক্তিতে। আর তা থামাতে গিয়েই মৃত্যু এক মহিলার। চাঞ্চল্যকর এমনই এক ঘটনা ঘটে মহেশতলায়।

সূত্রের খবর, মহেশতলা পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডেই বাস জুম্মান মোল্লা ও আশরাফ মণ্ডলের। একটি মোবাইল চুরি নিয়ে একদিন আগে দুই বন্ধুর মধ্যে তুমুল কথা কাটাকাটি হয়। তারপর তা গড়ায় মারামারিতে। খানিক পরে, আপাতভাবে পরিস্থিতি শান্তও হয়। এরপর জুম্মান ও তাঁর পরিবারের লোকজন আশরাফের বাড়িতে চড়াও হয়। ফের শুরু হয় বচসা। তা গড়ায় হাতাহাতি। এদিকে আশরাফের মা হালিমা বিবি ঝামেলা থামাতে গেলে তাঁর বুকে সজোরে ধাক্কা মারা হয় বলে অভিযোগ। তাতেই তিনি পড়ে যান। এদিকে এই ঝামেলা এতটাই বড় আকার নেয় যে ততক্ষণে খবর পৌঁছেছে পুলিশের কাছে। পুলিশ এসে হালিমা বিবিকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু, শেষ রক্ষা আর হয়নি। চিকিৎসকেরা হালিমা বিবিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মহেশতলা থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই জুম্মানের কড়া শাস্তির দাবি তুলেছে আশরাফের পরিবার। পরিবারেরই সদস্য মোর্তজা মণ্ডল বলেন, 'খুব অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করছিল জুম্মানের পরিবারের সদস্যরা। সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিও হচ্ছিল। জুম্মান আলি মোল্লা ওর ভাই আক্কাস আলি মোল্লা, আমরালি মোল্লাদের নিয়ে ঝামেলা করতে থাকে। আশরফকে মারধর করে। তখনই হালিমা বিবি বাঁচাতে গেলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। জুম্মান আবার হালিমা বিবিকে ঘুষিও মারে। তারফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা আইনের দ্বারস্থ হয়েছি। দোষীদের শাস্তি চাই।' সঙ্গে এও অভিযোগ, জুম্মান আলি সারাক্ষণ মদ খেয়ে থাকে। দাদাগিরি করে সবসময়।

কামারহাটিতে তৃণমূল কর্মীকে মারধর করার অভিযোগ কাউন্সিলরের ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কামারহাটিতে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল ফের প্রকাশ্যে। শনিবার রাতে তৃণমূল কর্মী মহম্মদ নাসিম খানকে বিটি রোড থেকে বাইকে চাপিয়ে অন্যত্র তুলে নিয়ে গিয়ে পিস্তলের বাট ও রড দিয়ে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তির কামারহাটি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আফসানা খাতুনের ছেলে শাহবাজ সিকান্দার ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে কামারহাটি

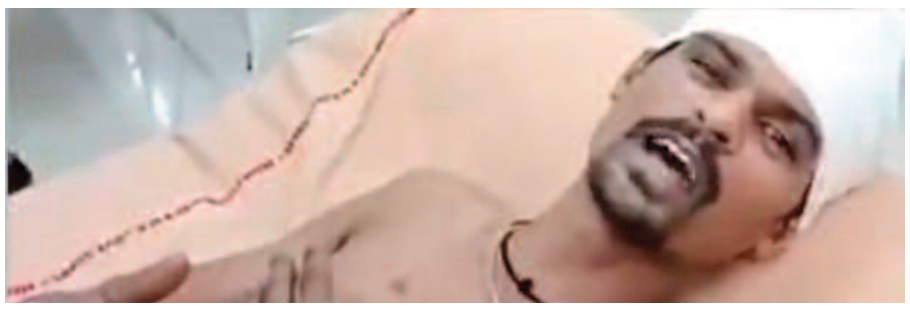

থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। যদিও ঘটনার পর থেকে বেপাত্তা অভিযুক্ত শাহবাজ ও তাঁর সঙ্গীরা। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এর আগেও একাধিকবার তৃণমূল কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল শাহবাজের বিরুদ্ধে। গোষ্ঠী কোন্দল উড়িয়ে দিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই। ব্যক্তিগত বিবাদ থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে। যদিও এই মারধরের ঘটনা নিয়ে সরব গেরুয়া শিবির। বিজেপি নেতা কিশোর কর বলেন, তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে শাহবাজ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ মূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। আগেও দলীয় কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল শাহবাজের বিরুদ্ধে। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। কিশোর বাবুর দাবি, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার কারণেই শাহবাজের এত বাড়বাড়ন্ত।

দুর্গাপুজো কয়েকদিনের অপেক্ষা, ডোমপাড়ায় তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ সাজিয়ে তোলার সামগ্রী। ছবি: অদিতি সাহা

সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাবেই ক্ষতির মুখে বেসরকারি বাস মালিকরা

শুভাশিস বিশ্বাস

বেসরকারি বাসের ভাড়া বৃদ্ধির দাবি তুলেছেন বাস মালিকেরা কারণ যে খরচ হচ্ছে তাতে খরচ নাকি পোষাতে পারছেন না তাঁরা। কিন্তু আদতে ঘটনা ঠিক কী সে ব্যাপারে একটু খোঁজ খবর নিতে সঙ্গে একটু নজরদারি চালাতে সামনে আসছে বেশ কিছু তথ্য। বেসরকারি বাসের কন্ডাক্টররা বাসের সংখ্যা কমানোর পক্ষপাতী নন। কারণ, এই এক বিরাট অংশের মানুষের দিন গুজরান হয় কন্ডাক্টর এবং চালক হিসেবে। ফলে বাস কমিয়ে দেওয়া হলে তাঁরা সমস্যায় পড়বেন এটা বলাই বাহুল্য। বাসের থেকে তাঁদের আয়ও মোটেই কম হয় না। কারণ, মালিকের কাছ থেকে যে টাকা তাঁরা পান তাঁর সঙ্গে উপরি হিসেবে নানা পথে আসে এক বড় অঙ্কের টাকা। যেমন, কলকাতা সহ শহরতলির নানা জায়গায় চোখ খোলা রাখলেই দেখা যাবে বহু মানুষ কম টাকা দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যান। ধরে নেওয়া যাক কোনও দূরত্বের ভাড়া যদি ১৫ টাকা বা ২০ টাকা হয় তাহলে ১০ টাকার দিয়ে টিকিট না নিয়েই গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে কলকাতাবাসীর একাংশের মধ্যে। টিকিট যেহেতু কাটা হয় না সেহেতু কতজন বাসে উঠেছেন তা জানা সম্ভব নয় বাস মালিকদের পক্ষে।

এদিকে তার বদলে যে টাকা আসছে বাস কন্ডাক্টরদের পকেটে তারও কোনও হদিস পান না বাস মালিকেরা। ফলে জমা-খরচের হিসেবে মালিকের ঘরে পুরোটা শূন্য হলেও বড় অঙ্ক আয় হয় কন্ডাক্টর এবং ড্রাইভারদের।

এখানেই শেষ নয়, অনেকেই মাল নিয়েও বাসে ওঠেন। কারণ, ওলা-উবের বা হলুদ ট্যাক্সি ভাড়া করা সম্ভব নয় সাধারণ মানুষের সবার পক্ষে। অগত্যা সেই বাসই ভরসা। আর সেই সুযোগে আমজনতার গলা কাটেন বাস কন্ডাক্টরেরাও। সুযোগ বুঝে যে যেমন পারেন আদায় করে নেন। আর এই অঙ্কের পুরোটাই চলে যায় ওই কন্ডাক্টর এবং বাস চালকদের পকেটেই। এই হিসেবও পাওয়া সম্ভব নয় বেসরকারি বাস মালিকদের। এদিকে এই ভাবে টাকা আদায় (যাকে তোলাবাজি বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না) চলে আসছে বহুকাল ধরেই। আর এই ঘটনা যে বেসরকারি বাস মালিকরা জানেন না তাও নয়।

এই প্রসঙ্গে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, এই ধরনের ঘটনা নতুন নয়। বঙ্গে ট্র্যাডিশন হয়ে গেছে এটা। তবে এর জন্য সাধারণ মানুষের সচেতনতা আসা বিশেষ ভাবে জরুরি। বারবার বলা হয়েছে, সবাইকে সঠিক ভাড়া দিয়ে টিকিট কাটার জন্য। কিন্তু সেই কথা শোনেন না তাঁরা। পাশাপাশি একবাক্যে স্বীকারও করে নিয়েছেন বাসে মাল তুলে টাকা চাওয়ার ঘটনার কথাও। এই প্রসঙ্গে তপনবাবু এও জানান, এতে বিরাট অঙ্কের আয় হচ্ছে এক শ্রেণির কন্ডাক্টর ও চালকদের। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বাস মালিকরা। তবে এই ট্রেন্ড রোখার জন্য যে বেসরকারি বাসের সংগঠনের তরফ থেকে পদক্ষেপ করার চেষ্টা করা হয়নি তাও নয়।

বেসরকারি বাস সংগঠনের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সরকারি বাসের মতোও বেসরকারি বাসে টিকিট চেকিংয়ের। তবে এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আর সরকার পাশে না দাঁড়ালে যে এই চেকিংয়ের ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব নয় তাও জানান তপনবাবু। কারণ, এই চেকিংয়ের ব্যবস্থা বেসরকারি বাস সংগঠনের তরফ থেকে শুরু করা হলে সাধারণ মানুষের হাতে হেনস্তা হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে ওই টিকিট চেকারদের। কারণ, এক বিরাট অংশের মানুষের রক্তে ঢুকে গেছে যে ভাড়া তার তুলনায় কম টাকা দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছনো। এর ফলে যে বেসরকারি বাস শিল্প রক্তাল্পতায় ভুগছে তা বুঝতে পারছেন না অনেকেই। এরপর কলকাতা সহ শহরতলির 'লাইফ-লাইন' এই বেসরকারি বাস পরিবহণ মুখ থুবড়ে পড়লে তার দায় নিতে হবে এঁদেরও।

সোমবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন ইউজিসির প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় রিপোর্টে মোটেই সন্তুষ্ট নয় ইউজিসি। আর সেই কারণেই সোমবারই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসির টিম। প্রসঙ্গত, প্রথমবর্ষের পড়ুয়ার রহস্যজনক মৃত্যুর থেকেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে যাদবপুরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রাজ্যের ১ নম্বর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠতেই তা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় শিক্ষা মহলে। তদন্তে নেমে পুলিশ এখনও পর্যন্ত ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। যার মধ্যে একজন অবশ্য জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। এদিকে আবার এই পাশাপাশি আলাদাভাবে তদন্ত করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি। এদিকে ঘটনার পরই যাদবপুরকে দফায় দফায় চিঠি দিয়েছিল ইউজিসি। ক্ষোভও প্রকাশ করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নিয়ে। অভিযোগ, সিসিটিভি লাগানো থেকে নিরাপত্তাব্যবস্থা, বহু ক্ষেত্রেই

হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট এমনকী ইউজিসির গাইড লাইন মানছে না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কেন তা মানা হবে না সেই প্রশ্ন তুলে আগেই যাদবপুরে চিঠি পাঠানো হয়েছিল ইউজিসি-র তরফ থেকে। প্রথম দফায় উত্তরও দেয় যাদবপুর। কিন্তু, তখনই শোনা যায় যাদবপুরে আসতে পারে ইউজিসির প্রতিনিধি দল। যদিও রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু দাবি করেছিলেন তাঁদের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছে ইউজিসি। কিন্তু এরপরই আরও এক চিঠি আসে যাদবপুরে। আগের উত্তরে যে সন্তুষ্ট নয় ইউজিসি, তা জানানো হয়। ফের চাওয়া হয় উত্তর। এবার তাঁদের টিমের ক্যাম্পাসে আসার সিদ্ধান্তে নতুন করে জল্পনা ছড়িয়েছে শিক্ষা থেকে রাজনীতি সহ নানা মহলে। সূত্রে এ খবরও মিলছে, ক্যাম্পাসে এসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলবে ইউজিসি-র এই বিশেষ দল। ক্যাম্পাসের সামগ্রিক অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনার পরের পরিবেশ বুঝে দেখারও চেষ্টা করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে চিন্তিত ইউজিসি। সে কারণেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সূত্রের খবর, ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে বেশ কয়েকদিন। অন্যদিকে বিতর্কের আবহেই যাদবপুরে বসতে চলেছে সিসিটিভি। একইসঙ্গে র‍্যাগিং রোধে ইসরোকে সঙ্গীও করতে চলেছে যাদবপুর।

সম্পাদকীয়

আশা করব, নতুন প্লাস্টিকে আমাদের পরিবেশ রক্ষিত হবে

বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করছি তাকে নিঃসন্দেহে প্লাস্টিকের যুগই বলা যেতে পারে। ঘরে বাইরে সর্বত্রই শুধু প্লাস্টিক আর প্লাস্টিক। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে প্লাস্টিকের এই অবাধ প্রবেশ আর্থিক দিক দিয়ে মানুষকে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে একথা একশো শতাংশই সঠিক। কিন্তু এর ব্যাপক ব্যবহার সমগ্র পরিবেশটাকেই দিনের পর দিন যেভাবে দুষিত করে তুলেছে তা ভাববার সময় এবার নিশ্চয়ই এসেছে। এবার আমাদের সকলকে ভেবে দেখতেই হবে প্রতিকৃতিকে দুষণ মুক্ত করার জন্য এই মুহূর্তে আমাদের কি কি করা প্রয়োজন। আবার সেইসঙ্গে অতি অবশ্যই ভাবতে হবে এই প্লাস্টিক নামক বস্তুটাকেই বা আমরা ব্যবহার করব কেমনভাবে? প্লাস্টিকের বহুল ব্যবহারের অন্যতম কারণ হল এটিকে যেকোন আকৃতিতে ই রূপান্তরিত করা যায়। অতি উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের ক্ষমতা তার তো আছেই, আছে তাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের বহুবিধ সুবিধাও। অত্যন্ত নমনীয় এই উপাদান মোটা, মাঝারি থেকে পাতলা, খুবই পাতলা যেকোনভাবেই তৈরী করে নেওয়া যায় এবং ব্যবহারের উপযোগীও করে নেওয়া সম্ভব । তাইতো গ্রাম, গঞ্জ , শহর সর্বত্রই আজ বিপুল ভাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে এই প্লাস্টিক । আবার দিন যত এগিয়ে চলেছে বেড়ে চলেছে এর ব্যবহারের মাত্রাও । প্লাস্টিকের এই আধুনিকরণের পর তা নিয়ে আবার শুরু হয়েছে মহাবিপ্লব। সর্বত্রই স্থাপিত হয়েছে ছোটবড় অজস্র প্লাস্টিক কারখানা। বর্তমানে এই শিল্পে ব্যবহার করা হচ্ছে মিথেন, ইথিলিন, অ্যাসিটিলিন ইত্যাদি নানান ধরনের পেট্রোলিয়াম জাতীয় হাইড্রোকার্বন। কিন্তু তার ফলাফল যে কি তা তো আমারা সহজেই অনুভব করতে পারছি। আর ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে পরিবেশবিদদেরও। তাই ভাবা হয়েছে বিকল্প উপায়ও। বিভিন্ন জাতের আলু, ভুট্টা, যব, আখ, গম ইত্যাদি প্রাকৃতিক বা কৃষিজাত দ্রব্য সহযোগে মে উন্নতমানের প্লাস্টিক উৎপাদন করা সম্ভব তা আবিষ্কার করেছেন বৈজ্ঞানিকরা। আর সেগুলি সহজলভ্যই নয়, তৈরি করার জন্য খরচও হয় অনেক কম। এখন এই প্লাস্টিক উৎপাদনে উৎসাহী হয়ে উঠেছে বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশই। পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখার তাগিদেই হোক অথবা খরচ কমানোর তাগিদ, তা যাই হোক না কেন বিজ্ঞানীদের এই নিরলস প্রচেষ্টা যে ভবিষ্যতে আরও সফলতার মুখ দেখতে সক্ষম হবে তা স্বীকার করেছেন সকলেই। সুতরাং আমরা আশা করতেই পারি এবার খুব সুন্দরভাবেই রক্ষিত হবে আমাদের চেনাজানা এই পরিবেশটিও।

জন্মদিন

আজকের দিন

ঋষি কাপুর

১৯৪১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুশীল কুমার শিন্ডের জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ঋষি কাপুরের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কিরণ মোরের জন্মদিন।*

বাঁচান যুবশক্তির বিপর্যয়

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

বলছি ওদের কথা। ওরা মানে তারুণ্যের কথা। মানে আঠেরো বা তার পরের কথা। যে কথা অনেক আগেই শুনিয়েছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। 'আঠেরো বছর বয়েস' কবিতা আসলে অনেক কথা বলে। হ্যাঁ, সেই সময়ের জন্যে বলে। হয়তো তিনি সেই সময় যৌবনের গতি বা উদ্যম কে অনেকটা বড়ো স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন। কবি বলেছিলেন 'এ বয়স জানে না থামা'। কবি কেন বলেছিলেন তা আমরা সকলে অনুভব করতে পারি। আসলে কবির বিরাট ভরসায় ছিল এই আঠেরো বছরে। আজ কবি নেই। কবি চলে গেছেন। যা বলে গেছেন, বোধহয় এখনকার যুব সমাজ তা ভুলে গেছেন। কেন ভুললো, চলুন তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি।

আমরা সকলেই দেখতে পাচ্ছি মূল্যবোধ, সম্মান, আদর্শ, নিষ্ঠা, সততা কি ভাবে নষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত। মানে,এই সময় — সম্পূর্ণ অবক্ষয়। কিভাবে তা প্রতিনিয়ত আমাদের এক নিম্নগামি পথে চালিত করছে আমরা তা খুব সহজেই টের পাচ্ছি। এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে কোনো পতন নেই। অবশ্য এ নিয়ে যে কেউ কিছু ভাবছে এ কথাও বলা যাবে না। পড়াশুনোর সমাজে গেলে কি যে বিরাট গাফিলতি তা ধরা পড়বে। সেই কত যুগ আগে রবি ঠাকুর বলেছিলেন — শিক্ষাকে আমরা বহন করিলাম, বাহন করিতে পারিলাম না। যে যুগে বলেছিলেন তাও সেখানে শিক্ষার এক গুণগত মান ছিল। আর আজ! হ্যাঁ, এখনও আছে তবে তা পরিমাণে বা আয়তনে অনেকটা হালকা বা পলকা। আমি এক বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাপকতায় বাক্তিমতে বললাম। আসলে আমরা যে শিক্ষা নিচ্ছি তা প্রকৃত অর্থে কতটা ব্যাবহারিক প্রয়োগ করছি তা যথেষ্ট সন্দেহজনক। কেন বলছি সে কথা? কারণ আজকের তরুণ তুর্কিরা জানেই না কিভাবে কথা বলতে হয় বড়দের সঙ্গে। ব্যাবহার, আচার আচরণের, রুচিবোধ, মূল্যবোধ, নীতিবোধের মতো কত বিষয় যে এখন তলানিতে তার খবর রাখে কে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সব কিন্তু আমরা প্রতিবাদ করার ভাষা বা সাহস হারিয়ে ফেলেছি সহজেই। কোথায় দাঁড়িয়ে আমরা! আমাদের দেশে তাই প্রকৃত আঠেরো আসা খুব কঠিন। কিন্তু ভীষণ প্রয়োজন।

ধরা যাক ছেলে বা মেয়েটা আঠেরো হবো হবো। সে আর এখন নতুন কিছু নিয়ে ভাবে না। মানে সে গান করে কিন্তু গান গায় না। সে লেখে কিন্তু ভালো লেখার চেষ্টা নেই। সে ভালো নাচে কিন্তু খুব অনিচ্ছায়। মানে, এরা আমাদের ট্যালেন্ট। এরা বড়ো হবে, এরা নাম করবে, এরা সিরিয়াল সিনেমায়ও নামবে। হ্যাঁ নামবে কিন্তু উঠবে না। আপনি বলবেন কেন? আমি বলবো অভিনয়ের বর্ণমালা থিয়েটার, নাটকে সে কি মহড়া দিয়েছে? আপনি বলবেন তাতে ক্ষতি কি। আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি তার। ধরুন একটা সিরিয়ালে কোনো একজন লিড রোলে অভিনয় করলো। বেশ ভালো অভিনয়। দারুন নাম ডাক হলো। আগে সে শুটিং স্পটে বাসে আসতো। না এখন আর পারছে না। সুতরাং ট্যাক্সিতে কিম্বা ওলা উবের। না, এখনও পয়সা তেমন হয়নি। সুতরাং নো প্রাইভেট কার। বাট তাও সেভাবে আসতে হয়। কারণ ফেমাসিটি। ভেতরের অহংকারও ততদিনে চলে এসেছে। সবাই বলছে তার অভিনয়ে বিখ্যাত কাউকে খুঁজে পায়। ব্যাস, এ বার সে অনেকটা বেপরোয়া। শেখার ইচ্ছা শেষ। চলতি কথায় যেন মাটিতে তার পা পরে না। না এ বার তার কন্ট্রাক্ট শেষ। জানতে পারলো ওই ডিরেক্টর আর তাকে অন্য প্রজেক্টে কাস্ট করছে না। সুতরাং নো চান্স। অন্যদিকে ততক্ষনে তার ফেমাসিটিতে তার খরছ বেড়েছে বহু গুন। অন্যদিকে 'আর তোকে দেখতে পাই না কেন?' এই প্রশ্নে তাকে জেরবার হতে হয়। এভাবে চলে। অনেক চেষ্টা করে হতাশা কাটাতে। কিন্তু না, পারে না। কোনো কাজ নেই। নেই মানে নেই। কেউ ডাকে না। এবার সে এত চাপ নিতে পারে না। সুতরাং ডিসাইড করে সুইসাইড। গেল প্রাণ, গেল তারুণ্যের স্বপ্ন। এক্ষেত্রে এই ভূমিকায় মেয়েদের সংখ্যায় বেশি। আপনি বলবেন ও যদি অভিনয়ের বর্ণমালা নাটকের থেকেও আসতো তাহলে কি এমন ফারাক হতো। হ্যাঁ, হতো। কারণ ওখানে লিড রোল পাওয়ার আগে মঞ্চ, স্টেজ আলো, রিজার্ভ এ বসে থাকা থেকেও অনেকটা স্থিতু হতো, কাজটাও শিখতো। আর সেই শেখার মধ্যেও সে শিখে যেত কিভাবে মাটিতে পা রেখে উচুঁতে উড়ার স্বপ্ন দেখা যায়। আর মনে করি তাকে এত তাড়াতাড়ি প্রাণটা হারাতে হতো না। বরং ঘুরে জানানোর একটা শক্তি খুঁজে পেত।

কিছুদিন আগে বঙ্গে হাড় হিম করা ঘটনা ঘটেছে। বলছি যাদবপুর কাণ্ডের কথা। হোস্টেলের ছাদ থেকে একটি জলজ্যান্ত প্রাণ চলে গেলো। উলংগ অবস্থা ছাদ থেকে লাফ। নেপথ্যে র‍্যাগিং। তদন্ত এখনও চলছে। অনেকেই ধরা পড়েছে। কলকাতা পুলিশ দেখিয়েছে কত কড়া হাতে আইনের শাসন করা যায়। চলে গ্রেপ্তার। র‍্যাগিং নিয়ে বিস্তর লেখালেখি, আলোচনা, বিতর্ক চলে। সবাই দোষীর শাস্তি চাই। কিন্তু এখন অবাক করা বিষয় চোখে পড়ছে আরও। গাঁজা, মদ, কনডম একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যায় কি করে? এ আমরা কোন সংস্কৃতির আওতায় পড়লাম। এরা কারা! এরা ছাত্র নাকি ছাত্র বেশে গুন্ডা। আবার সিসিটিভি লাগানোতেও চলছে দাদাগিরি। শুধু মেধাটাই সব নয়। টবে গাঁজা চাষ হবে, ছোট বাগিচা গাঁজায় ভরে উঠবে এই স্বপ্ন কি কোনো ভাবেই তরুণ সমাজ থেকে মেনে নেওয়া যায়! আজ মুখ খুলছে সব পক্ষ। তারা কোথায় ছিল এতদিন? কেন এই বঙ্গের কোন কোন প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দুর্নাম সইতে হবে? না, শুধু রাজনীতিকে দায়ী করলে চলবে না। প্রকৃত দোষ তো শিক্ষার্থীর। সেই সঙ্গে তাদের যারা সাহায্য করেছে এবং দীর্ঘদিন ধরে তাদের মদত যুগিয়েছে। এই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েই 'হোক কলরব হোক'-এ বিরাট সমর্থন আদায় করে নিয়েছিল। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে বেশ কিছু মাস আগেও যারা আনিস খান হত্যার প্রতিবাদে সরব হয়েছিল। তবে? ভেতরে এত অন্ধকার নিয়ে কি কখনো আলোর কথা বলা যায়!

পার্টি, ক্লাব, মদ, নেশা, আড্ডা, মস্তি, হুল্লোড় নিয়েই যেন এই যুব সমাজ। মানে একটা খুল্লাম খুল্লা পরিবেশ। কাউকে কিছু বলা যাচ্ছে না। মানে ভালোর বিন্দুমাত্র চেষ্টাও নেই। কেন করবে? আর করলে শুনলে তো! সুতরাং সে ঝামেলাই না যাওয়ায় ভালো — এই ধারণাই রয়েছে সবাই। এখন খেলার মাঠ উধাও। অনেকেই বলবেন পড়ার চাপের কথা। বাট সেটাই শেষ কথা নয়। আরে ইচ্ছাটাও তো থাকতে হবে। আসলে সেটাই গেছে মরে। কোনো কিছু সৃজনশীলতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে না আজকের যুব সমাজ। পাঠাগার আছে, বইও আছে কিন্তু তা পড়ার কেউ নেই। কি হাল পাঠাগারের তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। কোনো কিছুতেই তাদের মন নেই। অবশ্য এতে বড়দেরও বিরাট ভূমিকা আছে। ওদের ততটুকু দিন যতটা ঠিক ওদের প্রয়োজন। এক ছেলে/মেয়ে বলে বেশ কিছুটা বেশি প্রশ্রয় দিয়ে দিচ্ছি না আমরা! আর এখানেই হয় 'কাল'। যাকে বলে সব পেয়েছির আসরে তারা মজায় মেতে উঠে। ফলে ক্ষতি হয় চির সবুজ তারুণ্যের।

রবি ঠাকুর স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তরুণের সে তরুণ কি এই তরুণ! এরা কাকে বাঁচাবে? এরা তো নিজেরাই জানে না কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। নিজেরাই ভালোভাবে বাঁচতে ভুলে গেছে। এদের বুকে সেই আগুন কোথায়? সেই অদম্য ইচ্ছাশক্তি কোথায়? সেই হার না মানা জেদ কোথায়? আমি পারি, আমাকে পারতেই হবে সেই প্রবল ইচ্ছাশক্তি কোথায়? কোথায় গেলো সেই গতি যা আমদের বুক গর্বে ভরে দেবে। যে সন্তানদের জন্যে দেশের সম্মান বৃদ্ধি পাবে সেই প্রবণতায়ই বা কোথায়? তবে কি সব শেষ হয়ে গেলো? উত্তরে বলবো অবশ্যই নয়। এখানে অনেক ভালো ট্যালেন্ট আছে। অনেক প্রতিভা আছে। এমন অনেক তরুণ আছে যে হার না মানা জেদে বিশ্বজয় করে থাকে। হয়তো অনেকেই জানেন ইসরোর বৈজ্ঞানিকদের এক অংশই তরুণ। সুতরাং তারাই 'চন্দ্রযান ৩' এর মাধ্যমে চাঁদ ছুঁলো। এ এক বিশাল সাফল্য। তবে এই তরুণ আমাদের সম্মান, দেশের সম্মান। অন্য অনেক কাজে এমন তরুণ পেলে ভালো হতো। কিন্তু পেলাম কই! এই তরুণের সংখ্যা খুব কম। সকলে যেন একটি হতাশার স্রোতে ভুগছে। ভুললে চলবে না এ আমার দেশ যেখানে রবিঠাকুর, স্বামীজি, নেতাজি, গান্ধীজির মত বহু মনীষীদের জন্ম হয়েছে। তবে কোথায় গেলো তরুণের স্বপ্ন? তবে কোথায় গেলো তাদের আদর্শ? শিক্ষা,সংস্কৃতি, সমাজ আমাদের। আমরাই দেখবো তার সঠিক পথ। তবে কেন এত ভেদাভেদ, এতো রক্ত, এত হানাহানি, এত জাতিভেদ। না এটা কোন সুস্থ সংস্কৃতির মানদন্ডও হতে পারে না। সমাজকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব সকলের। সকলের সঠিক দায়িত্বশীলতায় গড়ে উঠে এক সুস্থ পরিবেশ। যার কান্ডারী বলা যায়—তরুণ সম্প্রদায়। কি শুনতে পাচ্ছো তারুণ্য, প্রাণ পেলে তবে মন থেকে সাড়া দিও। বাঁচিও মান। আর লক্ষ্য একটাই — ভালো সাজা নয়, ভালো হওয়া। আর সেখানেই লুকিয়ে পরম পাওয়া।

কাজের ভবিষ্যতের রূপরেখা

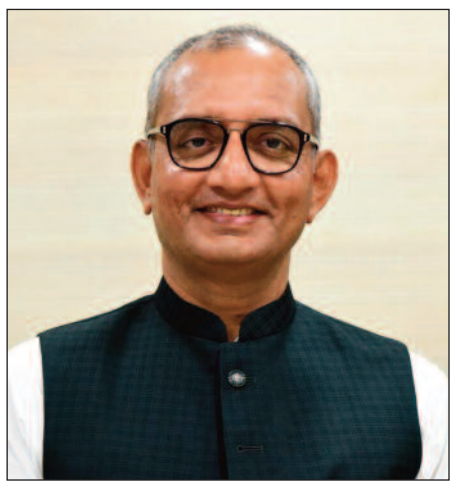

শ্রী অতুল কুমার তিওয়ারী
দক্ষতা বিকাশ ও শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের সচিব

বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে কাজের ধারার বিপুল এক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের সামনে চতুর্থ পর্যায়ের শিল্প বিপ্লব, জ্বালানি ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে কাজের ভবিষ্যতে কিছু পরিবর্তন আসছে। যার ফল 'কাজ', 'কর্মক্ষেত্র' এবং 'শ্রমিক'-এর সম্পর্কে ধারণায় পরিবর্তন ঘটছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত নানা পরিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করছি। নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উন্নত জ্ঞান এবং সামাজিক ক্ষেত্রে আবেগের মিশ্রণের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। কাজের ভবিষ্যতের বিষয়ে আর্থসামাজিক প্রতিটি স্তরে একদিকে যেমন নতুন নতুন সম্ভবনা দেখা দিচ্ছে, পাশাপাশি আমরা সংশয়ের দোলাচলেও রয়েছি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের বিষয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জি-২০ গোষ্ঠীর বৈঠক হল এধরণের আলোচনার যথাযথ মঞ্চ। সারা পৃথিবীর মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদনের ৮৫ শতাংশ এই দেশগুলি থেকেই পাওয়া যায়। আবার বিশ্বের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির নাগরিক। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কী ধরণের কাজ তৈরি হবে এবং সেই কাজে মানব সমাজের কল্যাণের জন্য কোন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা উপযুক্ত হবে, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনার আদর্শ স্থান জি-২০ গোষ্ঠীর বৈঠক। ভারতের সভাপতিত্বে এই গোষ্ঠীর আলোচনায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলিকে বিবেচনা করা হচ্ছে সেগুলি হল — দক্ষতা, কৌশল এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবনের পথে চলতে চলতে শিক্ষালাভ এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। সারা বিশ্বের জন্য যা প্রাসঙ্গিকও বটে। নতুন নতুন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা যাতে যুবসমাজ অর্জন করতে পারে তার জন্য তাদের প্রস্তুত করে তুলতে হবে।

আজ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা, বিগ ডেটা, কৃত্রিম মেধা-সহ অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের চতুর্দিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল ব্যবস্থাপনায় কাজের ভবিষ্যতের নতুন নতুন উপাদান সম্পর্ক আমরা জানতে পারছি। এর ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে ভবিষ্যত কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং তার ব্যাপ্তি নিয়েও নানা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। বেশ কিছু উন্নত অর্থনীতির দেশে ২০৫০ সালের মধ্যে মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশের কম মানুষ কর্মক্ষম থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জনসংখ্যাজনিত এধরণের তথ্য সারা বিশ্বের কাছে উদ্বেগের অন্যতম কারণ। জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির শিক্ষা ও শ্রম সংক্রান্ত কর্মগোষ্ঠী এই বিষয়গুলি নিয়ে মত বিনিময় করছে। তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য বেশ কিছু বিষয় চিহ্নিত করেছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — স্কুল ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ শিক্ষাদান ও পাঠদান প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয় ও উন্নত করে তোলা।

২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে বিভিন্ন মন্ত্রক/বিভাগ ও রাজ্যজুড়ে শিক্ষার প্রসারের জন্য একটি অভিন্ন ক্রেডিট সঞ্চয় ও স্থানান্তরের ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে যাঁরা উত্তীর্ণ হচ্ছেন তাঁরা অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন।

কাজের ভবিষ্যতের জন্য এমন এক জনসম্পদ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে সেই জনসম্পদের সদস্যরা নানা ধরনের কাজ করতে সক্ষম হবে। তাদের সৃজনশীলতা, দক্ষ বিশ্লেষণাত্মক ভাবনা-চিন্তা করতে হবে যার মাধ্যমে ভবিষ্যতের অর্থনীতির চাহিদা পূরণ হয়। উৎপাদন ক্ষেত্র এবং পরিষেবা — দুটি ক্ষেত্রেই দ্রুত দক্ষতার মূল্যায়নের প্রয়োজন। কারণ, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনায় গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে হবে। স্থানীয় স্তর, জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে। প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজের ভবিষ্যৎকে যুক্ত করার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ, সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য বিশেষ সুযোগ তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে। এভাবেই অর্থনীতির নতুন নতুন সমস্যাগুলির সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসবে।

ভারতের নেতৃত্বে গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি ভবিষ্যতর চাহিদা বিবেচনা করে তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। একই সঙ্গে জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এই দেশগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই জনসংখ্যা এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত নানা সমস্যার সম্মুখীন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রাস্তা মেরামতির কাজে স্বামীকে নিয়ে বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি, ভিডিও ভাইরাল হতেই শোরগোল

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: খোদ বিধায়কের গ্রামের রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। বারবার প্রশাসনের সর্বস্তরে জানিয়েও লাভ হয়নি বলে দাবি। অভিযোগ, গ্রামে বিজেপি বিধায়ক থাকায় ওই রাস্তা মেরামতির ন্যূনতম উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন ও স্থানীয় পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ। শেষ পর্যন্ত বিধায়ক স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ঝুড়ি কোদাল হাতে নেমে রাস্তা মেরামতির কাজ করলেন। বাঁকুড়ার কেলাই গ্রামের এই ভিডিও ভাইরাল হতেই শোরগোল শুরু হয়েছে। তৃণমূলের কটাক্ষ, সবই বিধায়কের নাটক।

বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের কেলাই গ্রামে বাড়ি স্থানীয় শালতোড়া বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউরির। গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের রাঙ্গামেট্যা থেকে বিধায়কের গ্রাম কেলাই ছুঁয়ে রাজামেলা রাস্তার অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল।

বিষয়টি বারবার প্রশাসনের নজরে এনেও লাভ হয়নি বলে দাবি। স্থানীয় বিধায়ক চন্দনা বাউরি নিজের বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে বরাদ্দ টাকায় রাস্তাটি মেরামতির উদ্যোগ নিলেও, শুধুমাত্র বিরোধী দলের বিধায়ক হওয়ায় তাঁর গ্রামের রাস্তা মেরামত করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

দিনের পর দিন এই বেহাল রাস্তার কারণে শুধু বিধায়ক নয়, এলাকার মানুষও চরম কষ্টে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। বর্ষায় সেই রাস্তার অবস্থা আরও বেহাল হয়ে পড়ে। চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়া সেই রাস্তার হাল ফেরাতে মাঠে নামলেন খোদ বিধায়ক চন্দনা বাউরি। আক্ষরিক অর্থেই কোমর বেঁধে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ঝুড়ি, কোদাল হাতে রাস্তা মেরামতির কাজে লাগলেন বিধায়ক। সঙ্গ দিলেন স্থানীয় বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা কর্মীও।

বিধায়কের দাবি, বারবার বলার পরেও শাসকদলের চাপে প্রশাসন ইচ্ছাকৃত ভাবে ওই রাস্তা মেরামতের উদ্যোগ না নেওয়ায় তিনি নিজের বেতনের টাকা থেকে পাথর গুঁড়ো ও মাটি আনিয়ে রাস্তার হাল ফেরানোর চেষ্টা করেছেন। বিধায়কের এই উদ্যোগ স্থানীয় মানুষের প্রশংসা কুড়ালেও একে নাটক বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। তৃণমূল পরিচালিত গঙ্গাজলঘাটি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি নিমাই মাজির দাবি, পথশ্রী প্রকল্পে ওই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। তারপরও বিধায়ক এই নাটক করেছেন।

‘ইন্ডিয়া’ জোটের কোনও নেতাই নেই, কটাক্ষ কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই কেন্দ্রীয় পূর্ণ মন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীরা বাংলা সফরে আসছেন। বাংলা থেকে যাতে লোকসভায় সিট বিজেপি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের থেকে বেশি পায় সেই বিষয়েই আগাম সংগঠনকে মজবুত করতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এই সফর। রবিবার পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। তিনি এদিন দুপুর দুটো নাগাদ আরামবাগ লোকসভায় আসেন। এই লোকসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি আরামবাগ পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে এক বিজেপি নেত্রীর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারেন। তবে মধ্যাহ্নভোজ খাওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইন্ডিয়া জোট নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, ইন্ডিয়া জোটের যে কথা বলছেন, তাদের কোনও নেতা নেই। তারা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কয়েকটি পরিবারের গাঁটবন্ধন। ওই

পরিবারগুলির সদস্যরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য জোট করেছে। ওই জোটে যারা আছে তারা প্রায় সকলেও ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে যুক্ত। তা থেকে বাঁচতেই মোদিকে সরাতে চাইছে। যা কখনোই সম্ভব নয়। আর মোদিজি চাইছেন আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে। মোদিজি যতদিন থাকবেন ততদিন এদের ভয় থাকবে। ভ্রষ্টাচার থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। এই জোটের তিনটে মিটিং হয়েছে। প্রথম মিটিংয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল উপস্থিত ছিলেন না। দ্বিতীয় মিটিংয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার উপস্থিত ছিলেন না। তৃতীয় মিটিংয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা দিদি উপস্থিত ছিলেন না। এখানে একটা প্রশ্ন উঠছে বাংলাতে বিধানসভায় ভোট হলে তৃণমূল কি সিপিএমের সঙ্গে জোট করে লড়াই করবে। তিনটি মিটিং এর পরও এরা সঠিকভাবে জোট করতে পারেনি। তাহলে লোকসভা ভোটে কি হবে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। রাজস্থানে নারীর নির্যাতন প্রসঙ্গে পঙ্কজ বাবু বলেন, এটা খুবই নিন্দনীয় ঘটনা। বিজেপি এটার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। তা সত্ত্বেও বিজেপি বিধানসভা ভোট ও পঞ্চায়েত ভোটের লড়াই করেছে। লোকসভা ভোটেও বিজেপি ভালো ফলাফল করবে। সবমিলিয়ে বিজেপির সাংগঠনিক ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে ও লোকসভা ভোটের রণকৌশল ঠিক করতে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরীর বাংলা সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল।

উত্তরপাড়া স্টেশনে পাওয়ার ব্লক, রেল চলাচল বিঘ্নিত, ক্ষুব্ধ যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: ছুটির দিন রবিবার বিঘ্নিত উত্তরপাড়ায় ট্রেন চলাচল। যার জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হলেন যাত্রীরা। সকাল দশটা থেকে অনিয়মিত হয়ে পড়ে ট্রেন। পৌনে ১১টা থেকে ডাউন লাইনে বন্ধ থাকে ট্রেন চলাচল। কোন্নগর এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে ডাউন শেওড়াফুলি লোকাল।

রেল সূত্রে খবর, উত্তরপাড়া স্টেশনে নন ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য পাওয়ার ব্লক হয়। যার জেরে বিঘ্নিত হয় ট্রেন চলাচল। একাধিক লোকাল দাঁড়িয়ে পড়ে। তবে আপ লাইনের ট্রেন স্বাভাবিকভাবেই চলে। এদিন বিকেল চারটে পর্যন্ত এই সমস্যা থাকবে বলে জানান পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র, কিন্তু রাতেও কাজ চলেছে।

এ দিকে, সঠিক সময়ে ট্রেন না চলায় ক্ষুব্ধ ট্রেন যাত্রীরা। রেল চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। এক নিত্যযাত্রী বলেন, ‘আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। এক ঘণ্টার ওপরে কোন্নগর স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছি।’ আরও এক নিত্য যাত্রী বলেন, ‘অনেক আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছি। কোনও টাইম নেই। আমাদের কাজের দেরি হয়ে যাচ্ছে।’ হাওড়া যাচ্ছিলেন আরও এক নিত্যযাত্রী। তিনি বলেন, ‘অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। প্রত্যকটি স্টেশনে দশ থেকে পনেরো মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন।’

সব রাজ্যকে নিয়ম মেনে চলতে হবে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রাজ্য যদি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কার্যসমাপ্তির প্রতিবেদন পাঠায়, তাহলে রাজ্যের যা পাওনা রয়েছে, তা অবশ্যই দেওয়া হবে। রবিবার দলীয় কর্মসূচিতে মেদিনীপুরে এসে সাংবাদিকদের একথা জানান কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘এই নিয়ম সমস্ত রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য। ভারত সরকার কোনও রাজ্যের প্রতি বৈষম্য করে না। কোভিডের সময় যখন জিএসটি সংগ্রহ করা হয়নি, ভারত সরকার বাজার থেকে ঋণ নিয়ে রাজ্যগুলিকে সাহায্য করেছিল। ভারত সরকারের প্রতি অভিযোগ ভিত্তিহীন। সব রাজ্যকে নিয়ম মেনে চলতে হবে।’

কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোট সম্পর্কে তাঁর দাবি, ‘যে জোট গড়ে উঠছে, তা কখনওই সফল হবে না। কারণ এই জোটের সবাই তাদের পরিবার এবং বংশধরদের এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যারা দুর্নীতির কথা বলছে, তাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব মামলা চলছে।’ তিনি আরও দাবি করেন, ‘জোটের নেতাদের কোনও নীতি নেই, কোনও নেতা নেই, তাই তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ সংকটে।’

ভরা কোটালে নদীবাঁধে ভাঙন, তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: ভরা কোটালে রায়মঙ্গল নদীবাঁধে বেশিরভাগ অংশে ভাঙন। খবর পেয়েই প্রশাসন তৎপর। নদীবাঁধ সারাইয়ে প্রস্তুতি শুরু। নোনা জল ঢোকার আতঙ্কে নদীপাড়ের বাসিন্দারা। ফের রায়মঙ্গল নদী বাঁধে ভাঙন উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের মণিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আতাপুরে। পূর্ণিমার ভরা কোটালের জোয়ারে নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়ে রায়মঙ্গল ও কলাগাছি নদীর সংযোগস্থলে নদী বাঁধে ভাঙন দেখা দেয়। নদীর বাঁধ ভেঙে চলে যাচ্ছে রায়মঙ্গল কলাগাছি নদীতে। চোখের সামনে এমন দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত সুন্দরবন এলাকার রায়মঙ্গল, কলাগাছি নদীর তীরে সন্দেশখালি-২ নম্বর ব্লকের আতাপুর, কোড়াকাটি, মণিপুর সহ একাধিক গ্রামের মানুষ। পূর্ণিমার ভরা কোটালে নদীর জলস্তর বেড়ে ধসে গিয়ে প্রায় ১০০ ফুট নদী বাঁধে ফাটল দেখা দেয়। সেই সময় কিছু গ্রামবাসী ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছিলেন হঠাৎই ধস নামতে দেখে। এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক

তৈরি হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকায়। প্রাথমিক অনুমান নদীর জলস্তরে বেড়ে গিয়ে হঠাৎই ধস নামতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে তৎপরতার সঙ্গে নদী বাঁধের কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

হারানো দলিল

সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হচ্ছে যে ১৯৮৭ সালের দলিল নং ৪১৯৬ এবং ১৯৮৭ সালের দলিল নং ৪২০৪ উভয়ই ১৬.০৯.১৯৮৭ তারিখে হুগলীতে এডিএসআর সিঙ্গুরে বলদেব দাস, পিতা-প্রয়াত প্রাণ কৃষ্ণ দাস, গ্রাম- গোপালনগর (পূর্ব), পোস্ট ও থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০৯ -এর নামে নিবন্ধিত হয়েছে, যা যথাযথ ভাবে সিঙ্গুর থানায় জেনারেল ডায়েরি নং. ৪১৪, তারিখ- ০৯.০৬.২০২৩ হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। যদি কোন ব্যক্তি/গণ উক্ত শিরোনামের দলিল খুঁজে পান বা সন্ধান জানেন, তাহলে অনুগ্রহ করে এই প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা ফেরত দেবেন। নির্ধারিত সময়ের পর কোনো দাবি, ক্লেম গ্রহণ করা হবে না। যদি এই হারিয়ে যাওয়া দলিলের নির্ভর দ্বারা কোনো ব্যক্তি/দের সাথে কোনো লেনদেন করা হয়, তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। সম্পত্তির তফসিল : ০২ কাঠা পরিমাপের একটুকরা নির্মিত দুই তলা বিশিষ্ট যার ৩৩ শতক একর পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিভক্ত অংশের সকল, যা আর.এস. দাগ নং ৬৯০০, আর.এস. খতিয়ান নং ২১৫ এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ৬৯০০ এর সাথে সম্পর্কিত এল.আর. খতিয়ান নং ২২৫৬/১ এর অধীনে, সিঙ্গুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিধির মধ্যে, থানা-সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী, পশ্চিম। ঋণ নেওয়ার জন্য ব্যক্তি শ্রী বলদেব দাস স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নসিবপুর শাখা (১৮০০৯) থেকে ক্রেডিট সুবিধার জন্য উক্ত সম্পত্তির উপর চার্জ নির্মাণ বন্ধক তৈরি করতে চান।

অ্যাডভোকেটের নাম: সুবীর দাশগুপ্ত
যোগাযোগ নং: ৯৩৩১০০৪৬০৩

নোটিশ

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুরের
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
২৪ নং প্রবেট মোকর্দ্দমা ২০২৩ সাল

শ্রীমত্যা রমা মুখার্জী + দীং ....দরখাস্তকারী

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর কোতয়ালী থানার অন্তর্গত মহাপাত্র কম্পাউন্ড স্টেশন রোড় সাকিনের সর্ব্ব সাধারণগণের প্রতি।

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে :- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরের মহাপাত্র কম্পাউন্ড, স্টেশন রোড সাকিনে বসবাসকারী বর্তমানে মৃত শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর উইলকৃত নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির প্রবেট গ্রহনের জন্য তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালতে সন ২০২৩ সালে ২৪ নং প্রবেট মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে নোটিশ প্রকাশের দিন হইতে ১ মাসের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আপনাদের অসাক্ষাতে আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

SCHEDULE-A

Dist. - Paschim Medinipur, P.S. - Kotwali (Midnapore), ADSR-Midnapore, Ward No.- 22(old)/6 (new) under Midnapore Municipality, Station Road Mahalla, Holding No. - 1458/322/3 (Old), Mouza Sekhpura, J.L. No. 172, R.S. Khatian No. - 42, L.R. Khatian No. - 321, R.S. Plot No. 97, L.R. Plot No. - 314, Area - 0.0620 acre. Equivalent to 2700 Sq. Ft. Home Stead (Bastu) Land purchased by Reg. Deed No. 3415/1998 dt. 16/07/1998.

SCHEDULE-B

Dist. North 24 Parganas, P.S. - Cossipore, ADSR - Dumdum, Touji No. - 1298 / 2833, Block- I, Sub Division – II, Holding No. - 16 Dihi 55 Gram, Mouza - Satchasipara, within limits of Calcutta Municipal Corporation, Within the Premises No - 9/3A situated on total 2 Cottahs 14 Chittacks land located at Rajendra Nath Roy Chowdhury Lane, Calcutta-700036, A Flat having an area of 695.72 Sq. Ft. in the Ground Floor of the said premises together with other rights in common areas and/or parts and common facilities as mentioned within the Purchase Deed No. 5059/1996 dt. 07/11/1996 and also other rights as available to a flat owner.

আদেশানুসারে
তাপস রঞ্জন চক্রবর্তী
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর, 28/08/2023

আসাম এন্ট্রেড লিমিটেড

রেজি. অফিস : ১৬ তারা চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩
CIN : L20219WB1985PLC096557; ওয়েবসাইট : www.assamentrade.com
ইমেল : assamentrade1985@gmail.com; টেলিফোন নম্বর ০৩৩-২২৩৪৩৫২০

৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে আসাম এন্ট্রেড লিমিটেডের (‘‘কোম্পানি’’) সদস্যদের **৩৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (‘‘এজিএম’’) শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ দুপুর ২.৩০টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং (‘‘ভিসি’’)/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (‘‘ওএভিএম’’) মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫, সংশোধিত (‘‘লিস্টিং রেগুলেশনস’’) সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ তারিখে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (‘‘এমসিএ’’) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২ দ্বারা জারি করা হয়েছে এজিএম-এর নোটিশে বর্ণিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।

ই-মেলের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের পরিষেবা :

উপরে উল্লিখিত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০২ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদনের বিধান অনুসারে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ এজিএম আহ্বানকারী নোটিশের ইলেকট্রনিক কপিগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠানো হবে কোম্পানি/মেসার্স এবিএস কনসালটেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড (‘‘আরটিএ’’) এবং ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) (‘‘ডিপিএস’’) এর সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত সকল সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে। উপরে উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারগুলির মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রকৃত অনুলিপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে। যাইহোক, বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৩৮তম এজিএম-এর নোটিশের প্রকৃত কপিগুলি সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যারা assamentrade1985@gmail.com-এ একই অনুরোধ করবেন। এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.assamentrade.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com) পাওয়া যাবে।

এজিএমে ইলেকট্রনিক ভোটিং এবং অংশগ্রহণ :

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে কোম্পানী (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং তালিকা প্রবিধানের রেগুলেশন ৪৪-এর বিধানগুলির সাথে পঠিত, সদস্যরা দূর থেকে তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসাগুলি সম্পাদনের জন্য।

এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং, এজিএম-এর দিন ই-ভোটিং এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান সংক্রান্ত বিশদ নির্দেশাবলী এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে। **ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি :**

ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা এবং যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করেননি তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে ভোট দিতে পারেন।

কোম্পানির সদস্যরা যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত/আপডেট করেননি তারা নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী নিবন্ধন করতে পারেন।

১. প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের কেওয়াইসি বিশদ (যদি ইতিমধ্যে জমা না করে থাকে) সেখানে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় নথিগুলির সাথে আপডেট করার জন্য যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম-আইএসআর ১ (কোম্পানীর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ) জমা দিয়ে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত করতে পারে আমাদের আরটিএ মেসার্স এবিএস কনসালটেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৯, স্টিফেন হাউস, ৭ম তল, ৪, বি.বি.ডি. বাগ পূর্ব, কলকাতা-৭০০০০১, ইমেল absconsultant99@gmail.com থেকে।

২. ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিশদ (সিডিএসএল)-১৬ সংখ্যার সুবিধাভোগী আইডি বা এনএসডিএল -১৬-সংখ্যার ডিপিআইডি + সিএলআইডি) নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা একত্রিতের অনুলিপি প্রদান করে সাময়িকভাবে তাদের ই-মেইল আইডি, অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট, প্যান কার্ড (নিজের প্রত্যয়িত কপি), আধার কার্ড (সেলফ অ্যাটেস্টেড কপি) কোম্পানির কাছে assamentrade1985@gmail.com/ আরটিএ ই-মেইল আইডি absconsultant99@gmail.com-এ পাঠিয়ে। এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে ই-মেইল ঠিকানার স্থায়ী নিবন্ধনের জন্য, সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে এটি নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এমসিএ এবং সেবি-এর প্রযোজ্য সার্কুলার মেনে কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের তথ্য ও সুবিধার জন্য নোটিশটি জারি করা হচ্ছে।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড’এর পক্ষে
স্বা/-
(আয়ুশি বাজাজ)
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কানপুর
তারিখ : ০২.০৯.২০২৩

Union Bank of India

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India | A Government of India Undertaking

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ই-মেইল : ubin0554731@unionbankofindia.com

অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেসি আইন অধীনে)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের অস্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) বিধানের সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীন অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে বন্ধকীকৃত/দায়বদ্ধ/অঙ্গীকারকৃত/চার্জকৃত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**/নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট যা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নির্ধারিত ঋণদাতার সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত **১৩.১০.২০২৩** তারিখে বিক্রয় করা হবে **‘‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’’, ‘‘যেখানে যা আছে’’** এবং **‘‘যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে’’ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিতমূল্যের বিস্তারিত এবং ইএমডি প্রতিটি জামিনদত্ত সম্পত্তি (সমূহ)-র জন্য। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েবপোর্টালে প্রদত্ত অনুযায়ী। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.unionbankofindia.co.in** প্রদত্ত লিঙ্ক অনুযায়ী।

নিম্নোক্ত সম্পত্তি **‘অনলাইন ই-নিলাম’** বিক্রি করা হবে ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং এমসিটিসি ই-কমার্সের ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা

টেন্ডার/ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ : নিলাম শুরু বা তার আগে

ইএমডি জমা দেবার ধরন : ডাকদাতা তার এমএসটিসি ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

লট নং	ক ঋণগ্রহীতার নাম খ. সম্পত্তির বিবরণ গ. স্বত্বাধিকারী/দের নাম ঘ. সম্পত্তি আইডি (আইবিএপিআই পোর্টালে ইতিমধ্যে আপলোড করা সম্পত্তির ক্ষেত্রে)	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না জমা টাকায়	দর সম্প্রসারণ এবং দর বৃদ্ধির পরিমাণ	বকেয়া ঋণ	ক) দায়বদ্ধতা খ) গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল
১.	**ক. মেসার্স পূর্ণ গৌরী কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ** **খ. সম্পত্তি লট-১ : জমি ও বিল্ডিং** যা অস্থাশোল মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ১৪১, এলআর দাগ নং ৯৮১,৯৮২,৯৮৪,৯৯৫ এলআর খতিয়ান নং ৫৭২, নতুন এলআর ৭৫০, আমডাংরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা - তালডাঙ্গা, জেলা - বাঁকুড়া, **মেসার্স পূর্ণ গৌরী কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ এর নাম আছে**। জমির এলাকা ৪.৪৪ একর বা ৪৪৪ ডেসিমেল। **সীমানা:** উত্তর - বাঁকাদহ-তালডাঙ্গারা রোড, দক্ষিণ - বনভূমি, পূর্ব - পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম - অন্যদের কৃষি জমি **গ. মেসার্স পূর্ণ গৌরী কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ** **ঘ. UBINKOLARB8330A**	ক) ৮,৬৯,৩০,০০০.০০ টাকা খ) ৮৬,৯৩,৫০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ ৯,০০,০০০.০০ টাকা সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	৮,২২,২৪,৫২১.১৬ টাকা এছাড়াও ৩১.০১.২০২২ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ এবং খরচ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত অর্থ যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	ক. এসএ নং ৫২/২২ ডিআরটি - ২, কলকাতা খ. প্রতীকী দখল
২.	**ক মেসার্স পূর্ণ গৌরী কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ** **খ. সম্পত্তি লট - ২ :** -: প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি :- (নিচের তালিকা অনুযায়ী) **গ. মেসার্স পূর্ণ গৌরী কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ** **ঘ. UBINKOLARB8330B**	ক) ৪৩,৬৫,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৩৬,৫০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ ৫০,০০০.০০ টাকা সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	৮,২২,২৪,৫২১.১৬ টাকা এছাড়াও ৩১.০১.২০২২ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ এবং খরচ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত অর্থ যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	ক. এসএ নং ৫২/২২ ডিআরটি - ২, কলকাতা খ. প্রতীকী দখল

-: প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি :-

ক্র.	বিবরণ	পরিমাণ
১.	লোহা বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি সংকুচিত বা তরলীকৃত গ্যাসের জন্য পাত্র (উচ্চ চাপের সিলিন্ডার)	১
২.	লোহা বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি সংকুচিত বা তরলীকৃত গ্যাসের জন্য পাত্র (উচ্চ চাপের সিলিন্ডারের বর্ধিত)	১
৩.	স্টিলের সংকুচিত গ্যাস ব্যতীত অন্যান্য ড্রাম	১০
৪.	লোহা বা স্টিলের তৈরি সংকুচিত বা তরলীকৃত গ্যাসের জন্য পাত্র (উচ্চ চাপ সঞ্চয়কারী সিলিন্ডার)	২
৫.	লোহা বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি সংকুচিত বা তরলীকৃত গ্যাসের জন্য পাত্র (নিম্ন চাপের এইচ/এক্সচেঞ্জার সিলিন্ডার)	২
৬.	কেসি ৪ কম্প্রেসার ইন্ডাকশন মোটর, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কর, নং ৩৩৮কে৩০৯৪	১
৭.	৯৩ কেডব্লিউ ১২৫ এইচপি কম্প্রেসার, আরপিএম-১৪৫৮, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং ওকেই১৪ডব্লিউ১২	১
৮.	১২৫ এইচপি এমইআই স্টার্টার এবং রেগুলেটর, প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং ২১৬০২০২৪	১
৯.	কেসি৪ কির্লোস্কার কম্প্রেসার, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কর, নং ৩৩৮কে৩০৮৪	১
১০.	১২৫ এইচপি মোটর, প্রস্তুতকারক-সিমেনস, নং ৩৯৫১৪৫	১
১১.	১২৫ এইচপি মেইআই স্টার্টার এবং রেগুলেটর, প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং ২১৬০২০২৫	১
১২.	এইজিপি ৬৮০টিসি ডিজেল ইঞ্জিন, অশোক লেল্যান্ড, প্রস্তুতকারক-অশোক লেল্যান্ড, নং ০০০১ আরপিএম ১৫০০	১
১৩.	কেসি ৩ কে কির্লোস্কর কম্প্রেসার, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং. ৩৩৭কে০৯০	১
১৪.	কির্লোস্কার, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার মোটর, নং বিকেএফ-৫৬ডব্লিউ-৪০	১
১৫.	১২৫ এইচপি এমইআই স্লেটার এবং রেগুলেটর, প্রস্তুতকারক- এমইআই, নং. ২১৬০১০৪	১
১৬.	৯০ কেডব্লিউ মোটর, আরপিএম ১৪৬, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং.	১
১৭.	স্টেটার এমইআই ১২৫ এইচপি এবং রেগুলেটর, প্রস্তুতকারক- মেইআই, নং ২১৬০১০৪	১
১৮.	৭.৫ x ৭.৫ কম্প্রেসার, প্রস্তুতকারক-সুপার মেক, নং ৬৫৫ আরপিএম ৩৭৫/৪০০	১
১৯.	৫৫ কেডব্লিউ ৭৫ এইচপি আরপিএম ১৪৭০, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং. জেকে৬৫৫১১৯	১
২০.	১২৫০এইচপি এমইআই স্টার্টার এবং রেগুলেটর, প্রস্তুতকারক- এমইআই, নং ২১৬০২০২৩	১
২১.	কির্লোস্কর অল্টারনেটর, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কর ১২৫ এইচও, নং. সিএইচডি৩১২৫০-২১	১
২২.	ডিজেল ইঞ্জিন এএলজিপি ৬৮০, প্রস্তুতকারক-অশোক লেল্যান্ড, নং এনইআইএ/ইএনজি/০০০২	১
২৩.	৮২.৫ কেভিএ, কির্লোস্কার অল্টারনেটর, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কর, নং সিএইচডি-৩০৮২৫-৬৮	১
২৪.	এএলইউ ৪০০ ডিজেল ইঞ্জিন, প্রস্তুতকারক-অশোক লেল্যান্ড, নং ০০০৩	১
২৫.	২৫০ কেভিএ অল্টারনেটর, প্রস্তুতকারক-অল্টারনেটর, নং ডিইএজি০০৪৪	১
২৬.	কির্লোস্কার ৬এসএল৮৮০০টি, ডি সেট ২২৮ কেডব্লিউ ৩১০ বিএইচবি, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং. এফ৬২৭০১/০২০০০৮৬	১
২৭.	৩ সংখ্যক ১৫ কিলোওয়াট মোটর ১ আরটি ৪৬ এক্সভি ২৪২,৫২২) সিআরটি৪৬/এক্সভি ১৬৯ ৩) সিআরটি ৪৬/এক্সভি ২৪৪, প্রস্তুতকারক- সিআরটি, নং আরটি৪৬	৩
২৮.	৬" x ৬", প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং ১	৩
২৯.	৫০০ কেভিএ জিএলওই এসটিজেড ৩ ফেজ ইনপুট ২৪০ আউটপুট ৪৪০, প্রস্তুতকারক-গ্লোব, নং ৫০০ কেভিএ	১
৩০.	৫০০ কেভিএ ভোল্টআম্প ট্রান্সফরমার, প্রস্তুতকারক-ভোল্টাম নং. ভিই/১৩০/১৬১৭	১
৩১.	রিসিভার ২ সংখ্যক, প্রস্তুতকারক- ২০০৬, নং ১	১
৩২.	কনডেন্সর ১২ সংখ্যক x ৪ সংখ্যক, প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং।	১
৩৩.	তেল বিভাজক ২ সংখ্যক, প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং ১	১
৩৪.	সার্চ ড্রাম ৬ সংখ্যক, প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং ১	১
৩৫.	বাঙ্কার কয়েল, প্রস্তুতকারক- এনএম, নং এনএম	১
৩৬.	সাকশন ট্যাপ, ২৪ টিএপি, প্রস্তুতকারক - লোকাল, নং ১	১
৩৭.	সকল কেবল, এইচটি এবং এলটি, প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং ১	১
৩৮.	সকল পাইপ ভালভ ফিটিং ফ্লুঞ্জ, প্রস্তুতকারক - লোকাল, নং ১	১
৩৯.	সকল সুইচ প্যানেল বোর্ড মেইনসুইচ ক্যাপাসিটর এসিবি এবং অন্যান্য, প্রস্তুতকারক - লোকাল, নং ১	১
৪০.	সিলিং প্যান, প্রস্তুতকারক - বিভিন্ন, নং ১	১
৪১.	মোটর কনভেয়ার বেল্ট সহ লিফট ,প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং ১	১
৪২.	কির্লোস্কার কম্প্রেসার কেসি-৪, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার কম্প্রেসার কেসি-৪, নং ৩৩৮কে৩০৫৩	
৪৩.	এএলইউ৬৮০/১০৪, প্রস্তুতকারক-অশোক লেল্যান্ড, নং এএলএইচবিএম-৪৮৬৯	১
৪৪.	৯০ কেডব্লিউ/১২০ এইচপি মোটর, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং. আরকেএফ১২৫১৯	১
৪৫.	কেসি এক্স ৬ কম্প্রেসার, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং. আরকেএফ১২৫১৯	১
৪৬.	১৩২ কেডব্লিউ/১৮০ এইচপি আরএলওএসআর মোটর, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং. ইকেএফ১২৮ডব্লিউ-২০	১
৪৭.	এমইআই স্টার্টার, প্রস্তুতকারক- এমইআই, নং ২১৮০০১২০৫১	১
৪৮.	১৮০ এইচপি/১৩২ কেডব্লিউ ১৪৪০ আরপিএম এসপিডিপি স্লিপিং এসি ইন্ডাকশন মোটর ৩ ফেজ ৪১৫ ভোল্ট ৫০এইচজেড, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং. ইকেএফ১২৮ডব্লিউ২০	১
৪৯.	১৮০ এইচপি ম্যানুয়ালি অপারেটেড অয়েল ইম্মার্সড ৩/ডি স্টার্টার এমই৯ প্রস্তুতকারক ৩ ফেজ ৪১৫ ভোল্ট ৫০ এইচজেড	১

কোনও প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন : শ্রী অরুন কুমার, মোঃ- ৮৩৬৯৬ ৫৪৭৩০

অনুমোদিত অফিসার(গণ) : (১) শ্রী রথীন বোস (সিএম), মোঃ- ৭৫৯৫৮ ৭১৯৭৭ (২) শ্রী তক্কেশ্বর খাঁ (এজিএম), মোঃ- ৯১৬১১ ২৯৪৪৪

*** সরকারি রুল অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য।**
*** সরকারি রুল অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য।**

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি বিস্তারিত জানতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.unionbankofindia.co.in** এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** দেখুন। ই-নিলামের অংশগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের এমএসটিসি’র ইকমার্স ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ডাকদাতাকে আবশ্যিকভাবে কেওয়াইসি নীতি পালন করতে হবে ই-নিলাম পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং অংশগ্রহণের জন্য।

যেকোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য এমএসটিসি হেল্পডেস্ক ০৩৩-২২৯০১০০৪ পরিচালন এবং রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা জানতে **ibapiop@mstcecommerce.com** আর্থিক এবং ইএমডির অবস্থান জানতে **ibapifin@mstcecommerce.com** সাহায্য নিন। সহায়ক নম্বরগুলি ‘১৮০০ ১০২ ৫০২৬’ এবং ‘০১১-৪১১০৬১৩১’ দেখুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১) অধীনে

সংশ্লিষ্ট নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১) অধীনে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে ই-নিলাম বিক্রয় উক্ত তারিখ অনুযায়ী

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:-

১. **‘‘যেখানে যা আছে’’** এবং **‘‘যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে’’** এবং **‘‘যেখানে যেমন ভাবে আছে ভিত্তিতে’’** বিক্রয় করা হবে, এবং ‘‘অন লাইনে’’ পরিচালিত হবে।

২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট **(ক) https://www.unionbankofindia.co.in, (খ) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** দরদাতারা **https://www.ibapi.in** দেখতে পারেন, যেখানে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও সহ দরদাতার জন্য ‘‘নির্দেশিকা’’ পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অগ্রিম নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে :

ধাপ ১:- দরদাতা/ক্রয়কারী নিবন্ধন দরদাতাদের ই-নিলাম অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিংক এ) তাদেরতার মোবাইল নম্বরএবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে। ।

ধাপ ২:- কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি পাওয়ার পর এবং তার যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) ই নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপলব্ধ করা হবে।

ধাপ ৩:- দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থ স্থানান্তর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে ইএমডি পরিমান অর্থ দরদাতার ওয়ালেটে উপলব্ধ হতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী কাজ পরিপূর্ণ হয়।

ধাপ ৪:- নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত এমএসটিসি পোর্টালে লগ ইন করতে হবে।

৩. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা শেষ পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় উক্ত সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দ্বায়ভার নেই। যদিও ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে রাখা উক্ত সম্পত্তির জায়ভার, দাবি/অধিকার/বকেয়া/স্বত্ব এবং যা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাংকের কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধি গঠন করে বলে গণ্য হবে না। ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দ্বায়ভার নিয়ে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক /সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে বিক্রির জন্য রাখা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।

৪. **অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ১৩.১০.২০২৩ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টার মধ্যে।**

৫. **ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় – নিলাম শুরু বা তার আগে।**

৬. **পরিদর্শনের তারিখ : ১২.১০.২০২৩ দুপুর ১:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত।**

৭. শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে।

৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তার ওয়ালেটে বিড মূল্য থাকতে হবে। দরদাতাকে সেই সম্পত্তি(গুলির) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা করা হচ্ছে।

৯. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির বিষয়ে পরিদর্শন ও সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ইচ্ছুক দরদাতাদের। এমএসটিসি ৩ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোন সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে সফল বিডের পরিমাণের ২৫% (ক্রয় মূল্যে) (আপনার গ্লোবাল ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ১০% রিজার্ভ মূল্য সহ) জমা দিতে হবে অবিলম্বে যেটা নিলামের দিনে বা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে, এবং তার অনুকূলে থেকে ই-নিলামের বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল ডাকদাতাকে বিডের অবশিষ্ট ৭৫% পরিমাণ (ক্রয়মূল্য)জমা করতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।

১১. ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকশন ১৯৪-আইএ অনুসারে, টিডিএস @ ১.০০% বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিক্রয় বিবেচনা ৫০,০০,০০০/-টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার উপরে। সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে আয়কর দফতরে ফরম নং ১৬-বি-তে জমা দেবে, যাতে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নম্বর এএএসিইউ০৫৬৪জি বিক্রেতার হিসেবে থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেট এর মূল রশিদ জমা দেবে ব্যাংকে। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)

১২. সফল বিডার কর্তৃক অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হলে ইতিমধ্যে জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে রাখা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের ব্যাপারে কোন দাবি/অধিকার থাকবে না।

১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/টিডিএস নিলাম মূল্য/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবে এবং সেই সাথে বিধিবদ্ধ/অ -সংবিধিবদ্ধ পাওনা, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি।

১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোন কারণ উল্লেখ না করে ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় বিক্রির পূর্বনির্ধারিত তারিখ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বলবৎ এবং প্রশ্নাতীত।

১৫. বিক্রেতার সার্টিফিকেট অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সফল বিডারের অনুকূলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/ বিড পরিমাণ জমা করার পরে এবং সমস্ত কর/ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শুধুমাত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে দেওয়া হবে না।

১৬. পরিবহন, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে।

১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে /জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

১৮. যে সকল দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রির শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে শেষ মিনিট/ সেকেন্ডের ডাক এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের (ইন্টারনেটে ফেলিওর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি) ত্রুটির জন্য দায়ী হবে না সব দায় নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার যেমন ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

তারিখ : ০২.০৯.২০২৩ / স্থান : কলকাতা | অনুমোদিত অফিসার / ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

State Bank of India

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
মোহনপুর ব্রাঞ্চ (১৫২৭৪)
গ্রাম এবং পো. মোহনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর
৭২১৪৩৬, ইমেল : sbi.15274@sbi.co.in

(রুল ৮(১)) পরিশিষ্ট -৯

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে তারিখ ৩০.০৫.২০২৩ তারিখে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা **ক) শ্রী গৌরাঙ্গ নায়ক**, পিতা মৃত্যুঞ্জয় নায়ক, গ্রাম - বাগদা, পো. বাগদা, থানা - মোহনপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৪৩৬, **খ) শ্রী স্বরূপম পরিহা**, পিতা শক্তি কিংকর পরিহা, গ্রাম - মোহনপুর, পো. মোহনপুর, থানা - মোহনপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭২১৪৩৬, **গ) শ্রী অমিতাভ আচার্য**, পিতা ভাস্কর আচার্য, গ্রাম - বোরিয়া, পো. বোরিয়া, থানা - মোহনপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭২১৪৫৭, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪৭,১৯,৩২৬.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ উনিশ হাজার তিনশো ছাব্বিশ টাকা) টাকা ৩০.০৫.২০২৩ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ এবং তৎকালীন ব্যয় সহ উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়ের জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার প্রতি এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের **১৩(৪) ধারা** এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২ সেপ্টেম্বর ২০২৩** তারিখে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্ক করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'র নিকট বকেয়া **৪৭,১৯,৩২৬.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ উনিশ হাজার তিনশো ছাব্বিশ টাকা) টাকা ৩০.০৫.২০২৩ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাকে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

শিডিউল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা-বাগদা, জেএল নং ৩৯২, খতিয়ান নং ৮১৯, দাগ নং ১৪৩৫, এরিয়া : ০৪ ডেসিমেল, (অংশ ০.০৬৫২), শ্রেণি-বাস্তু, দলিল নং ১-১১৬ তারিখ ১৭.০১.১৯৯৫।
সম্পত্তির মালিক : শ্রী গৌরাঙ্গ নায়ক, পিতা প্রয়াত মৃত্যুঞ্জয় নায়ক, গ্রাম : বাগদা, পো-বাগদা, থানা -মোহনপুর, জেলা -পশ্চিম মেদিনীপুর।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : নিজস্ব জমি এবং পিডব্লুডি, পূর্বে : হরিপদ জানা এবং প্রবীর জানা, দক্ষিণে: প্রবীর জানা, পশ্চিমে : নিজস্ব জমি (গৌরাঙ্গ নায়ক) সমন্বিত।

তারিখ : ০২.০৯.২০২৩
স্থান : মোহনপুর, মেদিনীপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN : L45201WB1996PLC077451
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com | **ইমেল :** info@dynamicarchistructures.com

২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড ('কোম্পানি') এর ২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') অনুষ্ঠিত হবে শনিবার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে বেলা ১২টায় (আইএসটি), কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (পব) ৭০০০০১ ঠিকানায় এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয় সমূহ সম্পাদনের জন্য।

এজিএম নোটিশ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন ('বার্ষিক প্রতিবেদন') ইমেল মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিজের নিকট কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক এবং সিকিউরিটিজ বোর্ড অব ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত সাধারণ সার্কুলার অনুযায়ী নথিভুক্ত রয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন কেম্পানির ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com, এবং স্টক এক্সচেঞ্জ বিএসই লিমিটেড :www.bseindia.com, এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরিজ লিমিটেড ('এনএসডিএল') ওয়েবসাইট : https:-//www.evoting.nsdl.com থেকেও পাওয়া যাবে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারার সংসথান এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রুল) রুল ২০ এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৪৪ সংস্থান অধীনে এবং ইনস্টিটিউট অব কোম্পানি সেক্রেটারিজ অব ইন্ডিয়া এর দ্বারা ইস্যুকৃত সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড ২ অনুযায়ী কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে ('রিমোট ই-ভোটিং') সকল সদস্যকে ভোট দেওয়ার জন্য এজিএম নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবনাগুলি সম্পাদনের জন্য, এনএসডিএল কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা ব্যবহার করে।

যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট দেননি এবং সভায় যোগদান করলে এজিএম তে ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন। যে সকল সদস্য ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে এজিএম এর আগেই ভোট প্রদান করেছেন তারা এজিএম তে যোগদান/অংশ নিতে পারবেন কিন্তু ভোট দান করতে পারবেন না।

যে সকল সদস্যর ইমেল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট নথিভুক্ত/আপডেট করেননি তারা কোম্পানির কাছ থেকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল নোটিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন, অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের ইমেল নথিভুক্ত বা আপডেট করতে পারেন :

১. ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট : এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা : ৩৮৩, লেক গার্ডেন, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০৪৫, প্রাসঙ্গিক প্রমাণ সহ কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ যথাযথভাবে পূরণ করা ফর্ম আইএসআর-১ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
২. ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যে সদস্যরা ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করছেন বা যারা কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি বা কোম্পানির শেয়ার অধিগ্রহণ করেন এবং কোম্পানির দ্বারা ইলেকট্রনিকভাবে নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী অর্থাৎ শনিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ধারন করেন, এই ধরনের সদস্যরা evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যাইহোক, যদি কোনও সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন তবে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

অস্থায়ী ভিত্তিতে ইলেকট্রনিকভাবে ইমেল ঠিকানা, ব্যাঙ্কের বিবরণ এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করার লিঙ্ক mcskol@rediffmail.com-এ পাওয়া যাচ্ছে এবং ইমেল ঠিকানা, ব্যাঙ্কের বিবরণ এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করার জন্য আরও বিশদ বিবরণের জন্য আপনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
রাকেশ পোরওয়াল
ডিরেক্টর (ডিন : ০০৪৯৫৪৪৪)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০২/০৯/২০২৩

বাড়ি ভাড়ার নামে চুরি, অভিযুক্ত দম্পতিকে গণপিটুনি স্থানীয়দের, আটক স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: স্বামী এবং স্ত্রী নাকি স্মার্ট চোর। রীতিমতো জিন্স, টপ, গেঞ্জি পড়েই এলাকায় বাড়ি ভাড়া নাম করে, বাড়ির মালিকদের ভেলকি দেখিয়ে নিমিষের মধ্যে হাওয়া করে দিচ্ছিল ঘরের জিনিসপত্র। এ নিয়ে পুরাতন মালদা পুরসভার মঙ্গলবাড়ি স্কুলপাড়া এলাকায় অধিকাংশ মানুষদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে। কিন্তু কথায় বলে, চোরের দশ দিন তো গৃহস্থের একদিন। অবশেষে চুরি অভিযোগে ওই দম্পতিকে হাতেনাতে ধরে ফেলে এক বাড়ির মালিক ও তার পরিবারের লোকেরা। এরপর রাস্তার খুঁটিতে ওই দম্পতিকে বেঁধে দেওয়া হয় গণপিটুনি। ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে চুরির অভিযোগে ওই দম্পতিকে উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর ওই মহিলাকে ছেড়ে দিলেও লব কর্মকার নামে ওই যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

স্কুলপাড়া এলাকার একাংশ বাসিন্দাদের বক্তব্য, ওই দম্পতি দু'জনেই নেশায় আসক্ত। তবে তাদের বেশভূষা দেখলে কখনোই মনে হয় না যে এরা চুরির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। জিন্সের প্যান্ট, জামা পরে স্মার্ট হয়েই কিছুদিন ধরে মঙ্গলবাড়ির এলাকা জুড়েই বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কথা বলেই যে কোনও ঘরে ঢুকে পড়ছিল, এমনটাই অভিযোগ ওই দম্পতির বিরুদ্ধে। এরই মধ্যে ওই মহিলা বাড়ির মালিকের সঙ্গে কৌশলে কথা বলার ব্যস্ত থাকতে গেলে চোখের নিমিষে পুরুষ সঙ্গী হাওয়া করে দিত মোবাইল অথবা অন্যান্য জিনিসপত্র। এই ঘটনায় পুরাতন মালদা থানা ইতিমধ্যে কয়েকটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কিন্তু স্মার্ট দম্পতি চোরকে ধরতে কোনো উদ্যোগ দেখায়নি পুরাতন মালদা থানার পুলিশ বলেই অভিযোগ। অবশেষে শনিবার রাতে এক গৃহস্থের বাড়িতে বাড়ি ভাড়ার নাম করে ওই দম্পতি ঢুকে চুরির চেষ্টা চালালে তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়। আর তারপরেই ক্ষিপ্ত জনতা ওই দম্পতিকে রাস্তার বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে জুতোপেটা করে বলে অভিযোগ।

স্কুলপাড়া এলাকার বাড়ির মালিক বিপ্লব হালদার বলেন, এর আগেও ওই দম্পতি আমার বাড়িতে বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কথা বলে ঢুকেছিল। এরপর কৌশলে তারা মোবাইল, কাঁসার বাসন নিমিষেই চুরি করে পালিয়ে যায়। এদিন রাতে পুনরায় ওই দম্পতি আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। ওই মহিলার আচরণ দেখে সন্দেহ লাগছিল। দু'জনে নেশায় আসক্ত ছিল। কথা বলার মধ্যেই বাড়ির মোবাইল এবং কিছু বাসন চুরি করে পালাবার চেষ্টা চালায়। তখনই আমার চিৎকার ও চেঁচামেচিতে অন্যান্যরা ছুটে এসে দু'জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। এরপর তারা চুরির কথা স্বীকার করে। ইতিমধ্যে এলাকার কিছু মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কারণ, অনেকের বাড়িতে এই ভাবেই চুরির ঘটনা ঘটে আসছে। নেশার টাকা জোগাড় করার জন্যই ওই দম্পতি এভাবে যে কোনও বাড়িতে ঢুকে কৌশলে চুরি করছিল বলে অভিযোগ।

পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, স্কুলপাড়া এলাকার এক প্রান্তে থাকে লব কর্মকার নামে ওই যুবক এবং তার স্ত্রী থাকে। প্রাথমিক তদন্তে মনে হয়েছে তারা বিভিন্ন ধরনের নেশায় আসক্ত। যুবককে আটক করা হয়েছে। যুবকের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

অঙ্কুর মার্কেটিং লি.
CIN : L52110WB1985PLC240038
রেজি. অফিস ২১০, রুবি পার্ক, কসবা রথতলা, কলকাতা-৭০০০৭৮
ফোন : ০৩৩ ৭১৩০ ০২০৩; ইমেল : ankurmarketing85@gmail.com ওয়েবসাইট : www.ankurmarketing.com

নোটিশ

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেডের সদস্যদের (দি 'কোম্পানি') ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা বৃহস্পতিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ২১০, রুবি পার্ক, কসবা রথতলা, কলকাতা-৭০০০৭৮, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস রেগুলেশনস), ২০১৫ এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে।
২. প্রাসঙ্গিক এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে এজিএম নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি/আরটিএ-তে উপলব্ধ। এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ankurmarketing.com এবং এনএসডিএল ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাবে।
৩. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত সংশোধিত হিসাবে, এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া ব্যবসায়ের আইটেমটি ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। তদনুসারে শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করা হয়েছে যারা সদস্যদের বা শেয়ারহোল্ডারদের উপকারী সদস্যদের বইতে প্রদর্শিত হয় ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সদস্যদের ভোটাধিকার গণনার জন্য নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ, সদস্যদের দ্বারা প্রয়োগ করা হবে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা।
৪. ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময় সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ১০টায় এবং ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫টায়। ভোটদান ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বিকাল ৫টা) এর পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। একজন সদস্য যিনি কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ সদস্য হিসাবে অবিরত থাকবেন, তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু এজিএম-এ তাকে আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর কাট-অফ তারিখে যে শেয়ারহোল্ডার বইটিতে সদস্য বা উপকারী মালিক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন তারাই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
৫. ইমেল আইডি নিবন্ধন করার পদ্ধতি যদি আগে থেকেই নিবন্ধিত না থাকে :
- ভৌত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের ইমেল absconsultant99@gmail.com-এ ফোলিও নং, নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি, স্ব-প্রত্যয়িত আধার কার্ডের স্ক্যান কপি পাঠাতে হবে।
- ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে পারেন।
- বিকল্পভাবে সদস্যরা e-voting@nsdl.co.in-এ ইমেল অনুরোধ পাঠাতে পারেন ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য এবং উল্লিখিত ক্রম নম্বরে ব্যবস্থা অনুযায়ী পাসওয়ার্ড বিস্তারিত পাঠিয়ে।
- যথাযথ যাচাইকরণের পরে কোম্পানি/এনএসডিএল তাদের লগইন শংসাপত্রগুলি তাদের ইমেল ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।
৬. সদস্যরা তাদের কোনও প্রশ্ন/অভিযোগ থাকলে, শ্রীমতি ইন্দ্রাণী রায়, কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসারকে ankurmarketing85@gmail.com-এ জানাতে পারেন।

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
ইন্দ্রাণী রায়
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০২.০৯.২০২৩

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস- কলকাতা সেন্ট্রাল,
৫ম ও ৬ষ্ঠ তল, ৩৭৭ ও ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-৩,
সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫ ৯৭১৮

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার প্রতীকী/বাস্তবিক দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"**, এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **২০.০৯.২০২৩ তারিখে সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত** নিম্নে উল্লিখিত একাউন্ট এর সাপেক্ষে বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর প্রাপ্য।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম শাখা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা খ) দখলের ধরন	ক) সংরক্ষিত মূল্য(টাকায়) খ) ইএমডি পরিমাণ (টাকায়)	বিড বর্ধিত পরিমাণ (টাকায়)	ক) বকেয়া পরিমান (টাকায়) খ) সম্পত্তির আইডি
১.	**সবিতা বারুই এবং মদন কুমার বারুই** **শাখা:** গড়িয়াহাট-২	"উপাকাঙ্খা" নামক জি+৩ তলা ভবনের ৪র্থ তলায় আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, প্রায় ৬৫০ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্টআপ এলাকা এবং কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৪৬, কালিকাপুর, পোস্ট - কালিকাপুর, থানা - পূর্ব যাদবপুর (বর্তমানে সার্ভে পার্ক), কলকাতা - ৭০০০৯৯, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০৯ নং ওয়ার্ডের অধীনে অবস্থিত। ২৬.১২.২০১৮ তারিখের দলিল দ্বারা ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার-৫, আলিপুর পশ্চিমবঙ্গের অফিসে নথিভুক্ত করা এবং বই আই, ভলিউমে নং ১৬৩০-২০১৯, পৃষ্ঠা ৫৩২২ থেকে ৫৩৫২ পর্যন্ত ২০১৯ সালের বিয়িং নং ১৬৩০০০১৫৩। **সীমানা:** উত্তর- মা তারা অ্যাপার্টমেন্ট দ্বারা; দক্ষিণ- শ্রী ভাবী গুরের জমি ও ভবন দ্বারা; পূর্ব- শ্রী কুন্ডুর বাড়ির দ্বারা; পশ্চিম- ২০ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা।	ক) শূন্য খ) বাস্তবিক	ক) ২৭,০৪,০০০/- খ) ২,৭০,৪০০/-	১০,০০০/-	ক) **৩৮,২৬,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১/০৯/২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০৪৬৭৮০৫৩৩৩
২.	**স্টুডিও রূপা শ্রীমতী শিখা চক্রবর্তী** **শাখা :** রাসবিহারী এভিনিউ	গ্রাউন্ড প্লাস ০৩ তলা বিল্ডিং এর ইউনিট বা ফ্ল্যাট নং ৩/২ এর সকল চতুর্থ তলায় দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, মোট সুপার বিল্ট আপ এলাকা প্রায় ৮০০ বর্গফুট, ০৩ (তিন) বেড রুম, ২ (দুই) বারান্দা, ২ (দুই)) টয়লেট, ১ (এক) রান্নাঘর, ১ (এক) লিভিংকাম ড্রয়িং রুম এবং ডব্লিউ/সি ইত্যাদি সমন্বিত এবং সংযুক্ত এবং আচ্ছাদিত এলাকার আনুপাতিক শেয়ার এবং ৫ কাঠা বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমির উপর নির্মিত মৌলিক সুযোগ-সুবিধা সহ, মৌজা মামুদপুর, থানা- বেহালা, এডিএসআর অফিস বেহালা, পরগনা মাগুরা, জেএল নং ৭, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ২৫ এর অধীনে, দাগ নং ২৫৮, সেনহাটি সমবায় কলোনীর ৮ নং স্কিম প্লট এর অধীনে অবস্থিত, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১৬, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অধীনে বামা চরণ রায় রোডের রাস্তার পাশে অবস্থিত। **সম্পত্তির সীমানা :** উত্তর - শ্রী পি গুহের জমি; দক্ষিণ - শ্রী জে ভট্টাচার্যের জমি (প্লট নং ৬); পূর্ব- এম গুহের সম্পত্তি এবং প্লট নং ৯; পশ্চিম- বামাচরণ রায় রোড।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ২৭,৩৬,০০০/- খ) ২,৭৩,৬০০/-	১০,০০০/-	ক) **৩২,৮৬,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১/০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০৩১৬৮৭৫৫৫৪
৩.	**মেসার্স গণেশ ব্রিকস কোম্পানি অ্যান্ড মুখার্জি কনস্ট্রাকশন প্রয়াত দেব কুমার মুখার্জী (আইনগত উত্তরাধিকারীগণ: শ্রী পার্থ মুখার্জী এবং অন্যান্য)** **শাখা:** ভবানীপুর-১	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা (ওয়ার্ড নং-৩২), থানা- সোনারপুর (হোল্ডিং নং-৮), জেএল নং ৫৯, দাগ নং -এস - শ্রীপুর, বাঘের ১৫৩৬,১৫৪৮,১৪৮৫ এবং ১৫৫০, খতিয়ান নং - ১৬৬ এবং ২৪৭ জমির পরিমাপ কমবেশি ৪১.৫০ ডেসিমেল ৩২ নং ওয়ার্ডে, পৌরসভার হোল্ডিং নম্বর ৮, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার বাঘারঘোল, থানা - সোনারপুর, জেলা - ২৪ পরগণা (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০১০৩. **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- দুলাল সেনের সম্পত্তি; দক্ষিণ- পুকুর; পূর্ব- রতন গোস্বামীর সম্পত্তি; পশ্চিম- পৌর সড়ক দ্বারা।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ১,২৩,২৭,০০০/- খ) ১২,৩২,৭০০/-	৫০,০০০/-	ক) **৮৩,৪০,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৬৪৫৫৬১২৫১৫
৪.	**ইউনিক কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ট্রেডার্স চন্দ্রিমা বসু সর্বাধিকারী** **শাখা:** গোলপার্ক	পাঁচতলা ভবনের আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৪র্থ তলায় (দক্ষিণ পূর্ব দিকে) প্লিন্থ এরিয়া ৬১৬ বর্গফুট, জমির পরিমাপ ১২ কাঠা ১৪ ছটাক যার জেএল নং ৩১, আরএস নং ৭১, তৌজি নং ২৫০ খতিয়ান - ৩৪৪৭, আরএস দাগ নং ২০১৫ মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৪/এ কুলপি রোড, বারুইপুর পৌরসভা অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়ার্ড নং ৫, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তর - অন্যদের সম্পত্তি; দক্ষিণ- রাস্তা; পূর্ব- জমি; পশ্চিম- মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা। ফ্ল্যাটের সীমানা- উত্তর- সিঁড়ি; দক্ষিণ- খোলা জায়গা; পূর্ব- খোলা জায়গা; পশ্চিম- ফ্ল্যাট নং সি দ্বারা।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ২২,৯৩,০০০/- খ) ২,২৯,৩০০/-	১০,০০০/-	ক) **৪৪,০৯,০০০ /- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০৪৬৪২৭২৯২৯
৫.	**শ্রীমতী চঞ্চলা ঠাকুর** **শাখা:** পাইকপাড়া	একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ মার্বেল ফ্লোরিং আবাসিক ফ্ল্যাট এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের যার মধ্যে আছে দুটি বেড রুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট একটি বারান্দা, জল এবং বৈদ্যুতিক সুবিধা রয়েছে যার গ্রাউন্ড ফ্লোর পরিমাপ ৭৮৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা। ফ্ল্যাট চিহ্নিত "বি" যা ২ কাঠা ১১ ছটাক পনের বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের বাস্তু জমিতে নির্মিত, সিএস দাগ নং ৬৯১, আরএস- খতিয়ান নং ৭০, মৌজা- রঘুনাথপুর, জে.এল. নং ৮, আর.এস. নং ১৩৪, বর্তমান বাগুইআটিতে থানা- রাজারহাটের অধীনে তৌজি নং ৩২০৭, এডিএসআরও রাজারহাট, রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার সীমার মধ্যে (বর্তমানে বিধাননগর পৌরসভা) ওয়ার্ড নং ২৩ (এখন ১০), হোল্ডিং নম্বর আরজিএম/২৩/১৪, প্রেমিসেস নং ডিডি-৫/২ দেশবন্ধু নগর (রঘুনাথপুর), উত্তর ২৪ পরগণা জেলায়। **সীমানা:** উত্তর- ৪'-০" প্রশস্ত সাধারণ পথ; দক্ষিণ- অনিল কুন্ডু এবং সুবল দাস; পূর্ব- শ্রীমতী সন্ধ্যা জুট্টা; পশ্চিম- ৮'-০" প্রশস্ত সাধারণ পথ।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ২০,৮০,০০০/- খ) ২,০৮,০০০/-	১০,০০০/-	ক) **১৯,৬৬,০০০ /- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০৪৪২১৯৮২০১
৬.	**শ্রী রাজেন্দ্র রাই** **শাখা:** কলকাতা জিএলটি রোড	বিল্ডিংয়ের ৪র্থ তলায় দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ৪৩০ বর্গফুট পরিমাপের একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেএল নং ৫, তৌজি ১০৬৮/২৮৩৩ এর মৌজা-বরানগর ডিভিশন-১, আরএস আরএস দাগ নং ১৬৩০ আরএস খতিয়ান নং ২৭২২ অধীনে, বরানগর পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ১৭(পু), ৯(ন) হোল্ডিং নং ৬২৮, ৮ বীরেশ্বর ঢোল লেন, থানা- বরানগর, পোস্ট - আলমবাজার, কলকাতা - ৭০০০৩৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **সীমানা:** উত্তর- প্রেমিসেস নং ১০, বীরেশ্বর ঢোল লেন; দক্ষিণ - ৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড; পূর্ব- প্রেমিসেস নং ৮/১, বীরেশ্বর ঢোল লেন।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ১১,৬১,০০০/- খ) ১,১৬,১০০/-	১০,০০০/-	ক) **৯,৭৬,০০০ /- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০৩৭৩৬৯০৫১৯
৭.	**ফকরুদ্দিন এবং কুতুবুদ্দিন হাসান** **শাখা:** কাঁকুড়গাছি	২য় তলায় ফ্ল্যাট নম্বর এ-১-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, ফ্ল্যাট এলাকা ১০০০ বর্গফুট এসবিএ এবং খোলা টেরেস ২৭২ বর্গফুট এবং সেইসঙ্গে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার বা ইন্টারেস্টও সংযুক্ত সমস্ত সাধারণ এলাকা এবং সুবিধাগুলি সহ। প্রেমিসেস নং এসএ/১৩, বেদিয়াডাঙ্গা দ্বিতীয় লেন, থানা কসবা, কলকাতা-৭০০০৩৯ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এখতিয়ারের মধ্যে, এডিএসআর অফিস শিয়ালদহ ফ্ল্যাট এর দাগ নং ২৯৪, খতিয়ান নং ১২৭৬ এবং ১২৭৭, মৌজা কসবা, জেএল নং ১৩, তৌজি নং ৩৪০,৩৪১ এবং ৩৪২ কেএমসি ওয়ার্ড নং ৬৭ এর অধীনে নির্ধারণী নং ২১০৬৭০৫০৪৪৯৯ জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **সীমানা:** উত্তর- অন্য জমি দ্বারা; দক্ষিণ- প্রেমিসেস নং ৫/এ/৮, আরটি শেড; পূর্ব- ৯ নং প্রেমিসেস, বেদিয়া ডাঙ্গা দ্বিতীয় লেন; পশ্চিম- বেদিয়া ডাঙ্গা দ্বিতীয় লেন।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ৪৪,০৮,০০০/- খ) ৪,৪০,৮০০/-	১০,০০০/-	ক) **৪০,১২,০০০ /- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০৪৩৩৫৯৯১৪৫
৮.	**বিমল ঘোষ** **শাখা:** টালিগঞ্জ ২	"টিউলিপ অ্যাপার্টমেন্ট" নামক জি+৪ তলা ভবনের উত্তর-পূর্ব দিকে তৃতীয় তলায় অবস্থিত স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৫ (লিফট সুবিধা সহ টাইটেল ফ্লোরিং), এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ ৭০৩ বর্গফুট। এবং প্রেমিসেস নং এইচবি-১৬/১ জনপথ, বাগুইপাড়া (জ্যাংড়া) পোস্ট -আশ্বিনীনগর, থানা - বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০১৫৯, বিএমসি মূল্যায়ন নং ২০০৩৩১৯৪৮২, বিএমসি এর স্থানীয় সীমার মধ্যে ওয়ার্ড নং ১৬ (পুরাতন) বর্তমানে ২২ নং ওয়ার্ড (নতুন) এর অধীনে হোল্ডিং নং ৪৬/৮/২১৪১, ব্লক বি পূর্বোল্লিখিত ২য় উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের নীচে আনুপাতিক ইন্টারেস্ট সহ ২টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা সমন্বিত। সীমানা: উত্তর- ১১-৬" প্রশস্ত রাস্তা; দক্ষিণ- গীতা মুখার্জির জমি এবং বাড়ি; পূর্ব- মণীন্দ্রনাথ দত্তের জমি; পশ্চিম- গীতা মুখার্জির ৬ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ২২,৭২,০০০/- খ) ২,২৭,২০০/-	১০,০০০/-	ক) **২৫,৬৩,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৭০৭৬১৭১৫৬৯
৯.	**শ্রী বিনোদ কুমার শ' এবং শ্রীমতী সন্ধ্যা শ'** **শাখা:** গোপাল লাল ঠাকুর রোড	বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় ৭২০ বর্গফুট (সুপার বিল্ড আপ এরিয়া সহ) পরিমাপের একটি ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, প্রেমিসেস নং- ৫২, ডঃ লালমোহন ব্যানার্জি রোড, পোস্ট- পানিহাটি, থানা- খড়দহ, কলকাতা- ৭০০১১৪, মৌজা - পানিহাটি, রে.সা.নং. ৩ ২, জেএল নং ১০, তৌজি নং ১৫৫, এলওপি/খতিয়ান নং ২১, সিএস/আরএসদাগ নং-১১৫৬, পৌরসভা- পানিহাটি, হোল্ডিং নম্বর -১০৩/এ, ওয়ার্ড নং - ০৪,এডিএসআর সোদপুর (পূর্বতন ব্যারাকপুর) জেলা-উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ সাধারণ পথ, প্যাসেজ, প্রবেশদ্বার ইত্যাদির সুবিধার অধিকার সহ। **সীমানা:** উত্তর- পুষ্প দত্ত -র বাড়ি; দক্ষিণ- ১৪' প্রশস্ত মিউনিসিপাল রোড; পূর্ব- নারায়ণ চন্দ্র কর এর বাড়ি; পশ্চিম- ১০' চওড়া মিউনিসিপাল রোড।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ১৬,২০,০০০/- খ) ১,৬২,০০০/-	১০,০০০/-	ক) **১৭,১৮,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১/০৯/২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০৩৯৭৯৪৫২২২
১০.	**মেসার্স পি.কে.এস. এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বাধিকারী: নুরুল হাসান)** **শাখা:** গোপাল লাল ঠাকুর রোড	মৌজা , জিসাবি, পরগনা- উখড়া, জে.এল. নং-২৪, রে. সা. নং-৩৫, জে খতিয়ান নং-১৩, নিজস্ব খতিয়ান নং- ৩৩২, দাগ নং-৯৬, থানা-আমডাঙ্গা, জেলা - ২৪ পরগনা (উঃ) -এর অধীনে প্রায় ৮½ ডেসিমেল বা বা সামান্য কম'বেশি পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা, বই নং-১, ভলিউম নং - ৫৪, পৃষ্ঠা ১৯৩ থেকে ১৯৬, বিয়িং'নং আই , ৪৭৭১ সাল-১৯৭৬, আমডাঙ্গায় হাবরায় দ্বিতীয় জয়েন সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে নিবন্ধিত। **সীমানা:** উত্তর- আবদুল মুজিতের বাড়ি; দক্ষিণ- হাবড়া থেকে নৈহাটি মেইন রোড; পূর্ব- হেমত আলীর বাড়ি; পশ্চিম- পঞ্চায়েত রোড।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ৪৬,৩৮,০০০/- খ) ৪,৬৩,৮০০/-	১০,০০০/-	ক) **৮১,৯২,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১/০৯/২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০৩৭৭৫৬৫৫৫১
১১.	**বিনোদ মল্লিক** **শাখা:** হাজরা রোড	সম্পূর্ণ তৈরী জি+৪ তলা বিল্ডিং প্রথম তলায় অবস্থিত স্বয়ং সম্বলিত ফ্ল্যাট এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মধ্যে টাইলযুক্ত মেঝে রয়েছে যার বিল্ড আপ এলাকা কমবেশি ৩৯০ বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এলাকা ৪৮৭ বর্গফুট কমবেশি যার মধ্যে আছে ২টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট এবং কেএমসি প্রেমিসেস নং ২৭ডি, মনসাতলা লেন, থানা- ওয়াটগঞ্জ, কলকাতা - ৭ ০০০২৩ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে ওয়ার্ড নং ৭৭, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং সেইসঙ্গে ফ্ল্যাটের সাথে সম্পর্কিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ আনুপাতিক অংশে কমন এলাকা এবং সুবিধাদি উল্লেখিত বিল্ডিংকে প্রদত্ত দলিল নম্বর ২০১৬ সালের ১৬০১০২৮৮৮ শ্রী বিনোদ মল্লিকের নামে। **সীমানা:** উত্তর- ২৭এ, মনসাতলা লেন; দক্ষিণ- ২১' প্রশস্ত মনসাতলা লেন; পূর্ব- ৩'৬" চওড়া ব্যক্তিগত রাস্তা; পশ্চিম- ৮' চওড়া সাধারণ প্যাসেজ।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ১৬,৭৪,০০০/- খ) ১,৬৭,৪০০/-	১০,০০০/-	ক) **১৩,৮৭,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১/০৯/২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০৩৩৫১৮৫৬৫৮
১২.	**মেসার্স লক্ষ্মী টেক্সটাইলস** **শাখা:** পাইকপাড়া	"গণপতী এনক্লেভ" নামে পরিচিত একটি বহুতল ভবনের ব্লক-এ -তে প্রথম তলায় সিমেন্টের মেঝে সহ স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণিজ্যিক গোডাউন (বাণিজ্যিক স্থান) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল গোডাউন নম্বর "২ এবং ৩" দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে প্রায় ৬২৫.২১ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং গোডাউন নম্বর "৫ এবং ৬" সুপার বিল্ট আপ এলাকা প্রায় ৭৬৭.৮৫ বর্গফুট, সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত, অবিভাজ্য, আনুপাতিক শেয়ার সহ যার পরিমাপ প্রায় ১০ কাঠা ১৪ বর্গফুট মৌজা- আড়িয়াদহ-কামারহাটি, জেএল নং-১, রে.সা.-১২, তৌজি নং ১৭৩, সিএস. দাগ নং-৩৫০১, আরএস. দাগ নং ৩৫০১/৪০৩০, সি.এস. খতিয়ান নং ১১৩০, আর.এস.খতিয়ান নং ২২২৯ এবং ২২৩১, হোল্ডিং নং ১৭৭৭/১০, প্রেমিসেস নং ৩৯, এস.এন. পাল স্ট্রিট, উত্তর নওদাপাড়া, থানা - বেলঘোরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৫৯, ওয়ার্ড নং ০৮ -এর মধ্যে অবস্থিত। **সীমানা:** উত্তর- এস.এন. পল স্ট্রিট; দক্ষিণ- দেবদাস মুখোপাধ্যায় ও অন্যদের বাড়ি দ্বারা এবং কমন প্যাসেজ; পূর্ব- প্রয়াত কেষ্ট চক্রবর্তী এবং অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিম- কমন প্যাসেজ দ্বারা।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ৭১,২০,০০০/- খ) ৭,১২,০০০/-	১০,০০০/-	ক) **১,৪৪,৬৭,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১/০৯/২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০৪১৩২৪৮৫২৩
১৩.	**মেসার্স মৌতান এন্টারপ্রাইজ** **শাখা:** পাইকপাড়া	ফ্ল্যাট নং "২এ" তৃতীয় তলায় (বাইহি অ্যাপার্টমেন্ট), মৌজা - খড়দহ, জেএলনং-২, আরএস.নং ১৮, তৌজি নং ১৪৫, বং আরএস. দাগ নং ১১৫৯, এলআরএর দাগ. নং ১৭২১ সাথে সম্পর্কিত, আরএস খতিয়ান নং ১০২ এর অধীনে, এলআরএর খতিয়ান নং ৭৭৯/১ এবং ৩৮১ সাথে সম্পর্কিত, টিটাগড় পৌরসভার এক্তিয়ারের মধ্যে, ১৬ নং ওয়ার্ডের অধীনে, হোল্ডিং নং ১৭/১৩, জেলিয়াপাড়া, এডিএসআরও সোদপুর, থানা - খড়দহ, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা। **সীমানা:** উত্তর- খোলা আকাশ; দক্ষিণ- সিঁড়ি এবং করিডোর; পূর্ব- ফ্ল্যাট নং ২/৮; পশ্চিম- খোলা আকাশ।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ২৩,৫৯,০০০/- খ) ২,৩৫,৯০০/-	১০,০০০/-	ক) **৭১,৬০,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১/০৯/২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০৩৮১১০২২৭৮
১৪.	**মেসার্স মৌতান এন্টারপ্রাইজ** **শাখা:** পাইকপাড়া	ফ্ল্যাট নং "২ডি" তৃতীয় তলায় (বাইহি অ্যাপার্টমেন্ট), মৌজা - খড়দহ, জেএলনং-২, আরএস.নং ১৮, তৌজি নং ১৪৫, বং আরএস. দাগ নং ১১৫৯, এলআরএর দাগ. নং ১৭২১ সাথে সম্পর্কিত, আরএস খতিয়ান নং ১০২ -এর অধীনে, এলআরএর খতিয়ান নং ৭৭৯/১ এবং ৩৮১ সাথে সম্পর্কিত, টিটাগড় পৌরসভার এক্তিয়ারের মধ্যে, ১৬ নং ওয়ার্ডের অধীনে, হোল্ডিং নং ১৭/১৩, জেলিয়াপাড়া, এডিএসআরও সোদপুর, থানা - খড়দহ, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা। **সীমানা:** উত্তর- সিঁড়ি এবং লিফট; দক্ষিণ- খোলা আকাশ; পূর্ব- ফ্ল্যাট নং ২/সি; পশ্চিম- খোলা আকাশ।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ২২,৭০,০০০/- খ) ২,২৭,০০০/-	১০,০০০/-	ক) **৭১,৬০,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১/০৯/২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৭০০৬৬৪৯৫৯৫
১৫.	**মেসার্স মিত্র সেন্টার উত্তম মিত্র** **শাখা:** যাদবপুর	২২.০৫.২০০৩ তারিখের কম্পিউটার নং ১০৫৬২০০৩ এর মঞ্জুরিকৃত বিল্ডিং প্ল্যান নং ৬৩/এক্সআই/২০০৩-২০০৪ অনুযায়ী নির্মাণ করা ব্লক এ বিল্ডিংয়ের প্রথমতলায় কম উচ্চতার আচ্ছাদিত পার্কিং স্পেস, পূর্ব দিকে (সামনের অংশ) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং সমস্ত সাধারণ অধিকার এবং সাধারণ পরিষেবা এবং সাধারণ ফিক্সচার এবং ফিটিং সহ, তফসিল সি-তে উল্লেখিত বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনগুলি এখানে লিখিত এবং উল্লিখিত পার্কিং স্পেস সহ ৪৬৫ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ থানা - যাদবপুর এবং কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০১ এর মধ্যে, প্রেমিসেস নং ৮৪ এর অংশ, বাঘাযতিন প্লেস, দাগ নং ১৩-এ গঠিত, সিএস খতিয়ান নং ২০ এর অধীনে, আরএস খতিয়ান নং ৩০, আরএস নং ২১ ½ তৌজি নং ১৫১ এর সাথে সম্পর্কিত এবং ডাক ঠিকানা ৪৩, বাঘাযতীন প্লেস পোস্ট অফিস বাঘাযতীন, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৮৬ নামেও পরিচিত যা ৭ কাঠা ২ ছটাক ১৬ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি জায়গার উপর নির্মিত হয়েছে গ্রাউন্ড প্লাস দোতলা বিল্ডিংটি যার আছে ২ ব্লক ব্লক-এ এবং ব্লক বি, বুক নং আই, সিডি ভলিউম নং ১৭৬, পৃষ্ঠা ২৪৭ থেকে ২৭৮ পর্যন্ত, ২০০৪ সালের বিয়িং নং ০২৭৮৪, এডিএসআর, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নিবন্ধিত। **সীমানা:** উত্তরে- খালি জায়গা এবং তারপরে কেএমসি রোড; দক্ষিণে- খালি জায়গা এবং তারপরে ব্লক-বি বিল্ডিং; পূর্ব দিকে- ব্লক-এ বিল্ডিংয়ের পশ্চিমের বাকি অংশ; পশ্চিমে- প্রেমিসেসের খালি জায়গা এবং তারপরে অন্যের সম্পত্তি।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ১১,৫৩,০০০/- খ) ১,১৫,৩০০/-	১০,০০০/-	ক) **৩৭,১৯,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১/০৯/২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ২০৫০৭৩৬৭৯৫৩
১৬.	**মেসার্স বালাজি এগ্রো ট্রেডিং লিমিটেড শ্রীমতী সোমা ভকত শ্রী অনুপ উত্তাশিনী** **শাখা:** চৌরঙ্গী রোড	আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল হল দ্বিতীয় তলায় ফ্ল্যাট এ (৭১০ বর্গ ফুট) এবং চতুর্থ তলায় ফ্ল্যাট ডি (৯৯৪ বর্গ ফুট), মোট এলাকা- ১৭০৪ বর্গফুট, প্রেমিসেস নং ৯ বিবেকানন্দ সরণিতে, ১৫ নং ওয়ার্ড, পানিহাটি পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নং ৪৩, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন ৭০০১১০, জীবন লিলা এপার্টমেন্ট, মৌজা-সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস নং ৪৫, তৌজা নং ১৭২, দাগ নং ১০৫, খতিয়ান নং ১৩৯২, ডিড অফ কনভেয়েন্স নং ১২৪০৩/১৯ তারিখ ১৮.০৩.২০১৯। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তর- শ্রী এস এন দত্তের বাড়ি; দক্ষিণ- শ্রী মাধব চৌধুরীর বাড়ি; পূর্ব- শ্রী বিমলঘোষের বাড়ি; পশ্চিম- ৮ ফুট চওড়া পৌরসভা সড়ক।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ৩৫,০২,০০০/- খ) ৩,৫০,২০০/-	১০,০০০/-	ক) **৯৬,৫৯,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০৪৮২৪৬৯৫১৬
১৭.	**মেসার্স গণপতি ট্রেডার্স নরেন্দ্র আগরওয়াল** **শাখা:** আলিপুর	প্রেমিসেস নং ১১৯ ক্যানাল স্ট্রিটে, এখন ৫৩৮/১৮, ক্যানাল স্ট্রিট, শ্রীভূমি, কলকাতা - ৭০০০৪৮, ওয়ার্ড নং ৩৪, দক্ষিণ দম দম পৌরসভা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৪৮ মৌজা - কানকুড়ি, জেএল নং ২৮, খতিয়ান নং ১৬, দাগ নং ১৯৮, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১১৯, ক্যানেল স্ট্রেইট ৫৩ বর্তমান স্ট্রিট, থানা - লেক টাউন "উদয়ঞ্চল অ্যাপার্টমেন্ট" নামে পরিচিত উল্লিখিত বিল্ডিংটিতে, ফ্ল্যাট নং বি-১০,ফ্ল্যাটটিতে প্রায় ৯১১ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট আপ এলাকা রয়েছে। **সীমানা:** উত্তর- অন্য বাড়ির দ্বারা; দক্ষিণ- ১৬ ফুট মিউনিসিপাল রোড দ্বারা; পূর্ব- ৮ ফুট কমন প্রাইভেট রোড দ্বারা; পশ্চিম- প্রাইভেট কমন রোড দ্বারা।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ৩৫,৯৭,০০০/- খ) ৩,৫৯,৭০০/-	১০,০০০/-	ক) **১,১৫,১৭,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০২০৫৭৮৭৮৭০
১৮.	**মুকেশ সিং এবং রোমা সিং** **শাখা:** পার্ক স্ট্রিট	ফ্ল্যাট নং আর-৩-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল প্রায় ৭৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া রিয়ার ব্লক সোজা ওই বিল্ডিংয়ের ৪র্থ তলায় উল্লিখিত প্রেমিসেস নং ১১৫, এইচএল সরকার রোড, ২১ ফুট চওড়া কেএমসি রোড থানা, পূর্বতন টালিগঞ্জ, তারপর যাদবপুর এবং এখন রিজেন্ট পার্ক, মৌজা - বাঁশদ্রোনি কলকাতা - ৭০০০৭০ সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ সেখানে থাকা সাধারণ এলাকার স্থাপনা এবং সুবিধাগুলি। **সীমানা:** উত্তর- কমন প্যাসেজ; দক্ষিণ- কমন প্যাসেজ; পূর্ব- কমন প্যাসেজ; পশ্চিম- সাধারণ প্যাসেজ সামনের ব্লক।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ১৯,১৪,০০০/- খ) ১,৯১,৪০০/-	১০,০০০/-	ক) **১৭,৯০,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০৩৮৯১৭৭৯২৭০
১৯.	**আনন্দরসোনা উদ্যোগ শ্রীমতী কৃষ্ণা বাগচী (স্বামী-দেবাশিষ বাগচী)** **শাখা:** যাদবপুর	সুজন আবাস' এর উত্তর-পশ্চিম পাশে ৩য় তলায় আবাসিক স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট বিয়ারিং নং ৭ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ প্রায় ৫০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা যার মধ্যে ২টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর কাম ডাইনিং রুম, ১টি টয়লেট, আচ্ছাদিত এলাকা, আরাকপুর মৌজা, জেএল নং ৩৯, সিএস দাগ নং ১৪৮, ইপি নং ৮৬, এসপি নং ২২২, পৌর প্রেমিসেস নং ৭/২৬, পোদ্দারনগর, নতুন প্রেমিসেস নং১৬৯, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, ওয়ার্ড নং ৯৩, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, থানা- যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৬৮ সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং সাধারণ এলাকা এবং সাধারণ সুবিধা সহ। **সীমানা:** উত্তরে- কলোনি সীমানা দ্বারা; দক্ষিণে- ইপি নং ১০২ দ্বারা; পূর্বে- ইপি নং ৮৭ দ্বারা; পশ্চিমে- ৬ ফুট চওড়া কলোনি রোড দ্বারা।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ১৮,৬১,০০০/- খ) ১,৮৬,১০০/-	১০,০০০/-	ক) **৩৮,২০,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ২০৫০৭৩৬৭৫৯০০
২০.	**শ্রী সঞ্জীব গুপ্তা এবং শ্রীমতী নিশি গুপ্তা** **শাখা:** কলকাতা মেইন-২	"মা এপার্টমেন্ট" নামের জি+৪ তলা বিল্ডিংয়ের ৫ম তলায় স্বাধীন স্বয়ং-সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৭৮ এর এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ প্রায় ১০৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এলাকা, মৌজা - বাদ্রা, আরএস দাগ নং ৩৮৮, আরএস খতিয়ান নং ৯৩ এবং প্রেমিসেস নং ৩, নেতাজি লেন, পোস্ট - দুর্গানগর, থানা - নিমতা, কলকাতা দমদম পৌরসভার সীমানার মধ্যে (ওয়ার্ড নং-১), জেলা- ২৪ পরগনা উত্তর, কলকাতা - ৭০০০৭৯ সেইসঙ্গে উল্লিখিত প্রেমিসেসের জমির আনুপাতিক এবং অবিভাজ্য শেয়ার এবং এর সাথে সম্পর্কিত সম্পত্তিগুলি যার আছে ৩টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি ডাইনিং, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা নিয়ে গঠিত পূর্বোক্ত ফ্ল্যাটের ব্যবহারকারীর ব্যবহার এবং উপভোগের জন্য। **সীমানা:** উত্তর- ফ্ল্যাট নং ৭এ; দক্ষিণ- খোলা আকাশ; পূর্ব- খোলা আকাশ; পশ্চিম- লিফট এবং ফ্ল্যাট নং ৭সি এবং ৭ডি। ভবনের সীমানা- উত্তর- প্লট নং ১ দ্বারা; দক্ষিণ- ৪ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ দ্বারা; পূর্ব- প্লট নং ৩৯০ এবং ১৩ ফুট প্রশস্ত পৌরসভা সড়ক দ্বারা; পশ্চিম- প্লট নং ৩ দ্বারা।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ৩৭,৯১,০০০/- খ) ৩,৭৯,১০০/-	১০,০০০/-	ক) **৪২,২৪,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০৪৬৯০০৭৭২৭০
২১.	**সেভিয়র ইনফোসিস্টেম প্রাঃ লিঃ রাজু দাস** **শাখা:** টালিগঞ্জ-২	গ্রীন ফিল্ড সিটি নামে পরিচিত হাউজিং প্রকল্পের ক্লাসিক অংশের টাইপ-ডি-এর ব্লক-৯-এর ৫ম তলায় ফ্ল্যাট নং ৪ই-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ ৬২৭ বর্গফুট বিল্ট আপ এলাকা সেইসঙ্গে অবিভক্ত আনুপাতিক পরিবর্তনশীল শেয়ার সহ সাধারণ অংশ, অংশ, এলাকা, সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি ৭৭৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকাতে এবং ফ্ল্যাটের বিল্ডিংয়ের নীচে জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক পরিবর্তনশীল শেয়ার সহ খোলা পার্কিং স্পেসে একটি টু হুইলার পার্ক করার অধিকার সহ। মৌজা জোত শিবরামপুরের অধীনে, জেএল নং ২৫, থানা- মহেশতলা, জেলা ২৪ পরগণা দক্ষিণ। **সীমানা:** উত্তর - অন্যের সম্পত্তি; দক্ষিণ- ৫০ ফুট চওড়া অভ্যন্তরীণ রাস্তা তারপর শিবরামপুর রোড; পূর্ব- অন্যদের সম্পত্তি; পশ্চিম- অন্যের সম্পত্তি।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ২৭,৮২,০০০/- খ) ২,৭৮,২০০/-	১০,০০০/-	ক) **৯৯,৫১,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০২০৭৪০৫৪৫৬০
২২.	**সেভিয়র ইনফোসিস্টেম প্রাঃ লিঃ শাওনি ভোওয়াল** **শাখা:** টালিগঞ্জ-২	পঞ্চম তলায় (দক্ষিণ পশ্চিম) স্বয়ং-সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এ-৪ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ,দুটি বেডরুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, একটি বারান্দা, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি নিয়ে গঠিত মোট সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৮৩০ বর্গফুট। উল্লিখিত গ্রাউন্ড প্লাস চার তলা বিল্ডিং এর একচেটিয়া ব্যবহারকারীর অধিকার সহ হোল্ডিং নং ২৪৬১, রামকৃষ্ণ পল্লী, মৌজা নিশ্চিন্তপুর, জেএল ৫৩, সোনারপুর, তৌজি নং ২৮৫, খতিয়ান নং ৫৯, ১৯২ দাগ নং ৬২, ১৫২ জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **সীমানা:** উত্তর- প্লট নং ২৫৫; দক্ষিণ- ৫০ ফুট রাস্তা; পূর্ব- ২০ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম- প্লট নং ২৫৩।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ২৪,৬৮,০০০/- খ) ২,৪৬,৮০০/-	১০,০০০/-	ক) **৯৯,৫১,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০৩২৯০০১০১২০
২৩.	**এ/সি মেসার্স এসএএস কনস্ট্রাকশনস সৌমিত্র দাশগুপ্ত এবং পম্পা দাশগুপ্ত** **শাখা:** হাইড রোড	১০৪/১/১৫, সত্যেন রায় রোড, বেহালা গার্ডেন, কলকাতা-৭০০০৩৪, মৌজা-বেহালা, প্রেমিসেস নং ১০৪/১/১৫-এ গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট নামের বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় কমবেশি ৩৩০ বর্গফুট পরিমাপের একটি বাণিজ্যিক দোকানের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জেএল নং ২এম তৌজি নং ৩৪৬, প্লট নং ১০৩৫৬, খতিয়ান নং ৬৮৩০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২০ এর অধীনে, বুক-আই, ভলিউম নং ১১৫, পৃষ্ঠা ৭০৫ থেকে ৭২১, দলিল নং আই-৬৬৮০ সাল- ২০০৩, ডিএসআর ২ আলিপুরে নিবন্ধিত। **সীমানা:** উত্তর- মেডিসিন শপ রুম এবং গ্যারেজ নং ২; দক্ষিণ- প্রেমিসেসের সীমানা প্রাচীর এবং অন্যদের বাড়ি; পূর্ব- প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য গ্রিল গেট; পশ্চিম- প্রেমিসেসের সীমানা প্রাচীর এবং অন্যদের বাড়ি।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ২৫,১৮,৪০০/- খ) ২,৫১,৮৪০/-	১০,০০০/-	ক) **৩৩,৪৯,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৬৪৫৫৮৬৯৫২৬০
২৪.	**সুব্রত সাহা** **শাখা:** আলিপুর	"সাইধাম" অ্যাপার্টমেন্ট, ' প্রেমিসেস নং এইচ/১/১৪, অশ্বিনীনগর, হোল্ডিং নং এএস/৩৫৭/বিআই-ডি/১১-১২, অশ্বিনীনগর কলকাতা - ৭০০০৫৯ -তে অবস্থিত দ্বিতীয় তলায় ব্লক এ-তে ফ্ল্যাট নম্বর ২-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আছে ২ বেডরুম, ১ রান্নাঘর, ১ লিভিংকাম ডিনইন্ড স্পেস, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা সেইসঙ্গে সাধারণ সুবিধার অবিভক্ত শেয়ার এবং জমির পরিমাপ ২ কাঠা ৯ ছটাক ৭ বর্গ ফুট, সিএস দাগ নং ১৪৭, ৫৮১, সংশ্লিষ্ট আরএস দাগ নং ১৮৪, ১৮৫, রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার সীমার মধ্যে আরএস খতিয়ান নং ২২৯, থানা- রাজারহাট এখন বাগুইহাটি, মৌজা জ্যাংড়া, জেএল নং ১৬, আরএস ১১৪, তৌজি নং ৩০, **সীমানা:** উত্তর- গুরুশরণ ভট্টাচার্যের বাড়ি; দক্ষিণ- বিমল দাসের বাড়ি; পূর্ব- খালি জমি; পশ্চিম- ভিআইপি রোড।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ২৮,৩৩,০০০/- খ) ২,৮৩,৩০০/-	১০,০০০/-	ক) **১,২৩,৯২,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৫০৩৮৯৫১৩৯৬১০
২৫.	**মিলেনিয়াম ট্রেডার্স** **শাখা:** সল্টলেক	৫ম তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল, প্রেমিসেস নং ৬৮২ ,উত্তর দিকে পরিমাপ ১২১৫ বর্গ ফুটের সুপার বিল্ট এলাকা। সম্পত্তিটি দক্ষিণ মৌজা মৌজায় অবস্থিত, জেএল - নং ৮ আরএস নং ১০২ তৌজি নং ১৯৪ আরএস দাগ নং ৯০৬০ আরএস খতিয়ান নং ১৪৭৮, , পৌর প্রেমিসেস নং ৬৮২, এমবি রোড বিরাটি, পাঠানপুর মোড় পোস্ট- বিরাটি, থানা- নিমতা, কলকাতা - ৭০০০৫১ এডিএসআর অফিস কাশিপুর দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় দমদম পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে, তিরকুট গার্ডেন বিল্ডিং। **সীমানা :** উত্তর - আরএস দাগ নং ৯০৬৩, এমবি রোড (৩০' প্রশস্ত দারুন); দক্ষিণ- আরএস দাগ নং ৯০৯০ এবং ৯০৯৪ জমি দ্বারা; পূর্ব- আরএস দাগ নং ৯০৬২, ৯০৯২, ৯০৯৩ জমি; পশ্চিম- ইউসুফ কাঁঠাল এর জমি ।	ক) শূন্য খ) বাস্তবিক	ক) ৩৪,৯২,৭৬০/- খ) ৩,৪৯,২৭৬/-	১০,০০০/-	ক) **১,০৫,৪৬,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৬০৭৭৭১৪২৭৫
২৬.	**কালীঘাট এজেন্সি** **শাখা:** আলিপুর	প্রেমিসেস নং ৭৮৯সি জয়রামপুর জালারোড (লাল বাহাদুর সরণি), পোস্ট - পর্ণশ্রী, থানা - পর্ণশ্রী, কলকাতা - ৭০০০৬০, মৌজা - বেহালা, দাগ নং ১৫১৪ এর অংশ, খতিয়ান নং ৫১৩০, জেএল নং ২, তৌজি নং ৩৪৬, আরএস নং ৮৩, পরগনা বালিয়া, ওয়ার্ড নং ১২৯, এডিএসআরও বেহালা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কেএমসি, তে অবস্থিত - হেমন্ত কুমার দাসের নামে তথায় থাকা ২ কাঠা, ৮ ছটাক, ২৮ বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সীমানা:** উত্তর- অন্যদের সম্পত্তি দাগ নং ১৫১৪; দক্ষিণ- ৬' প্রশস্ত প্যাসেজ; পূর্ব- বংশী সর্দারের জমি; পশ্চিম- দাগ নং ১৫১৪ এর অংশ দ্বারা।	ক) শূন্য খ) প্রতীকী	ক) ২৩,০০,০০০/- খ) ২,৩০,০০০/-	১০,০০০/-	ক) **২৩,০৯,০০০/- টাকা প্লাস সুদ ০১.০৯.২০২৩ থেকে কার্য্যকর** খ) আইডিআইবি ৬৬০৮৯৭৩৭৭২

ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের প্ল্যাটফর্মে ই-অকশনের তারিখ এবং সময় - https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi - ২০.০৯.২০২৩, সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৫:০০টা
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসির সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস জানার জন্য ibapiop@mstcecommerce.com এবং ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য ibapifin@@mstcecommerce.com এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর '১৮০০১০২৫০২৬' এবং '০১১-৪১১০৬১৩১' -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

তারিখ: ০৪.০৯.২০২৩, স্থান: কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

লোকসভা ভোট কি এগিয়ে আসবে! জল্পনার জবাব দিলেন অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর: লোকসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে 'এক দেশ এক নির্বাচন' নিয়ে চর্চা শুরু হওয়ায় শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। তবে কি লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে নিয়ে আসতে পারে সরকার? রাজনৈতিক মহলের বহু নেতা-নেত্রীই মনে করছেন লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে নিয়ে আসতে পারে সরকার। সময়ের আগেই ভোট হতে পারে। আবার, চলতি বছরের শেষে যে বেশ কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা, সেই নির্বাচনগুলি পিছিয়ে একইসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত হতে পারে বলেও জল্পনা ছড়িয়েছে। বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে চর্চা শুরু হওয়ায় এই জল্পনা পালে জোর হাওয়া লেগেছে।

তবে, যাবতীয় জল্পনায় জল ঢাললেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। 'ইন্ডিয়া টুডে' পোর্টালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাফ জানিয়েছেন, আগাম লোকসভা নির্বাচন করার কোন পরিকল্পনা নেই মোদী সরকারের। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনগুলিও পিছিয়ে দেওয়া হবে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, মেয়াদের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতের নাগরিকদের সেবা করতে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাই লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে সমান্তরালে বিধানসভা নির্বাচন করার জন্য, বিধানসভা নির্বাচনগুলিকেও পিছিয়ে দেওয়া বা এগিয়ে আনার কোনও পরিকল্পনা নেই সরকারের। এই সবই 'সংবাদমাধ্যমের অনুমান' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার 'এক দেশ এক ভোট' নীতি কার্যকর করতে একটি কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেই নীতি নির্ধারণ করবে।' এই নীতি প্রযুক্ত হলে দেশের নির্বাচন সংক্রান্ত অনেক সমস্যা মিটে যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এক দেশ, এক নির্বাচনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে যে কমিটি গড়েছে সরকার, সেই কমিটিতে কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীকে রাখা হয়েছিল। তবে, এই কমিটি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কমিটির অংশ হতে অস্বীকার করেছেন অধীর চৌধুরী। অমিত শাহকে চিঠি লিখে তিনি জানিয়েছেন, এই প্রস্তাবটি 'সাংবিধানিক দিক থেকে সন্দেহজনক, বাস্তবতার দিক থেকে অসম্ভাব্য এবং যৌক্তিকতার দিক থেকে অবাস্তব ধারণা'। এর পিছনে 'সরকারের কোনও গোপন উদ্দেশ্য' আছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। কংগ্রেস দলও এই কমিটি গঠনের সময় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কমিটিতে কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গেকে না রাখা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এই বিষয়ে অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছেন, সরকার আন্তরিকভাবে অধীররঞ্জন চৌধুরীকে এক দেশ, এক নির্বাচন কমিটির অংশ করতে চেয়েছে। বিরোধীদের কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দেওয়াটা প্রধানমন্ত্রী মোদীর বড় মনের পরিচয় বলেও দাবি করেছেন তিনি। ১৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে সরকার। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা রয়েছে, এই অধিবেশনে 'এক দেশ, এক নির্বাচন', 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি'-র মতো বিল পেশ করতে পরে সরকার। তবে, 'এক দেশ, এক নির্বাচন' কমিটি গঠন করার পর, এই বিষয়ে কোনও বিল আসন্ন অধিবেশনে পেশ হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছেন, এই অধিবেশন নিয়ে সরকারের বড় পরিকল্পনা রয়েছে। তবে, এই অধিবেশনের অ্যাজেন্ডা ঠিক কী, তা তিনি জানাতে চাননি। যথাযথ সময়ে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী তা জানাবেন বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

নয়াদিল্লিতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন
দেশের প্রতি প্রান্তেই বৈঠক হয়েছে: মোদি

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর: আর কয়েকদিনের মধ্যেই নয়াদিল্লিতে বসতে চলেছে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন । তার আগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জি-২০ বৈঠক হয়েছে। চিন ও পাকিস্তানের চোখ রাঙানি, হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে অরুণাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরেও বৈঠক হয়েছে এবং নির্বিঘ্নে সেই বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

আগামী ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লিতে ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন রয়েছে। এই সামিটের প্রস্তুতি হিসাবে চলতি বছরের গোড়া থেকে দেশের ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেক ৬০টি শহরে ২২০টি জি-২০ বৈঠক হয়েছে। এই বৈঠকে ১২৫টি দেশের ১ লক্ষের বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা দেশের ঐতিহ্য-সাংস্কৃতির সাক্ষী হয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ভারতের সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জি-২০ বৈঠকের আয়োজন করে নরেন্দ্র মোদির সরকার। যদিও জম্মু ও কাশ্মীরে বৈঠক আয়োজন করা নিয়ে তীব্র বিরোধিতা জানিয়েছিল পাকিস্তান। আবার অরুণাচল প্রদেশকে চিনের অংশ বলে নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেছিল বেজিং। যদিও নয়াদিল্লি তার তীব্র বিরোধিতা করেছে। কিন্তু, পাকিস্তান জি-২০-র সদস্য না হয়ে যেমন জম্মু ও কাশ্মীরে বৈঠকের বিরোধিতা করেছিল, তেমনই চিন জি-২০ সদস্য না হয়েও অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে অরুণাচল ও জম্মু-কাশ্মীরে জি-২০ বৈঠক যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, তা স্পষ্ট করে দেন প্রধানমন্ত্রী।

অরুণাচল প্রদেশ প্রসঙ্গে ভারতের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল চিন। আর জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে তো পাকিস্তান বরাবর দাবি জানিয়ে আসছে। সেই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, তআমরা যদি ওই সব এলাকায় সভা না করতাম, তাহলে এ ধরনের প্রশ্নের বৈধতা থাকত। আমাদের দেশ বিশাল, সুন্দর এবং বৈচিত্র্যময়।দ আবার অরুণাচল বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পাল্টা প্রশ্ন, তখন জি-২০ বৈঠক হচ্ছে, তখন আমাদের দেশের প্রতিটি প্রান্তেই হবে, এটাই কি স্বাভাবিক নয়?দগত ২২ মে থেকে শ্রীনগরে তিনদিন ব্যাপী জি-২০ ওয়ার্কিং গ্রুপের পর্যটনের তৃতীয় বৈঠক হয়েছে। চিন ছাড়া জি-২০-র সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরা এই বৈঠক উপলক্ষ্যে সুন্দর উপত্যকা পরিভ্রমণ করেছেন। আবার মার্চে অরুণাচল প্রদেশে জি-২০-র বৈঠক হয়। সেখানেও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাই অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে চিনের দাবি খ ারিজ করে দিয়ে নয়াদিল্লির পাল্টা দাবি, ভারতের ভূখণ্ডেই জি-২০ বৈঠক হয়েছে।

কৃষক পরিবারের নিগার সৌরযানের কাণ্ডারী

শ্রীহরিকোটা, ৩ সেপ্টেম্বর: চন্দ্রযান ৩ এর সাফল্যের পর সূর্যের অভিমুখে যাওয়ার জন্য সফল উৎক্ষেপণ হয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর আদিত্য-এল ১ এর। ইসরো জানিয়েছে সফল উৎক্ষেপণের পর সফলভাবে প্রথম ধাপে কক্ষপথও বদেলেছে সৌরযান।

চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্যে যেমন একাধিক মহিলা বিজ্ঞানীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তেমন ভারতের সৌরযান অভিযানের কাণ্ডারী এক মহিলা বিজ্ঞানী। তিনি আদিত্য-এল১ সৌর অভিযানের প্রজেক্ট ডিরেক্টর নিগার শাজী । যা নিঃসন্দেহে আরও এক বিপ্লব। নারীশক্তির বিপ্লব। ভারতীয় মহিলা শুধু রাঁধেন বা চুল বাঁধেন না, বরং মহাকাশ বিজ্ঞানের মতো জটিল বিষয়ে গবেষণা করেন, বুঝিয়ে দিলেন নিগার। কৃষক পরিবারের সন্তান তিনি। বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই ছোটবেলায়। তামিলনাড়ুর তেনকাশী জেলার শেনগোট্টই শহরে জন্ম। শুরু থেকেই ছিলেন মেধাবী ছাত্রী। দশম শ্রেণির পরীক্ষায় জেলায় প্রথম হয়েছিলেন। এর পর ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেন।

১৯৮৭ সালে ইসরোয় যোগ দেন নিগার। ধীরে ধীরে কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরিতে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। আট বছর আগে আদিত্য-এল১ অভিযানের দায়িত্ব পান। যার সফল উৎক্ষেপণ হয়েছে গত শনিবার। ইতিমধ্যে সঠিক কক্ষপথে পৌঁছে গিয়েছে সেটি। সব ঠিক থাকলে ১২৭ দিনে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সূর্যের পাড়ায় মহাকাশের এল১ পয়েন্ট পৌঁছাবে আদিত্য। পরীক্ষা চালাবে মাধ্যাকর্ষণ, সূর্যের আলোর জীবনীশক্তি-সহ হাজারও বিষয়ে। চন্দ্রযানের মতোই আর এক যুগান্তকারী সাফল্য পাবে ভারত। সবচেয়ে বড় কথা, জয় হবে ভারতের নারীশক্তির। ৫৯ বছরের নিগার শাজী তো আগেই বলেছেন, 'এই অভিযান শুধু ভারতের নয়, বিশ্ব মহাকাশ গবেষণার সম্পদ হতে চলেছে।'

সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত থারমান

সিঙ্গাপুর, ৩ সেপ্টেম্বর: সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নেতা তথা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। পিপলস অ্যাকশন পার্টির প্রাক্তন নেতা থারমান শানমুগারাতনাম সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন। দীর্ঘ এক দশক পর শুক্রবার সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হল। আর এই নির্বাচনে ৭০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে দেশের শীর্ষ পদে আসীন হলেন থারমান। তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দু'দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত করতে থারমানের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে উৎসুক হয়ে রয়েছেন বলে এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন মোদী।নির্বাচন কমিশন খবর, প্রেসিডেন্ট পদের লড়াইয়ে থারমান শানমুগারাতনামের সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি এনজি কোক সং এবং বিমাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন কর্তা তান কিন লিয়ান। দুজনেরই বয়স ৭৫ বছর। শেষ পর্যন্ত ৭০.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হলেন ৬৬ বছর বয়সি থারমান। দেশের নবম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়ে সিঙ্গাপুরবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন থারমান শানমুগারাতনাম। তিনি বলেন, 'আমার সমস্ত সঙ্গী ও সিঙ্গাপুরবাসীকে ধন্যবাদ, যাঁরা ভোট দিয়ে আমাকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করেছেন। সিঙ্গাপুরের বাসিন্দা হিসাবে আমরা পরস্পরকে সমর্থন করব ও এগিয়ে নিয়ে যাব। আমার সঙ্গীরা নির্বাচনী প্রচারে কঠোর পরিশ্রম করে আমাকে জয়ী করিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ।'

প্রসঙ্গত, সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্টের মেয়াদ ৬ বছর। নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করার কথা থাকলেও এক যুগেরও বেশি সময় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়নি। ক্ষমতাসীন দল পিপল'স অ্যাকশন পার্টির সুপারিশের ভিত্তিতে এতদিন প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেওয়া হতো।

E-TENDER NOTICE

Tender are invited by the undersigned against **NIT No.-1/2023-24 dt. 01-09-2023** for Repairing & renovation of existing ground floor roof surface & Toilet block of the administrative building of Estimated value Rs. 300471.00. The last date of issue of Tender Paper is on 13-09-2023. The details information available in website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Officer-in-charge
WBCADC, Deganga Project

ADDA ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-34 of 2023-2024 Dated: 01.09.2023
Executive Engineer (Electrical), ADDA, Asansol invites Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and eligible Contractors; for other details visit our website: **http://wbtenders.gov.in, www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd./- **E.E. (Elect.), ADDA, Asansol**

নোবেল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ব্রাত্য রাশিয়া, বেলারুশ ও ইরান

স্টকহোম, ৩ সেপ্টেম্বর: নোবেল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে থাকতে পারবে না রাশিয়া, বেলারুশ ও ইরান। ২০২২ সালের পর এবার ২০২৩ সালেও এই তিন দেশের প্রতিনিধিদের নোবেল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান থেকে বাদ দিলেন আয়োজকরা। চলতি বছর স্টকহোমে হতে চলেছে অনুষ্ঠান। যদিও প্রাথমিকভাবে তিন দেশের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানাতে চেয়েছিল নোবেল ফাউন্ডেশন। তবে সেই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা যায় সুইডেনের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। চাপের মুখে পড়েই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নোবেল ফাউন্ডেশন।

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কারণেই ২০২২ সালের নোবেল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাশিয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যুদ্ধে রাশিয়ার সঙ্গী বেলারুশকেও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। যদিও গতবার নোবেল শান্তি পুরস্কার উঠেছিল রাশিয়া ও বেলারুশের দুই মানবাধিকার সংস্থার হাতেই। পুরস্কার পেয়েছিল ইউক্রেনের একটি সংগঠনও। তবে গত বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা হয়, নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে রাশিয়া, বেলারুশের রাষ্ট্রদূতরা যোগদান করতে পারবেন। তাছাড়াও হিজাব বিতর্কে উত্তাল হয়ে ওঠা ইরানকেও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসার পরেই নিন্দায় সরব হয় সুইডেনের রাজনৈতিক মহল।

প্রতিবাদের মুখে পড়েই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত বদল করে নোবেল পুরস্কার কর্তৃপক্ষ। শনিবার বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, তিন দেশকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে সুইডেনের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখেই আমরা সিদ্ধান্ত বদল করছি। গত বছর ব্যতিক্রম হিসাবে যে পদক্ষেপ করা হয়েছিল, এবার সেটাই নিয়ম হিসাবে চালু করছি আমরা। অর্থাৎ রাশিয়া, বেলারুশ ও ইরান-এই তিন দেশকে স্টকহোমের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

বাক্সের মধ্যে তরুণীর আধপোড়া দেহ
অনুমান ধর্ষণ করে খুন

লখনউ: উত্তরপ্রদেশের রাস্তায় বাক্সের ভিতর থেকে মিলল তরুণীর অর্ধদগ্ধ দেহ। তাঁর মুখ থেকে কোমর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তরুণীকে যাতে শনাক্ত করা না যায়, তা নিশ্চিত করতেই দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। ওই তরুণীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভাদোহির লালা নগর টোল প্লাজার কাছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর শনিবার রাতে একটি সন্দেহজনক বাক্স পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়েরা। পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে বাক্সের ভিতর থেকে তরুণীর আধপোড়া দেহ উদ্ধার করে।পুলিশ জানিয়েছে, বাক্সের ভিতর তরুণীর দু'টি পা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা ছিল। মুখ থেকে কোমর পর্যন্ত কেউ বা কারা পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়েছে। মুখ ঝলসে যাওয়ায় তাঁকে শনাক্ত করতে সমস্যা হচ্ছে। তবে তরুণীর বয়স ২০ বছরের কাছাকাছি বলে আন্দাজ পুলিশের। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, তরুণীকে খুন করা হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। খুনের আগে ধর্ষণও করা হয়ে থাকতে পারে। শনিবার রাতে পুলিশ কুকুর দিয়ে এলাকার তল্লাশি চালানো হয়। খুনের তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করার চেষ্টা চলছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

পঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জোনাল সস্ত্র সেন্টার দুর্গাপুর, রেড ক্রস রোড, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পঃবঃ-৭১৩২১৬
ই-মেইল: zs8344@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ : ২৯.০৯.২০২৩, সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) অধীনে ব্যাঙ্ক -এর কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয় ।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২ সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার বাস্তবিক/ গঠনমূলক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যা-কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে। সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না টাকা জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা [উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

লট নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা গ) জামিনদারগণ	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা এবং দখল	ক) ১৩(২) সেকশন অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ বিবরণ
১.	**ক) দুর্গাপুর শাখা** [০৩০৪১০], দুর্গাপুর, নাচন রোড, বেনাচিটি, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান (পঃবঃ)-৭১৩২১৩ **খ) মেসার্স শোভা ইস্পাত অ্যালয়স লিঃ** ডাঃ হ্যানিম্যান সরণি, গ্রাম-অঙ্গদপুর, দুর্গাপুর- ৭১৩২১৫ **এবং** ১, আর.এন. মুখার্জি রোড, মার্টিন বার্ন হাউজ, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৫৯, কলকাতা-৭০০০০১ **গ) ১) শ্রী সমীর মুখার্জি, (জামিনদার),** পিতা-প্রয়াত সুরেশ মুখোপাধ্যায়, নবপল্লী, সার্কুলার রোড, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ **২) শ্রীমতী সুচেত্রা মুখার্জি (জামিনদার),** শ্রী সমীর মুখার্জীর স্ত্র, নবপল্লী, সার্কুলার রোড বারাসাত কলকাতা ৭০০১২৬ **৩) মিস সুনন্দা মুখার্জি (জামিনদার),** পিতা- শ্রী সমীর মুখার্জি, নবপল্লী, সার্কুলার রোড, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ **৪) শ্রী গৌতম চ্যাটার্জি (জামিনদার),** পিতা-প্রয়াত অশোক চ্যাটার্জি, ছোটবাজার, পোস্ট-নবাপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ ,জেলা-২৪ পরগনা উত্তর (পঃবঃ) **৫) শ্রী স্বরূপ চ্যাটার্জি (জামিনদার)** পিতা-প্রয়াত অশোক চ্যাটার্জি, ছোট বাজার পোস্ট-নবাপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ জেলা-২৪ পরগনা উত্তর (পঃবঃ) **শ্রী নেপাল চ্যাটার্জি (জামিনদার)** পিতা-প্রয়াত ভোলানাথ চ্যাটার্জি, গোপাল মঠ, থানা- দুর্গাপুর- ৭১৩২০৩, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান	মৌজা আঙ্গদপুরে অবস্থিত কারখানার জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, জেএল নং ৮৯, থানা- দুর্গাপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, এডিডিএ (রাতুরিয়া) ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ১৯৯৫ সালের নিবন্ধিত ইজারা দলিল নং ৪৬৮৩ এর আওতায়, সিএস প্লট নম্বর (সম্পূর্ণ) ৩৩০, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪২ থেকে ৩৫৪, ৩৫৭,৩৫৯,৩৬৬ এবং সিএস প্লট নম্বর (অংশ) ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৬০, ৩৬৭, ৩৬৯, ৬৯৫, ৭০৪, ৭০৫, ৭১৭, ৭০৫/১৩৯, ৩৬৫/৪৮৪ খতিয়ান নং ১১১, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৮৮২, ৫৬৯, ৩৫৭, ৭৭১, ৭৭৩, ৭৬৫, ৭৭৭, ১৩৭, ৭৫৩, ১৯৮, ১৩২, ৭৫৪, ৪১৩, ৭৬০, ৭৬৬, ৭৮০, ৭০৬, ৮২, ১৩২, ৪৩৫, ২৯৫, ৮১, ৮৭, ৭০১, ৭৫৭, ১৮, ২৭৯, ৫৭৫, ৫৭৮, ১৫৫, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৩৩৭, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৩৩, ৬০, ৭৫৫, ১১২, ৭৭৮, ৬৩ জমির এলাকা ৯.৮৯ একর এবং ২০০৩ সালের নিবন্ধিত ইজারা দলিল নং ২১৯৯, সিএস প্লট নং ২৮৫(পি), ২৮৭(এফ), ২৮৮(এফ), ২৮৯(এফ), ২৯০(পি), ২৯১(পি), ২৯২(পি), ২৯৩(এফ), ৩২২(পি), ৩২৩(পি), ৩২৮(পি) এবং ৩২৯(পি), খতিয়ান নং ৩৯৭, ২৬৮, ৩৪৭, ২১৯, ৪০৭, ৪৫৮, ৯৯, ৪৮৮, ৪৮৭, ১০৯, ১৫৬, ৩৭৮, ২২০, ৪৮০, ৫২৫, ৫২৯, ৫৩৮, ৬ এলাকা ৪.০০ একর মোট জমির এলাকা ১৩.৮৯ একর যার মধ্যে ২০০৬ সালের আত্মসমর্পণ দলিল নং ৩৭১৮ অনুসারে, জমির এলাকা ৪.০০ একর সমর্পণ করা হয়েছে সেজন্য এখন এলাকা ৯.৮৯ একর যা শোভা ইস্পাত অ্যালয়স লিঃ এর নামে উপরোক্ত উভয় দলিল সমন্বিত। **দখল: বাস্তবিক**	ক) ০৬.০৯.২০২২ এবং আইওবি দ্বারা ১৩.০১.২০১৫ খ) ২৩.১১.২০২২ গ) পিএনবি **১২৪,১০,৩১,৫০০.৩৬ টাকা (একশো চব্বিশ কোটি দশ লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা ছত্রিশ পয়সা মাত্র) সহ ০১.০৭.২০২২ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং আইওবি, দুর্গাপুর শাখা ২০,৭৮,৫৭,৭৮৯.৪৪ টাকা** সহ ০১.০১.২০১৫ থেকে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ এবং চার্জ ইত্যাদি	ক) ৮২৩.৪৩ লক্ষ টাকা খ) ৮৩.০০ লক্ষ টাকা গ) ১০০০০০০.০০ টাকা	ক) ২৯.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা খ) বর্তমানে ব্যাংকের অজানা

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে -
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে **"যেখানে যেমন আছে" এবং "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট : https://www.mstcecommerce.com -তে ২৯.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা।
৪) বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন ওয়েবসাইট www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app এবং www.pnbindia.in
৫) বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন, অজয় কুমার জয়সওয়াল (সিএম) মোঃ- ৮০০১১৫৫৯২৬ -এর সঙ্গে
৬) প্রথম বিড অবশ্যই রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে বেশি হতে হবে
৭) প্রযোজ্য কর ক্রয়কারী দ্বারা বহন করতে হবে
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২-এর বিধি ৯(১) এর অধীনে ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৪.০৯.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর

অজয় কুমার জয়সওয়াল
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

১০ জনেই ডুরান্ড দখল, দিমিত্রির মোহন গোলে কাপ বাগানে, লাল কার্ডেও রক্ষা পেল না লাল-হলুদ। ছবি: অদিতি সাহা

টিকিটের হাহাকারের মধ্যেই ফাঁকা গ্যালারি! ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সমর্থকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডুরান্ড ডার্বির পারদ চড়ছিল। টিকিটের প্রবল হাহাকার ছিল। সবাই ধরেই নিয়েছিল রবিবাসরীয় ডার্বিতে সল্টলেক স্টেডিয়ামে কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হবে।

কিন্তু খেলা শুরুর পনেরো মিনিট পরেও দেখা গেল গ্যালারি পুরোদস্তুর ভর্তি হয়নি। গ্যালারির অনেক জায়গাই ফোকলা থেকে গিয়েছে। দুই প্রধানের গ্যালারির এমন ফাঁকা জায়গা দেখার পরে ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন অনেকেই। কোথায় গেল এত টিকিট? এমন প্রশ্নও উঠছে। অথচ স্টেডিয়ামের বাইরে অসংখ্য মানুষের ভিড়। সেই সব ফুটবলপ্রেমীদের কাছে ডুরান্ড ডার্বির টিকিট নেই। তাঁরা ভিতরেও যেতে পারছেন না। ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের অনুরোধ আরও সুন্দর করে এই ডার্বি আয়োজন করা যেত। এত টিকিট কীভাবে চলে গেল কালোবাজারির হাতে?

মাঠে বল গড়ানোর আগে থেকেই বাঙালির চির আবেগের ম্যাচ ঘিরে দারুণ উত্তেজনা ছিল। টিকিট নিয়ে কালোবাজারি, টিকিটের জন্য মারামারি, উন্মাদনা ছিল। দুই দলের সমর্থকরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে টিকিটের জন্য পাগলামিও শুরু করে দিয়েছিলেন। শুক্র-রাতেই ডুরান্ড কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে জানিয়ে হাউসফুল ঘোষণা করে দেওয়া হয়। শনিবার প্রায় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ইডেন গার্ডেন্সের সামনের গোষ্ঠ পাল সরণি। শুক্রবার ভোররাত থেকেই দু'দলের সমর্থকরা ক্লাবের সামনে গিয়ে টিকিটের জন্য লাইন দিয়েছিলেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই লাইন বাড়তে বাড়তে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত চলে যায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই টিকিট পাননি বলে অভিযোগ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানের বহু সমর্থক টিকিট না পাওয়ায় শুরু হয় বিক্ষোভ। কমবেশি সবার মুখেই শোনা যায় এক কথা। যদি ক্লাব সমর্থকরা টিকিট না পেয়েই থাকেন, তাহলে এত টিকিট গেল কোথায়? রবিবারের যুবভারতীতেও সেই একই দৃশ্য। এত উন্মাদনা, এত উত্তেজনা ডার্বি ঘিরে অথচ মিনিট পনেরো পরে গ্যালারির অনেক জায়গায়ই ফাঁকা থেকে গেল। যা ফুটবলপ্রেমীদের পীড়া দিচ্ছে।

এবার ভারত-নেপাল ম্যাচেও থাকছে বৃষ্টির চোখরাঙানি

পাল্লেকেলে: বৃষ্টি পিছু ছাড়ছে না ভারতের। রবিবার ভারত-পাকিস্তান হাইভোল্টেজ ম্যাচের উত্তেজনায় জল ঢেলে দিয়েছে প্রকৃতি। ভারতের ইনিংস চলাকালীন দু'বার মাঠ ছেড়ে উঠে আসতে হয়েছিল। বিরতির পর রান তাড়া করতে নামতেই পারেনি পাকিস্তান। শেষমেশ ম্যাচ অমীমাংসিত ঘোষণা করে দেওয়া হয়। দুই দলের মধ্যে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়েছে। তাতে পাকিস্তানের সুপার ফোরে যেতে সমস্যা হয়নি। প্রথম ম্যাচে তারা বিশাল ব্যাবধানে হারিয়েছিল নেপালকে। তিন পয়েন্ট নিয়ে প্রথম দল হিসেবে সুপার ফোরে পা রেখে ছে পাকিস্তান। ভারতের ঝুলিতে এখ ন ১ পয়েন্ট। সুপার ফোরে পৌঁছতে হলে সোমবারের ম্যাচে নেপালকে হারাতেই হবে। ভারতীয় দলের পরিকল্পনায় ফের বাধা হতে পারে বৃষ্টি। পাল্লেকেলে সোমবারের ম্যাচেও বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। প্রকৃতি বাদ সাধলে কী হবে? কীভাবে সুপার ফোরে পৌঁছবে ভারত?

ভারত বনাম নেপাল ম্যাচ ধুয়ে যেতে পারে বৃষ্টির জন্য। আবহাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী সোমবার ক্যান্ডিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৮০ শতাংশ। আর্দ্রতা ৯৮ শতাংশের আশেপাশে থাকবে। তাপমাত্রা থাকবে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ ভেসে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচটিতেও যদি বৃষ্টি বাধা হয় তাহলে ফ্যানরা যে হতাশ হবেন তাতে সন্দেহ নেই। ম্যাচ বাতিল হয়ে গেলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় দল কোনও ম্যাচ না জিতেই সুপার ফোরে পৌঁছে যাবে। কিন্তু কীভাবে? এশিয়া কাপে প্রথম বার অংশ নিয়েছে নেপাল। ডেবিউ ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে হেরেছেন রোহিত পাওডেলরা। পয়েন্টের খাতা এখনও খুলতে পারেনি তারা। ২৩৮ রানে হারের পর সোমবার নেপালের পরবর্তী প্রতিপক্ষ মেন ইন ব্লু। শক্তিশালী ভারতীয় দলকে নেপাল কতটা লড়াই দিতে পারবে তা প্রকৃতির রোষ থেকে বাঁচলে তবেই বোঝা যাবে। যাই হোক, ম্যাচটি ভেস্তে গেলে নেপালের ঝুলিতে ১ পয়েন্ট যাবে। ভারতীয় দলের পয়েন্ট সংখ্যা দাঁড়াবে ২। এই পয়েন্ট রোহিতদের সুপার ফোরে পৌঁছে দিতে যথেষ্ট।

প্রয়াত হিথ স্ট্রিক, ক্রিকেট তারকার মৃত্যুর খবর জানালেন স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রয়াত হলেন জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার হিথ স্ট্রিক। রবিবার ভোরবেলায় তাঁর মৃত্যুর খবর জানান ক্রিকেটারের স্ত্রী। বেশ কিছুদিন ধরেই ক্যানসারে ভুগছিলেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার। গত ২৩ আগস্ট আচমকাই তাঁর মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ে। যদিও সেই সময়ে নিজেই জানিয়েছিলেন তিনি সুস্থ আছেন। তবে শেষ পর্যন্ত ক্যানসারের সঙ্গে তাঁর লড়াই থেমে গেল। নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন জিম্বাবোয়ের অন্যতম তারকা ক্রিকেটার।

রবিবার সকালেই ফেসবুকে জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন অলরাউন্ডারের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করেন তাঁর স্ত্রী নাদিন। তিনি লেখেন, দ ৩ সেপ্টেম্বর সকালে আমার জীবনের সবচেয়ে ভালবাসার মানুষ তারাদের দেশে চলে গিয়েছেন। নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। বরাবর চেয়েছিলেন, পরিবার ও কাছের মানুষের সঙ্গে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন কাটাবেন। সকলের মধ্যে থেকেই ঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন হিথ স্ট্রিক দ

ক্রিকেটারের পরিবারের তরফে

আগে থেকেই জানানো হয়েছিল, ক্যানসারের বিরুদ্ধে স্ট্রিকের লড়াই যেন ক্রমেই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। গত মে মাসে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে হাসপাতালে ভরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন আগেই খবর ছড়ায় যে মারণ রোগের কাছে হার মেনেছেন তিনি। যে খবরে দুঃখ প্রকাশ করেন প্রাক্তন তারকা হেনরি ওলোঙ্গা। এরপরই ওলোঙ্গাকে মেসেজ করে স্ট্রিক জানান যে তিনি ভাল আছেন। তবে শেষ পর্যন্ত ক্যানসারের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিততে পারলেন না। চিরঘুমে চলে গেলেন হিথ স্ট্রিক।

ফিটনেস টেস্ট দিয়ে শ্রীলঙ্কায়? রাহুলকে নিয়ে আশা-আশঙ্কায় ভারত

মুম্বই: ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের টিমে তাঁর থাকা নিশ্চিত। শুধু একটাই ব্যাপার নিয়ে এখনও প্রশ্ন থাকছে, কত দ্রুত ফিট হয়ে উঠতে পারবেন তিনি? আজ, ৪ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ফিটনেস টেস্ট দেবেন লোকেশ রাহুল। এশিয়া কাপের টিমে রাখা হয়েছে তাঁকে। কিন্তু দল ঘোষণার সময়ই বলে দেওয়া হয়েছিল, প্রথম দুটো ম্যাচে পাওয়া যাবে না রাহুলকে। পুরনো চোট থেকে প্রায় বেরিয়ে এলেও সামান্য চোট এখনও থেকে গিয়েছে। দ্রুত ফিট হয়ে উঠবেন, এই আশার কথা শুনিয়েছিলেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকর। এশিয়া কাপে পাকিস্তান ম্যাচে টিমে রাখা হয়নি। নেপালের বিরুদ্ধে খেলবেন না। যদি ফিট হয়ে ওঠেন রাহুল, এশিয়া কাপের সুপার ফোরে দেখা যাবে তাঁকে। সেই সম্ভাবনা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে।

রাহুল যে ফিট হয়ে উঠেছেন, তা এনসিএ-র একটি সূত্র জানিয়ে দিচ্ছে। তাঁর কথায়, 'ও মোটামুটি ফিট। আশা করি শ্রীলঙ্কা উড়ে যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে।' ৫ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপের টিম ঘোষণা করবে বিসিসিআই। ১৫ জনের দল ঘোষণা করা হবে। কিন্তু এশিয়া কাপে ১৮ জনের ভারতীয় টিম পাঠানো হয়েছে। স্ট্যান্ডবাই কিপার হিসেবে টিমে রয়েছে সঞ্জু স্যামসন। রাহুল ফিট হয়ে উঠছেন, এর অর্থই হল, বিশ্বকাপের টিমে সঞ্জুর জায়গা হবে না। তার মধ্যে এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে ঈশান কিষাণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৮২ রানের ইনিংস খেলে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। মিডল অর্ডারে তাঁকে যে ব্যবহার করতে পারে টিম, বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিপার-ব্যাটার হিসেবে যদি রাহুল যদি না খেলতে পারেন, চোট পেয়ে বসেন, তা হলে ঈশানকেই তাঁর পরিবর্তে খেলাতে পারবে টিম ম্যানেজমেন্ট। আর তাই সঞ্জুর ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা কার্যত রইল না। সব কিছুর উর্ধ্বে উঠে এখনও রাহুলকে নিয়ে খ ানিকটা চিন্তা থেকে গিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের। চোটমুক্ত হলেও তাঁর ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। এশিয়া কাপে কয়েকটা ম্যাচ পাবেন নিজের ফর্ম প্রমাণ করার। কিন্তু তা কি যথেষ্ট? যদিও গত দু'বছরে মিডল অর্ডারে সবচেয়ে সফল ব্যাটার লোকেশ রাহুলই। কিন্তু ফর্মে না থাকলে ভারতীয় টিমের চিন্তা বাড়িয়ে দেবেন।

টি-২০ তে হেডের ঝড়ে উড়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভেন স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, জস হ্যাজলউড, প্যাট কামিন্স, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল;কেউ চোটের কারণে ছিটকে গেছেন, কেউ নিজ থেকে ছুটি চেয়েছেন। শীর্ষ সারির খে লোয়াড়দের বাদ দিয়েই তাই দক্ষিণ আফ্রিকায় টি,টোয়েন্টি দল পাঠিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। সিরিজ শুরুর আগে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির দলটাকে নিয়ে বাজি ধরার লোকও হয়তো খ ুব বেশি ছিল না।

তবে মিচেল মার্শের নেতৃত্বাধীন নতুন রূপের অস্ট্রেলিয়া দলটাই এক ম্যাচ বাকি রেখে টি, টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নিয়েছে। আর আজ এমন কীর্তি গড়ল, যা আগে দেখা যায়নি। তিন ম্যাচ টি, টোয়েন্টি সিরিজে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার কাছে ধবলধোলাই হলো দক্ষিণ আফ্রিকা। ট্রাভিস হেডের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে প্রোটিয়াদের ৫ উইকেটে হারাল সফরকারীরা। এর মধ্য দিয়ে সিরিজ জিতল ৩,০ ব্যবধানে।

ডারবানের কিংসমিডে শেষ টি, টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ১৯০ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। স্বাগতিকদের বড় সংগ্রহও 'মামুলি' হয়ে গেছে হেডের ক্যারিয়ারসেরা ৯১ রানের ইনিংসে। অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ জিতে নিয়েছে ১৩ বল বাকি থাকতেই। শুধু এটাই নয়; ডারবানে আগের দুই টি,টোয়েন্টিও হয়েছে একপেশে। বুধবার প্রথমটিতে ১১১ রানে, শুক্রবার দ্বিতীয়টিতে ৮ উইকেটে জিতেছিল সফরকারীরা।

নিয়মরক্ষার ম্যাচ হওয়ায় দুজনকে অভিষেক করিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা;টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান ম্যাথু ব্রিটজকি ও উইকেটকিপার, ব্যাটসম্যান ডোনোভান ফেরেইরা। ব্রিটজকি (৫) ভালো করতে না পারলেও ব্যাট হাতে ফেরেইরার অভিষেকটা মনে রাখার মতো হয়েছে। রানআউট হওয়ার আগে ১টি চার ও ৫টি ছক্কায় ২১ বলে করেছেন ৪৮ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসে এটাই ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ।

এ ছাড়া ওপেনার রিজা হেনড্রিকস ৪২ ও অধিনায়ক এইডেন মার্করাম ৪১ রান করেছেন। ১২ রানে ২ উইকেট হারানোর পর দক্ষিণ আফ্রিকা বড় ইনিংস গড়তে পেরেছে এই তিনজনের চল্লিশোর্ধ রানের সুবাদে। ৩১ রানে ৪ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সেরা বোলার শন অ্যাবোট।

এশিয়া কাপে নাজমুল ও মিরাজের জোড়া সেঞ্চুরিতে ভর করে আফগানদের বিরুদ্ধে ৩৩৪ রান তুলল বাংলাদেশ।

মেসিকে চাপে রেখে কেরিয়ারে ৮৫০ গোলের মাইলফলক ছুঁলেন রোনাল্ডো

রিয়াধ: ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো মানে গোলের বন্যা। কেরিয়ার জুড়ে তাই করেছেন তিনি। ফুটবল জীবনের প্রান্তিক স্টেশনে দাঁড়িয়েও একই রকম আগ্রাসী স্কোরার সিআর সেভেন। সৌদি প্রো লিগে আল নাসেরের হয়ে নতুন রেকর্ড করে ফেললেন পর্তুগিজ তারকা। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে ফেরার পর ৮০০ গোলের সেলিব্রেশন করেছিলেন। এ বার আল নাসেরের হয়ে করলেন ৮৫০ গোল। ক্লাব ফুটবলে তিনি সর্বোচ্চ স্কোরার। লিওনেল মেসির সঙ্গে তাঁর গোলের যুদ্ধের শেষ নেই। সেই লড়াইকেই উস্কে দিলেন রোনাল্ডো। লিগের প্রথম দুটো ম্যাচে হেরেছিল আল নাসের। সেই রোনাল্ডোতে ভর করেই আবার জয়ের ফিরেছে টিম। লিগে টানা তিনটে ম্যাচ জিতল আল নাসের। আল হাজমকে ৫-১ হারিয়েছে সিআর সেভেনের টিম। গোল করেছেন তিনিও।

সৌদি লিগে পা রাখার পর থেকে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে রোনাল্ডো। আল হাজমের বিরুদ্ধে

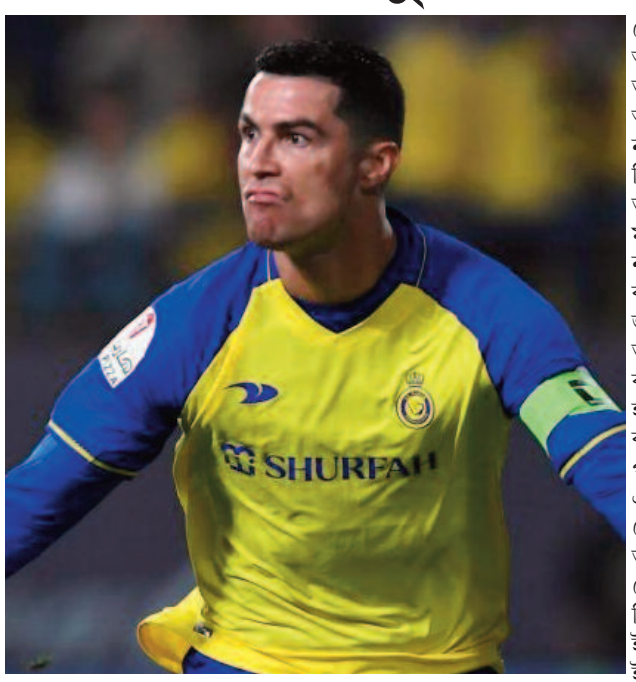

৮৫০ গোলের মাইলফলক পেরিয়ে যাওয়ার পর রোনাল্ডো সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'আর একটা টিমগেমের জয়। আমরা প্রতি ম্যাচেই উন্নতি করছি। আরও এগোতে হবে। কেরিয়ারে ৮৫০ গোল করে ফেললাম। আরও আসবে।' রোনাল্ডোর এই পোস্টে ভালোবাসা এঁকে দিয়েছেন তাঁর অগণিত ভক্ত। তাঁরই জন্ম আল নাসের বিশ্বব্যাপি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছে। তিনি যত গোল করবেন, তত সাফল্য পাবে আল নাসের। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে আল নাসেরে যোগ দেওয়া মোটেও সুখ কর ছিল না। কিন্তু গোলের আলো জ্বালিয়ে সব খারাপ লাগা ভুলেছিলেন সিআর সেভেন। ৩৮ বছরের ফুটবলার সৌদির ক্লাবের হয়ে ৩০ ম্যাচে ২৬টা গোল করেছেন। এই মরসুমে এখনও পর্যন্ত এসেছে ৬টা গোল। করেছেন একটা হ্যাটট্রিক। করিয়েছেন দুটো গোল। সৌদি লিগে বিশ্বের সেরা তারকারা একে একে পা দিচ্ছেন। নেইমারের মতো তারকাও এসে গিয়েছেন। আল হিলাল, আল ইত্তেফাক, আল আহলি, আল ইত্তিহাদের মতো টিমগুলোও এ বার তারকায় ভরপুর। রোনাল্ডোর আল নাসের যে ট্রফি জয়ের জন্য ঝাঁপাতে চাইছে।

হালান্ডের হ্যাটট্রিক, ফুলহ্যামকে চূর্ণ করল সিটি! ফের হারের মুখ দেখল চেলসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বয়স মাত্র ২২ বছর। আর তাতেই বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম তারকা হয়ে উঠেছেন নরওয়ের স্ট্রাইকার আর্লিং হালান্ড। কয়েকদিন আগেই গত মরশুমের জন্য লিওনেল মেসির মতন তারকাকেও পিছনে ফেলে ইউরোপের বর্ষসেরা হয়েছিলেন হালান্ড। সেটা যে কতটা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল তা চলতি মরশুমের শুরুর দিকে ফের একবার প্রমাণ করে দিলেন তিনি। টানা তিন ম্যাচে আর্লিং হালান্ডের গোল যে গোল খ রা চলেছে ইতিহাদ স্টেডিয়ামে সেই খরা অবশেষে কাটল। হালান্ডের থেকে গোল বন্যার সাক্ষী থাকলেন দর্শকরা। আজ অর্থাৎ শনিবার অনবদ্য একটি হ্যাটট্রিক করেছেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির স্ট্রাইকার। প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠে হালান্ডের হ্যাটট্রিকে ভর করেই ফুলহ্যামকে ৫-১ ব্যবধানে চূর্ণ করল সিটি। ম্যাচে অপর দুটি গোল করেছেন হুলিয়ান আলভারেজ ও নাথান একে। চলতি মরশুমে এই নিয়ে প্রথম চার ম্যাচের চারটিতেই

জয় পেল গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা ছন্দে রয়েছে ঠিক। তবে অন্যদিকে দলবদল বাজারে সবচেয়ে বেশি খরচ করা চেলসি কিন্তু জয়ের পথের ঠিকানা যেন হারিয়ে ফেলেছে । নটিংহ্যাম ফরেস্টের কাছে ১-০ ব্যবধানে হেরে গিয়েছে মরিসিও পচেত্তিনোর দল। চলতি মরশুমে এটি চেলসির চার ম্যাচের মধ্যে দ্বিতীয় ম্যাচে হার। এদিন ম্যাচে ইতিহাদে ফুলহ্যামের বিপক্ষে সিটির প্রথম গোলটি করেন আলভারেজ। ৩১ মিনিটে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডকে গোলটির জন্য অ্যাসিস্ট দেন হালান্ড। এর ঠিক দুই মিনিট বাদেই টিম রিয়ামের গোলে সমতা ফেরায় ফুলহ্যাম। খেলা জমে ওঠে। প্রথমার্ধের বিরতির বাঁশির আগর মুহূর্তে ফিল ফোডেনের সহায়তায় সিটির হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন একে।ফলে ২-১ ফলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় সিটি।

প্রথমার্ধে গোল পাননি হালান্ড। তিনিই পরের অর্ধে করে ফেলেছেন তিন তিনটি গোল। ৫৮ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন ফুলহ্যাম রক্ষণের ভুলে পাওয়া সুযোগকে কাজে লাগিয়ে।ম্যাচে ৭০ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি পান হালান্ড। আলভারেজ পেনাল্টি পান।সেই পেনাল্টি থেকেই ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন হালান্ড।এই গোলেই প্রিমিয়র লিগে দারুণ এক নজির গড়লেন হালান্ড। মাত্র ৩৯ ম্যাচেই প্রিমিয়র লিগে ৫০ গোলে অবদান (৪১ গোল, ৯ অ্যাসিস্ট) রাখেন নরওয়ের এই ফরোয়ার্ড। প্রিমিয়র লিগ ইতিহাসে এত দ্রুত এই মাইলফলক কোন ফুটবলার স্পর্শ করতে পারেননি। এত দিন শীর্ষে ছিল অ্যান্ডি কোল। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাউটেডের হয়ে ৪৩ ম্যাচে ৫০ গোলে অবদান রেখে ছিলেন তিনি। ম্যাচের যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে সিটির পঞ্চম এবং নিজের ব্যক্তিগত তৃতীয় গোলটি করেন হালান্ড। খেলার ফল দাঁড়ায় ৫-১।ওই ফলেই ম্যাচ জেতে সিটি। অন্যদিকে স্টামফোর্ড ব্রিজে চেলসি ফের হারের সম্মুখীন হল। নটিংহ্যাম ফরেস্টের বদলি ফুটবলার অ্যান্টনি এলাঙ্গা ৪৮ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন।ওই ফলেই ম্যাচ জেতা নিশ্চিত করে নটিংহ্যাম।এই নিয়ে চলতি মরশুমে ৪ ম্যাচের তিনটিতেই পয়েন্ট হারিয়েছে চেলসি।৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে তাদের ক্রমতালিকায় অবস্থান ১১ নম্বরে।সমান সংখ্যক ম্যাচ খেলে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে সিটি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**